আমাদের সিরিজের প্রথম উপন্যাস

সাধের বৌ

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ—পুনর্মুদ্রণ।

আশ্বিন, ১৩২৬।

প্রকাশক—
শিশির পাব্‌লিশিং হাউস্
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট্,
কলিকাতা।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি, এ, কর্তৃক
শিশির পাব্লিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত।

এল্, এন্, প্রেস হইতে
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।
৯৬নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আমার

____

শ্রী ____________________________________ কে

____________________র

নিদর্শন স্বরূপ

'সাধের বৌ'

উপহার দিলাম।

তারিখ _____________ । শ্রী ____________________

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার মতন ব্রাহ্মণ আর দেখি নাই, রূপে ও গুণে, সাধনায় ও তপস্যায় যিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি গৃহী হইয়াও পূর্ণ সন্ন্যাসী ছিলেন, যিনি আমার শৈশব ও কৈশোরের গুরু

ভাগলপুরের অক্ষয়কীর্ত্তি

সেই

৺পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়

মহোদয়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে,

তাঁহারই শ্রীচরণসরোজে

আমার 'সাধের বৌ'

উৎসর্গ করিলাম।

মুখবন্ধ।

ভাগলপুরের বরারী উপনগরে ৺ পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় বাস করিতেন। তিনি ভাগলপুর জেলা স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি বিপত্নীক হন এবং এক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমেই উৎকট সাধনা করেন। শুভ্র গৌর-বর্ণ, সুরূপ সুকান্ত দীর্ঘকায় পুরুষ সংসারে থাকিয়াই তিনি তান্ত্রিক ও যোগী হইয়াছিলেন। তিনি নিজের গৃহে বাস করিতেন না, গৃহ-সংলগ্ন একটা বড় আমবাগানে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেন এবং চল্লিশ বৎসর কাল মাষ্টারী করিয়া পরে পেন্সন গ্রহণ করেন। তিনি নীরোগ নিরাময় পুরুষ ছিলেন, চল্লিশ বৎসর চাকরীর মধ্যে কখনও একদিন অনুপস্থিত হন নাই। ইঁহার বাগানে অনেক অনেক বড় বড় সন্ন্যাসী আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। আর্য্য-সমাজ-প্রতিষ্ঠাতা ৺দয়ানন্দ স্বামী সরস্বতী কেবলি যে ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইহাকে অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা করিতেন। পার্ব্বতী বাবু প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

আমি পার্ব্বতী বাবুর এই কুটীরে প্রায়ই যাইতাম, এবং তাঁহারই বাগানে প্রথমে বহু সিদ্ধ সাধক সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত হই। ইঁহারই বাগানে কাশ্মীর লেহ প্রদেশের ব্রাহ্মণ দণ্ডী কেশবানন্দের নিকট, প্রথমে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের গড়ন, বাঁধন ও পরিচালন পদ্ধতির ইতিহাস কথা শুনিয়া ছিলাম। তাহার পর যৌবনে ও প্রৌঢ়ের প্রথমে বড় বড়

কেন্দ্রী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাদের কর্ম্মের পরিচয় পাইয়াছি। এই গ্রন্থের একটি সন্ন্যাসিচিত্রও কাল্পনিক নহে, এমন কি আমি তাঁহাদের নামটি পর্য্যন্ত লুকাই নাই। অঘোরী বাবা নামধেয় মহাপুরুষ এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার সহিত কালে ভদ্রে আমার সাক্ষাৎও হয়। ইঁহাদের কাছে আমি যাহা শুনিয়াছি, নিজের চক্ষে সহরে ও মফস্বলে যাহা দেখিয়াছি তাহার যতটুকু প্রকাশ করা যায় ততটুকুই উপন্যাসের আকারে প্রকাশ করিতেছি। "সাধের বৌ"এর মত আরও দুইখানি এই আকারের উপন্যাস না লিখিলে সকল কথা ঠিক করিয়া বলা হইবে না, এই সঙ্কল্প মনে আছে। এক্ষণে এক যিনি পূর্ণকরিবার মালিক তিনি কৃপা করিলেই আমার এ অভিলাষ সচ্ছন্দে পূর্ণ হইবে।

সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের মধ্যে যাহারা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাঁহারা সবাই লক্ষ্য করিয়াছেন যে অনেকগুলি সন্ন্যাসী বাঙ্গালাদেশে কাজ করিতেছেন। বাঙ্গালার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীর শিষ্য হইতেছেন। আমার মনে হয় এই সন্ন্যাসীদের চেষ্টায় আমাদের ভাঙ্গা হিন্দু সমাজ আবার গড়িয়া উঠিবে। গড়নও আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আমরা এখনও তাহা ঠিকমত লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে ইংরাজি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই আমি এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছি, এবং পরে আরও দুইখানি রচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

"সাধের বৌ" উদ্‌যোগ পর্ব্বের কথা,—যে কয়টা কথা গোড়ার না

বলিলে আসল কথা বলা যায় না, আমি কেবল সেই কয়টা কথাই বলিয়া রাখিয়াছি, তাই ইহাতে তেমন চরিত্রের উন্মেষও করিবার চেষ্টা করি নাই। ঘটনা-পারম্পর্য্যের বিন্যাসও তেমন করি নাই। সে সব বাকী দুইখানা পুস্তকে ক্রমে ফুটিয়া উঠিবে। সাধের বৌ আমার বক্তব্যের উপক্রমণিকা মাত্র। না লিখিলে লেখা হয় না বলিয়া, বিশেষতঃ এখানকার আমার গণা দিন কয়টা শেষ হইয়া আসিতেছে বুঝিয়া, তাড়াতাড়ি সাধের বৌ লিখিয়া দিলাম। আমার তিন খানা বহি লেখা শেষ হইলে পাঠকগণ আমার লেখার ভালমন্দের বিচার করিবেন। ক্ষেত্র নূতন, বিষয় নূতন, বিষয়ীভূত নরনারীর চরিত্রও নূতন। সুতরাং ইহা কেমন ভাবে গৃহীত হইবে জানি না। তবে আমার আশ্বাস এই যে কল্পনার সাহায্যে আমাকে বিশেষ কিছু গড়িয়া তুলিতে হইতেছে না। আমার পুস্তকের কুশীলবগণের অনেকে সজীব সাধারণ নরনারী, আমাকে কল্পনার খেলা বেশী খেলিতে হইতেছে না।

আমি যাঁহাদিগকে সজীব দেবতা বলিয়া মনে মনে করি, যাঁহারা আমার সুখে, দুঃখে, শোকে, সন্তাপে, আমার ইহ জীবনের অবলম্বন, বল, বুদ্ধি ও ভরসা, তাঁহাদের ইঙ্গিতেই আমি এই পুস্তক লিখিতেছি, এমন কি তাঁহাদের প্রেরণায়ই অনেক সময় লেখা বাহির হইতেছে। তাঁহাদের সামগ্রী তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করিলাম, তাঁহারা যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই হইবে।

কলিকাতা।
২৫শে ভাদ্র, ১৩২৬।

সেবক—
শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

বাঙ্গালা দেশে যখন যেখানে রাজধানী রহিয়াছে তখনই সেই রাজধানীর সভ্যতা সমাজের আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য হইয়াছে। যখন ঢাকা রাজধানী ছিল তখন "ঢাকার ঢাঁচা" বলিয়া ঢাকার সভ্যতাকে পশ্চিমবঙ্গের লোকে উল্লেখ করিত, যখন মুর্শিদাবাদ রাজধানী ছিল তখন দক্ষিণ বাঙ্গলার লোকে সৈদাবাদী ঢং বলিয়া মুর্শিদাবাদের সভ্যতার পরিচয় দিত। সেকালের গৃহিণীরা এই সৈদাবাদী ঢংকে "সওতাবেদে ঢং" বলিত।

এই সওতাবেদে ঢংএর একটা কথা উল্লেখ করিয়া রাখিব। তখন একান্নবর্ত্তী সংসারের প্রাবল্য ছিল। জ্ঞাতিগোষ্ঠী সকলে একসঙ্গে থাকিত। তখনকার দিনে কথায় কথায় কাহারও নাম উল্লেখ করা শিষ্টাচার সম্মত ছিল না। পাঁচ ভাই একসঙ্গে থাকে তাহাদের পাঁচটী সংসার। সেই পাঁচ সংসারে আবার বড়, মেজ, সেজ, ছোট আছে, তাই বাড়ীর বধূদের একটা একটা আদরের নাম দেওয়া হইত। অমুকের বৌ, কি বড় বৌ, কি মেজ বৌ, বলা হইত না, তাহার পরিবর্ত্তে, মাণিক বৌ, চাঁদ বৌ, সোণা বৌ, সোহাগ বৌ, রাঙ্গা বৌ, সাধের বৌ প্রভৃতি নাম ছিল। ইহাই সওতাবেদে ঢং। এই পদ্ধতি মুর্শিদাবাদ রাজধানীর উত্তর দক্ষিণ চারিদিকেই এক সময়ে প্রচলিত ছিল। সেই পদ্ধতির হিসাবে যে

আমাদের "সাধের বৌ" হইল তাহা নহে। সৈদাবাদী ঢং অনুসারে সর্ব্ব কনিষ্ঠ বধুকেই "সাধের বৌ" বলা হইত। সাধের বৌ আদরের ডাক। সেই আদরের ডাকেই আমাদের সাধের বৌএর সহিত পরিচিত হইলে পাঠক পাঠিকারাও তাহাকে সাধের বৌ বলিবেন না এমন শঙ্কা আমাদের নাই; কারণ এখনও বাঙ্গলায় বাঙ্গালিত্ব দূর হয় নাই, মজ্জাগত হিন্দুয়ানীটুকু এখনও বজায় আছে। সেই মজ্জাগত হিন্দুয়ানীটুকু ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টায় আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগ করিলাম। ফলাফল সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের।



বাড়ীর গৃহিণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

—পৃষ্ঠা ৪৫

সাধের বৌ।

প্রথম খণ্ড।

ব্যঞ্জনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সু। তাও কি হয়?

বি। কেন হ'বে না?

সু। কেমন ক'রে হবে?

বি। করিলেই হয়। কর্ত্তা তুমি, কর্ম্ম বর্ত্তমান, হাত পা নাড়িয়া কাজটা তোমাকে করিতে হইবে।

সু। করিলেই কাজ করা হয় না। যাহা রয়-সয় তাহাই করিতে হয়। এ সংসারে আমি ত একা নহি।

বি। আমিই বা কোন কৌপীন আঁটিয়া এই সংসার বিজন-বনে বিরক্তপুরুষের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমিও ত একলা আসি নাই, এখনও একলা নহি।

সু। আমাকে কাজ করিতে হইবে, ভূতের বোঝা বহিতে হইবে, আমি ভাবিব না?

বি। দেখ, ও সব বাজে কথা বকিও না। দেহটা যে বহিতেছ

সে কি ভূতের বোঝা নহে ? ভূতের বোঝা চিরকাল মানুষ বহিয়াছে, চিরকাল বহিবে।

সু। আমার একটু বিশেষত্ব আছে।

বি। যে হেতু তুমি কলিকাতা ইউনিভারসিটির এম-এ উপাধিধারী যুবক, দু'দিন পরেই উকীল হইয়া মফস্বলের কোন মহকুমারূপ সহকার শাখায় বসিয়া কু—উঃ—কু—উঃ করিবে, আর লোক ঠকাইয়া পয়সা রোজগার করিবে।

সু। তুমিও ত তাই; বরং তুমি এখনই উকীল, আমাকে এখনও পাশ করিতে হইবে। বলি কি, বি-এল্-এর বালাইটা চুকিয়া যাউক না কেন ?

বি। ইতিমধ্যে বুড়ীর বালাই যদি চুকিয়া যায় ? তোমার মায়ের যে আর অধিকদিন নহে। সে বুড়ীর সাধ মিটাইবে না কেন

সু। হারি মানিলাম—বিবাহ করিব; মাকে তুমি বলিবে আমি বলিতে পারিব না। আর—আর—আর—

বি। হিন্দুর ছেলের "লভ" টুকুও আছে, জ্যাঠামী টুকু আছে। আর কি ? সুকুমারীকে বলিব—তো'র বর ঠিক হয়েছে গলায় দড়ী এমন বুদ্ধির। যাউক সে কথা, আমি তা হলে আজ বাড়ী চলিলাম। ৭ই ফাল্গুন দিন স্থির। এই কয়দিনের মধ্যে সব যোগাড় করিতে হইবে। তোমার মায়ের অনুমতি লইয় আমি আজই রাত্রির গাড়িতে রওনা হইব।

সু। তুমি দেখিতেছি সব ফিট্‌ফাট করে রেখেছ !

এই কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া দুই বন্ধু দুইদিকে চলিয়া গেলেন। শ্রীমান্ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ উপাধিধারী যুবক। নাকে চশমা আছে, চিবুকে দাড়ি আছে, ওষ্ঠে গোঁফ আছে, কণ্ঠে 'কলার' আছে, দেহে সাহেব বাড়ীর সার্ট আছে, পরিধানে কালপেড়ে ধুতী আছে, পায়ে মোজা আছে, মোজার উপর পম্প-জুতা আছে, অঙ্গুলে আংটি আছে, হাতে ছড়ি আছে, মাথায় টেড়ি আছে, আর বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ জানু পর্য্যন্ত ঝুলান সিল্কের চাদর আছে।

অপর যুবকের নাম শ্রীমান্ বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। ইনি সম্প্রতি হাইকোর্টের উকীল হইয়াছেন। সাজসজ্জা মোটামোটি রকমের—দেখিলে মনে হয় বেশ হিসাবী ও বিষয়ী লোক। স্ফুট গৌরবর্ণ নয়—মাজা-ঘষা শ্যামবর্ণ। মাথার চুলগুলি কোঁকড়া-কোঁকড়া, মধ্য দিয়া যেন একটা কত কালের টেড়ির রেখা পথ হারাইয়া কেশগুচ্ছের ভিতর আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে। গোঁফ দাড়িও আছে, কিন্তু সে সব যেন জঙ্গলীর মত, উহাতে ক্ষৌরকারের যত্ন কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। অধরোষ্ঠ সুগঠিত, সুবিন্যস্ত—যেন দৃঢ়তা ব্যঞ্জক। চোখ দুইটি বড় বড়—একটু কোল-ভাঙ্গা। লোকটাকে হঠাৎ দেখিলেই মনে হয় যেন সংসারের সকল বিষয়েই তাহার তুচ্ছজ্ঞান হইয়াছে, যেন দয়াপরবশ হইয়া সে বন্ধুবান্ধবের সহিত কথা কহিয়া থাকে।

বিজয়কুমারকে দেখিলে মনে হয় না যে সে ধনী। বাস্তবিক কিন্তু সে ধনীর সন্তান। পূর্ব্ববঙ্গে তাহার বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট

আছে, পরিবারও খুব বৃহৎ, সংখ্যা করিয়া কুপোষ্যগণের হিসা করা যায় না ; সে নিজেও মন্দ উপার্জ্জন করে না। বিজয়কুমা পিতৃহীন ; তিনটি ছোট ছোট ভাই আছে, দুইটী ভগিনী আছে আর আছেন বিধবা মাতা, তিনটি বিধবা পিতৃষ্বসা এবং অতিবৃদ্ধ পিতামহী। সংসারের মধ্যে এক বিজয়কুমারই সমর্থ ও কর্ম্মঠ তিনিই এখন কর্ত্তা। বিজয়কুমারের পিতা বহুকাল পশ্চিম বাঙ্গালা সদরালার কাজ করিয়াছিলেন ; কাজেই তিনি এক হিসা কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন, ছেলেরা ও সকলে এ দেশের ধরণ-ধার সবই শিখিয়াছিল।

শ্রীমান্ সুকুমারের পিতাও ইহলোকে ছিলেন না। বৃদ্ধ রামকুমা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল শিক্ষা বিভাগে কাজ করিয়া দু'বৎসর হ' দেহত্যাগ করিয়াছেন—রাখিয়া গিয়াছেন পুত্র শ্রীমান্ সুকুমা বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ। সুকুমার শীঘ্রই বি-এল পরীক্ষা দিবেন এ পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া ওকালতী করিবেন স্থির করিয়াছেন। বর্ত্তমান কা সুকুমার বাবু কলিকাতার কোন বে-সরকারী কলেজে প্রফেসারে কাজ করিতেছেন ; বেতন পান মাসিক দে[illegible] টাকা। সুকুমারে এক বিধবা মাতা বর্ত্তমান, সংসারে ভরণপোষণের যোগ্য আর তাঁহা কেহ নাই। লোকে বলে বিধবার হাতে কিছু টাকা সঞ্চিত আছে যাহা হউক বাহ্য আকার প্রকার দেখিয়া কেহ কখনও সন্দেহ করি পারিবে না যে, সুকুমার বাবু খুব বড় লোকের ছেলে নহে। সুকুম কলেজের ছেলে মহলে একজন প্রসিদ্ধ বাবু বলিয়া পরিচিত।

বিজয় ও সুকুমারে বড়ই বন্ধুত্ব—খুব হৃদ্যতা। বিজয়ের বহু-কালের চেষ্টা যে তাহার ভগিনী শ্রীমতী সুকুমারীর সহিত সুকুমারের বিবাহ দেয়। সুকুমারের মাতা সুকুমারীকে পছন্দ করিয়াছিলেন; বিজয়ের মায়েরও সুকুমারকে পছন্দ হইয়াছিল। জামাই করিতে হয় ত অমনই চাঁদের মত ছেলেকে জামাই করা ভাল। সুকুমার কিন্তু কোন পক্ষে কোন কথা কহেন নাই; এতদিন পরে তিনি বিবাহে সম্মতি দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"মা, আজতো একটা কাজ করে এলাম। এখন আমাকে সন্দেশ খাওয়াবে কিনা?" এই বলিয়া বিজয় মায়ের কাছে গিয়া বসিল।

মা। কি কাজ করলে বাবা? তোমারই ত সব, তোমাকে আবার আমি কি সন্দেশ খাওয়াইব?

বি। মার আমার ঐ কেমন বাকা কথা। আমিই যদি কর্ত্তা হলাম ত আমার কাজের বাহবা দিবে কে? তুমি এখনও আমার মাথার উপর আছ, তুমি একটু প্রশংসা না করিলে কোন লোভে আমি এ গন্ধমাদন বহিয়া বেড়াই বল দেখি?

"দাদা, কেবল গন্ধমাদন বইবে কেন? ছোট ভাই সুজিতকে কোলে করে রেখ। কি কাজ করেছ দাদা?" এই বলিয়া সুকুমারী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

বি। দূর পোড়ারমুখী, তুই আবার ম'রতে এলি কেন? এ মেয়েটা সকল খোজ রাখবে, সব কথায় কথা কইবে। তোর বর ঠিক করেছি—তোর বর! এইবার হ'ল?

মা। সুকুমার কি রাজী হ'লরে বিজু? রাম—বাঁচলুম!

বি। হাঁ, সুকুমার রাজী—আগামী ৭ই ফাল্গুন বিবাহের দিন স্থির। তুমি একবার তা'র মাকে বলে আস্‌বে; আমি বরা'নগরের বাড়ীতে বিয়ে দেব। কি বল?

মা। কেন কল্‌কেতার অপরাধ? এখানে বরং লোকাভাব হ'বে না। সেখানে লোক পাবি কোথা থেকে?

বি। কেন, এখানকারই লোকজন যাবে!

মা। যা ভাল বুঝিস্ তাই কর; আমি তবে রাঙা দিদির কাছে যাই; মাগী এ খবর পেলে আমোদে আটখানা হবে।

এদিকে ত মাতাপুত্রের কথা শেষ হইল; ওদিকে সুকুমারী ঘরে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মুখে কথাটি নাই। সুকুমারী দ্বাদশবর্ষীয়া কিশোরী—দেখিতে বেশ সুন্দরী। মনে হয় আরও বয়স বাড়িলে সুকুমারীর রূপ যেন ফাটিয়া পড়িবে। সে লাবণ্যময়ী, হাস্যময়ী, সদা ক্রীড়াপরায়ণা। ছোট তিনটি ভাইয়ের সঙ্গে সে সর্ব্বদা ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়। অথচ, সুকুমারী কখনও কোন অপকর্ম্ম করে না—সকলের পান সাজিয়া রাখে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বামুন ঠাকুরাণীকে রুটি বেলিয়া দেয়, কুটনা কুটিয়া দেয়। সুকুমারী নিজের কাজ করিয়া তারপর খেলা করে। সে লেখাপড়াও মন্দ

শিখে নাই—বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে পারিত, একটু ইংরেজিও শিখিয়াছিল, একটু হিসাব নিকাশও জানিত। বিবাহ হইলে স্বামীকে কেমন করিয়া চিঠি লিখিতে হইবে, সে বিদ্যাটুকুও সুকুমারীর হইয়াছিল।

সুকুমারী ঘরে বসিয়া আছে, জানালার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে, এবং বামপাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া সিমেণ্টের মেজে খুঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে। এমন সময়ে বিজয় ঘরে প্রবেশ করিল।

"কি রে সুকী, বিয়ের কথা শুনেই তুই যে গম্ভীর হয়ে গেলি? আগে বিয়ে হ'ক, পরে চুপ করে ক'নে-বৌ হয়ে বসিস্।"

সুকু। দাদা, তুমি বিয়ে কর্‌লে না, আমার বিয়ে আগে দিচ্ছ যে!

বি। তোদের বিয়ে না দিয়ে, তোদের পার না করে, আমি বিয়ে করব না।

সুকু। কেন, আমরা কি ঘরে থাক্‌লে তোমার বৌকে বিষ খাইয়ে মারবো নাকি? মাকে গিয়ে বল্‌ছি—মা, দাদার বিয়ে না হ'লে, আমি বিয়ে করব না।

বি। তা মাকে বলিস্; তোকে ত বিদায় করে দি'; তখন পরে যা হয় একটা কিছু ক'রব।

সুকু। আমি তোমার সম্বন্ধ না ক'র্‌লে, তোমার সম্বন্ধ কে ক'র্‌বে! ঠাকু'মাকে কাশী থেকে আন্‌তে পাঠাও—আমি ততক্ষণ চাটুয্যেদের হাপ্‌সীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ পাতাই। কেমন দাদা, বৌ পছন্দ হবে ত?

বি। মেয়েটাকে আদর দিয়ে দিয়ে মা ওর মাথা খেয়ে দিয়েছে। পঁচিশ বছর বয়স হতে চল্লো, উনি আমার সঙ্গে রঙ্গ করেন। ফের, বেশী বক্‌বি ত দাঁত ভেঙ্গে দেব।

সুকু। আমার কি, তোমারই আর তিন হাজার খেশারৎ লাগবে। দাঁতের দাম আছে, তা জান? হাঁ দাদা, সে হাপ্‌সীকে কি দেখে পছন্দ করছ দাদা? আহা-হা তা'র ঠোঁটে আল্‌তা লাগিয়ে দিলে, কেমন টিকে ধরান মত যে দেখায়! দাদা তাই দেখেই ভুলে গেছে। ওমা—ওমা—মাগো, বড়দা' হাপ্‌সীকে বিয়ে করবে; তুমি শিগ্‌গীর বরণ-ডালা সাজাও, আমি বরণ করে বৌ ঘরে তুলবো।

এই বলিয়া সুকুমারী ছুটিয়া ঘর হইতে পলাইয়া গেল। বিজয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল; শেষে, "বোনটা ক্ষেপা নাকি" বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীমান্ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথাকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি কাহারও সহিত কোন কথাটি কহিলেন না; নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বেড়াইবার পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া এক-

খানি পাঁচি ধুতী পরিয়া, সাবান, তোয়ালে, ব্রুশ, চিরুণী আর্শী প্রভৃতি লইয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। সায়েস্তা চাকর বাবুর মতি বুঝিত, তাড়াতাড়ি কোঁচান কাপড়, কাচা গেঞ্জি এবং চটি জুতা লইয়া স্নানকক্ষের দ্বারে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ফাল্গুন মাস—সন্ধ্যা কাল; কিন্তু সুকুমার বাবু বার মাসই দুই বেলা স্নান করিয়া থাকেন। স্নানাদি শেষ করিয়া, কোঁচান ধুতী পরিয়া, গেঞ্জি আঁটিয়া, নিখুঁত টেড়িটি কাটিয়া, দাড়িটি চোম্‌রাইয়া নবীন নটবর সাজে সুকুমার বাবু বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধা মাতা জলখাবার আনিয়া দিলেন, চাকরে বরফ দেওয়া জল টম্‌ব্লার গেলাসে করিয়া আনিয়া দিল; সুকুমার বাবু পানাহার করিলেন; তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে নিজ কক্ষের দিকে যাইতে লাগিলেন,—দরজার সম্মুখে যাইয়া 'মা' বলিয়া ডাকিলেন।

স্নেহময়ী মাতাঠাকুরাণীও "যাই বাবা" বলিয়া উত্তর করিলেন। মায়ের গলার আওয়াজ শুনিয়াই সুকুমার নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ইজি চেয়ারখানিকে একটু বাঁকা করিয়া, সম্মুখের গ্যাসের আলোর উপর একটা সবুজ বনাতের টুক্‌রা কতকটা ঝুলাইয়া দিয়া, চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া সুকুমার বাবু আরাম-কেদারায় অৰ্দ্ধশয়িতাবস্থায় পতিত রহিলেন। এই অবসরে মাতাঠাকুরাণী ঘরে আসিয়া মেজের উপর বসিলেন।

বৃদ্ধা সুকুমারের চাল-চলন দেখিয়া তাহাকে বেশ ভয় করিতেন; পাছে সুকুমার চটে, এই আশঙ্কায় বৃদ্ধা সদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন।

সু। (একটু কাসিয়া) মা, বিজয় ত নাছোড়বান্দা হয়েছে। আমার বিবাহ করা কি প্রয়োজন?

মা। সে কি কথা সুকু! আমি কি তোমার সংসারে চিরকাল খাটিয়া মরিব? বিবাহ তোমাকে করিতেই হইবে, আর সুকুমারীর মত কনেও পাওয়া যায় না। ওদের আছেও দু'পয়সা বেশ, সংসারও মস্ত। তোমার একটা হিল্লা হ'বে। আর আমার মনিষ্যিজন্মের সাধও ত আছে; সে সাধ ত তোমার মিটাতে হয়?

সুকুমারের উপদেশমত মাতাঠাকুরাণী তাহাকে 'তুই-তোকারী' করিতে পারিতেন না—সুকুমার বাবুর মেজাজ অনেকটা সাহেবী ঢঙের ছিল। মায়ের কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ পরে সুকুমার বাবু বলিলেন,—

"মা, বিয়ে ত করব, খা'ব কি? উকীল হয়ে ত আর সঙ্গে সঙ্গে টাকা আনতে পারবো না! তখন কি হবে? এ এক রকম দিন কেটে যাচ্ছে ভাল। দেড় শত টাকায় আমাদের দুজনের কোন ভাবনা নাই। বিবাহ করিলে আর একজন বাড়িবে। দেড় শত টাকায় কুলাইবে কি? বিজয়ের বোনের বিয়ে হ'লেই হ'ল। এখন বিয়ের সময়ে যা কিছু আদায় করে নেওয়া যাইতে পারে, পরে কেহই জামাতার বা ভগিনীপতির কোন সমাচার রাখে না। এ সব ভেবে দেখেছ কি?

মা। তোমায় সে সব ভা'বতে হ'বে না, সে আমার ভাবনা। বিজয় হিসেবী ছেলে, সে আমাদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিতে পারিবে না। দেনা পাওনার কথা তুমি কহিও না; সে ভার আমার উপর।

বিজয় আর তুমি বড় বন্ধু, টাকার কথায় বন্ধুত্ব থাকে না। তুমি কোন কথা কহিবে না।

মায়ের এই কথা শুনিয়া সুকুমার ছোট একটি "বেশ" বলিল। এমন সময় বিজয় ও তাহার মাতা সুকুমারের বাটীতে আসিলেন।

"দিদি, আমি এলাম"—এই বলিয়া বিজয়ের মা সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"এস এস—দিদি এস,—আ'স্‌বে বৈকি, তোমার ঘর, তোমার বাড়ী, তোমার ছেলে,—তুমি আসবে না!" এই বলিয়া সুকুমারের মা একখানি আসন পাতিয়া দিতে উঠিলেন; বিজয়ের মা তাহা হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া খালি মেজের উপর বসিলেন।

অন্যদিকে বিজয় সুকুমারের মুখের কাছে মুখ লইয়া যাইয়া বলিল—'সু-কু আমি এলাম''। সুকুমার একটা শুষ্ক "বেশ" বলিল,—বিজয় ছোট্ট "বেশ"টুকু শুনিয়া হাসিয়া বলিল, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক; যেন সব বেশই হয়।"

সকলেই নিজ নিজ আসনে বসিল। অনেকক্ষণের পর বিজয়ের মা বলিলেন "দিদি, এ বিয়ের আমরাই মুরুব্বী, দেনা-পাওনার কথাটা আমরাই বলাবলি করি এস।" এই বলিয়া বৃদ্ধা অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুকুমারের মা বলিলেন, "কথা বেশী নাই, বোন্, আমার সুকুমারকে তুমি পাঁচটা হ'র্‌তকী দক্ষিণা দিয়ে কন্যা সম্প্রদান ক'রো। আমার সুকুমার তোমার হয়ে বেঁচে থাক।"—

কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধা আর সামলাইতে পারিলেন না—কাঁদিয়া ফেলিলেন। সে রোদনের মর্ম্ম বিজয়ের মা বুঝিলেন—দুই জনেই কাঁদিতে লাগিলেন। আনন্দের কার্য্যে অশ্রুধারার সূচনা হইল। হিন্দুর সংসারে ইহাই যথার্থ সুখ।

সুকুমারের মায়ের কথার উপর কথা কহিবার সামর্থ্য বিজয়ের মার ছিল না। বিজয় কিন্তু সাহস করিয়া কথা কহিতে গেল—সে বলিল—

"মাসীমা, তবুও ত একটা কিছু বল্‌তে হয়?"

"তুমি চুপ করো বাছা, সংসারের কর্ত্তা হয়েছ বটে; কিন্তু কথা কহিতে শিখ নি। তোমার মা স্বয়ং এসেছেন, তুমি কথা কও কোন হিসেবে?"

বিজয় চুপ করিল। দুই বৃদ্ধা অনেকক্ষণ বসিয়া চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিলেন। দণ্ডকাল পরে তাঁহাদের কথা শেষ হইল। ইত্যবসরে বিজয় আর সুকুমার বসিয়া কেবল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়াছে, মুখে 'রা'টি পর্য্যন্ত কা'রো নাই।

৭ই ফাল্গুন সুকুমারের বিবাহের দিন স্থির হইল। উভয় পক্ষই সম্মতি দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমান্ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের সহিত শ্রীমতী সুকুমারীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। বিজয়ের মা সুকুমারীকে দশ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন ; দান সামগ্রীও অসংখ্য, নগদ দুই হাজার এক টাকা। দেওয়া-থোওয়া দেখিয়া পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই ধন্য-ধন্য করিয়াছিল। ব্রাহ্মণের ঘরে এমন ব্যয়বাহুল্য করিয়া কেহই মেয়ের বিবাহ দেয় নাই।

সুকুমার ভাগ্যবান্ যুবক, টাকা কড়িও যথেষ্ট পাইল, অপরূপ সুন্দরী পত্নীও পাইল। সুকুমারের মা বড় কম যান নাই। তিনি একমাত্র পুত্রের বিবাহে গুপ্তধন কিছু বাহির করিয়াছিলেন। বধূকে ভাল ভাল গহনা দিয়াছিলেন। শুভক্ষণে বধূমুখ দর্শনও করিয়াছিলেন। তিনি সুকুমারীকে দেখিয়াই ভাল বাসিয়াছিলেন।

সুকুমারী দুইদিন ঘর করিতে আসিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে বেশ বশ করিয়া লইল। সংসারের এমন কাজ নাই যে সে জানিত না। বৃদ্ধা শাশুড়ীকে কোন কাজ করিতে দিত না। সুকুমারী আট দিন শ্বশুরবাড়ী ছিল। তখন তাহার সকল সুখই ছিল,—কেবল এই দুঃখ, অবসর মত ছোট ছোট ভাইদের সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে পাইত না, আর ঘোম্‌টা দেওয়াটা তাহার পক্ষে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছিল।

সাধের বৌ

সুকুমারী বাড়ী ফিরিয়া যাইয়া দাদার বিবাহের জন্য মায়ের কাছে খুব ঝোঁক ধরিল। কন্যার আব্দার স্নেহময়ী জননীও রক্ষা করিলেন। সেই চাটুয্যেদের হাপ্সী মেয়েটাই বিজয়ের ঘাড়ে পড়িল। হাপ্সী খুব কাল, মানুষ যতটা কাল হ'তে পারে ততটা কাল। কিন্তু সেই ঘন তমিস্রবর্ণের মধ্যে হাপ্সী লাবণ্যময়ী ছিল; অমন চোখ, নাক, কাণ, ঠোঁট, গড়ন-পেটন প্রায় দেখা যায় না। হাপ্সী যেন কালপাথরের গড়ান প্রতিমাখানি। এক পিঠ চুল, যোড়া ভুরু, টানা পটোলচেরা চোখ, ক্ষীণ কটি—হাপ্সী অপরূপ রূপময়ী। বিজয় হাপ্সীকে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। পাছে লোকে কেহ কিছু বলে তাই বিজয়ের মা হাপ্সীকে ঘরে আনিয়া তাহার নাম "সাধের বৌ" রাখিয়াছিলেন।

হাপ্সী অত্যন্ত লজ্জাশীলা; প্রখরা ননদিনী সুকুমারীর উপদ্রবে হাপ্সীকে মধ্যে মধ্যে বড়ই গোলে পড়িতে হইত। সুকুমারী হাপ্সীকে টানিয়া লইয়া দাদার কাছে হাজির করিত, আর বলিত "দাদা, তোমার এই ধোপার বোঝা সাম্লাও!"

বি। ধোপার বোঝা কি রে সুকী?

সু! ময়লা—কালো কাপড়ের বোঝা! অ... কি! তোমার যেমন কপাল!

কদাচিৎ হাপ্সী সুকুমারীর কাণে কাণে বলিত—"ঠাকুর-ঝি আমি যদি ধোপার বোঝা হ'লাম, তাহলে তোমার দাদা কি হ'লেন?"

সুকুমারী অম্লান বদনে উত্তর করিত—গাধা।

বিবাহের যখন বেগ চাপে তখন এক ঝোঁকেই সব বিবাহ কার্য্য হইয়া যায়। বিজয়ের দুইটি অনূঢ়া ভগিনীরই বিবাহ হইয়া গেল। পাত্রগুলি সবই ভাল। এদিকে আমাদের সুকুমারও বি-এল পরীক্ষা দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

সুকুমারের মা বধূকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, কাজেই সুকুমারী শ্বশুরবাড়ী থাকে। সে কয়দিন হাপ্‌সী একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে বটে, কিন্তু ননদিনীর জন্য তাহার মনটা কেমন-কেমন করে।

মোটের উপর এই দুইটী সংসার সুখের বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়া সংসার সাগরে ভাসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুকুমার বাবু উকীল হইয়াছেন—ঢাকায় যাইয়া ওকালতী করিতেছেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার পসারও খুব হইয়াছে। সুকুমারীও মা সাজিয়াছে—একটি দুই বৎসরের ছেলে সুকুমারীকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেছে। সুকুমারীর শ্বশ্রূঠাকুরাণীও ঢাকায় আছেন; ছেলেটি তাঁহারই কাছে থাকে। তিনি সাধ করিয়া পৌত্রের নাম রাখিয়াছেন নন্দকুমার।

সাধের বৌ

সংসারী হইয়াছেন বটে, তথাপি সুকুমার বাবুর বাবুয়ানী একতিলও কমে নাই। ঢাকা সহরে তিনি সকল উকীলের অপেক্ষা ভাল সাজসজ্জা করিয়া থাকেন—অনেকের পক্ষে "ফ্যাসানের" তিনি আদর্শ। সুকুমার বাবু ইংরাজি ভাষায় সদ্বক্তা হইয়াছেন, বাঙ্গালাও বেশ বলিতে পারেন। রাজনীতিক সভায়, সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে তিনি অগ্রণীবক্তা। তিনি নাম-লেখান ব্রাহ্ম হ'ন নাই বটে, কিন্তু ব্রাহ্মদের অনেক মতের পোষকতা করেন—ব্রাহ্ম-সমাজেও যাইয়া থাকেন।

দিন বেশ সুখেই কাটিতেছে,—সুকুমার বাবুর দিন খুব ভালই যাইতেছে। বাঙ্গালীর ভাগ্যে আর কি হইবে! তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, বাবু-সমাজে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি, সুন্দরী যুবতী পত্নী গৃহে বালক ক্রোড়ে করিয়া আদরের ও সোহাগের, স্নেহের ও ভালবাসার মাধুর্য্য ছড়াইতেছেন, বৃদ্ধা মাতা একমাত্র পুত্রের যত্নের জন্য সদাই বিব্রত—সুকুমার বাবুর আবার কি সুখ হইবে? তিনি হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতেছেন।

একদিন তাঁহার উকীল বন্ধুগণ তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিল, "সুকুমার বাবু, আপনার ছেলেটি দুই বৎসরের হইল, আমরা কি এখনও একটা ভোজের দাবী করিতে পারি না?" উত্তরে সুকুমার বাবু হাসিয়া বলিলেন "আমিও আপনাদের সেবায় সদাই প্রস্তুত, আপনারা যেমন হুকুম করিবেন, তেমনই করিব।"

রাধিকাবাবু নামধেয় এক ব্রাহ্ম উকীল বলিলেন "দেখুন,

'ফ্যামিলি পার্টি' করুন ; আমাদের সকলকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করুন।" বৃদ্ধ উকীল শ্যামবাবু বলিলেন, "আমার বৃদ্ধা পিতামহী-সদৃশী পত্নীকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত নহি ! বিশেষ, সুকুমার বাবুর সহিত আমার সামাজিক পান-ভোজন হয় নাই, আমি কেমন করিয়া হঠাৎ আমার পত্নীকে লইয়া উঁহার বাড়ীতে যাই ? সোজাসুজি মিত্রভোজের ব্যবস্থা কর, আমোদ করিয়া আসি। পরিবার লইয়া টানাটানি কেন কর ?"

উকীল শরৎবাবু বলিলেন, "রাধিকাবাবু কার্ত্তিক হইয়া আছেন, উনি ফ্যামিলি-পার্টির হুজুক তুলিতে পারেন, কারণ উঁহার ষোল আনাই লাভ, ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই। আমাদের কিন্তু লাভ-লোকসানের খতিয়ান করিয়া দেখিতে হয়। বিশেষ যখন মিত্র-ভোজ, তখন হুইস্কীত চলিবেই। পত্নীর গোচরে আমি সুরাসেবা করিতে প্রস্তুত নহি, আর হুইস্কীর ব্যবস্থা না করিলে আমি খাইতেও যাইব না।"

সুকুমার বাবু সকলের সকল কথা শুনিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন,—"রাধিকা বাবুর প্রস্তাব আমি শিরোধার্য্য করিলাম ; তবে আপনাদের যাঁহার যেমন অভিরুচি তেমনই করিবেন। আমি যথারীতি পতি-পত্নী উভয়কেই নিমন্ত্রণ করিব। আগামী শনিবার সন্ধ্যার পর ভোজ হইবে।"

সুকুমার বাবুর এই কথা শুনিয়া সকলেই করতালির ধ্বনি করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সাধের বৌ

সুকুমার বাবু বাড়ীতে আসিয়া পত্নীকে ভোজের কথা বলিলেন; দুইজনে একসঙ্গে বসিয়া ব্যয় নির্দ্ধারণ করিলেন, আহার্য্য কি কি প্রস্তুত করিতে হইবে তাহাও স্থির করিলেন। আহারের বন্দোবস্ত দুই প্রস্থ থাকিবে, একপ্রস্থ টেবিল-চেয়ারে, আর এক প্রস্থ পংক্তিতে। প্রথম প্রস্থের পরিবেষ্টা খানসামা সাহেবেরা, দ্বিতীয় প্রস্থের পরিবেষ্টা অজ্ঞাতকুলশীল সূত্রধারী রসুয়ে ব্রাহ্মণেরা। সোডা, হুইস্কী, বরফ, লেমনেড পর্য্যাপ্ত রাখিতে হইবে। বৃদ্ধা মাতাকে দোতালার ঘরে শোয়াইয়া রাখিতে হইবে। খোকা তাঁহারই কাছে থাকিবে।

সকল পরামর্শের পর সুকুমারী হাসিয়া বলিল—"আমি কি কেবল পান সাজিব? তোমার খানাত খা'বও না, ছোঁবও না, বামুনের রান্নাও ছোঁব না। আমি কেবল পান সাজিব আর গল্প করব—কেমন?"

সুকুমার বাবু পত্নীর এই আদুরে কথা শুনিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন,—"দেখ সু', আদর আব্দার সকল সময়ে সকলের কাছে চলে না। তোমার বাড়ী দশটা লোক আস্‌বে, আর তুমি কেবল বসে পান সাজ্‌বে!"

হাসিয়া সুকুমারী বলিল—"আঃ মরি, উকালী বুদ্ধি বটে! আমার শ্বাশুড়ী রয়েছেন, আদর ক'র্‌তে হয় তিনি করবেন। আমি কনে বৌ, কনে বৌয়ের মতনই থাক্‌ব। মা বেঁচে থাকুন, আমি আবার গিন্নি কিসের? আমার আবার বাড়ী কি?"

সুকুমার বাবু পত্নীর মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আরও মুখ

গম্ভীর করিয়া বলিলেন—"তোমার সেকেলে ভাবটা কিছুতেই গেল না! আমি মুর্গীমটন খাই, তুমি ছুঁতেও পার না? আমার বন্ধু বান্ধব এলে তুমি আদর কর্ত্তেও পার না? মা থাকিলেও তুমি ত গৃহিণী?"

সুকুমারীর মুখ এইবার গম্ভীর হইল, সে ধীর ভাবে বলিল,—"দেখ, তোমরা পুরুষ মানুষ যা ইচ্ছে তাই ক'র্‌তে পার। আমাদের দশ দেবতার দুয়ারে মাথা কুটিয়া ছেলেপুলে মানুষ ক'র্‌তে হয়, আমরা যা-তা খাইতে পারি না, ছুঁইতেও পারি না। তোমাকে বুঝাইলেও বুঝিবে না; কত কষ্টে যে মা হ'তে হয়, তা'ত তোমরা কিছুতেই বুঝ্‌বে না। আমাদের হাতের জল অশুদ্ধ হইলে ছেলের অমঙ্গল হয়।"

সুকুমার এ'বার হারি মানিল; সে সোহাগভরে সুকুমারীর চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিল, নাকের নলকটার উপর একটা টোকা মারিল; তাহার দুই কাঁধের উপর দু'খানি হাত রাখিয়া সেই ডব্‌ডবে বড় বড় ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ দু'টীর উপর নিজের দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। সুকুমারী হাসিয়া ফেলিল, স্বামীর গোঁফ ধরিয়া টানিয়া বলিল—"আমাদের সঙ্গে খবরদার কখনও কোন ওস্তাদী করিও না। সভায় গিয়া যা মনে লাগে তাই বলিও, হাততালি পাবে। বাড়ীর ভিতর আমরা সর্ব্বে-সর্ব্বময়ী, তোমরা প্রসাদ-ভোজী মাত্র।"

সুকুমার উত্তরে পত্নীর লোহিতাভ গণ্ডস্থলে চুম্বন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"ও হাপ্,—ও হাপস্—ও হাপ্সী—শোন" স্বামী বিজয়কুমারের এই আদরের আহ্বান শুনিয়া হাপ্সী সুন্দরী পান-সাজা রাখিয়া তাড়াতাড়ি দরদালান হইতে উঠিয়া নিজ কক্ষে আসিল। আসিয়াই মুক্তাবিনিন্দিত দুইপাটি দাঁত বাহির করিয়া, একগাল হাসিয়া জিজ্ঞাসিল "কেন, ডাক্‌ছ কেন ?"

বিজয়। হাপ্সী বলিলে তুমি উত্তর দেও কেন, অত খুসীই বা হও কেন ? এ কথাটার উত্তর দাও, তবে কেন ডাক্‌ছিলাম তাহা বলিব।

হাপ্। আমি হাপ্সী, হাপ্সী বলিয়া ডাকিলেই উত্তর দিব। তোমার মতন স্বামী পেয়েছি—আমার অস্বপ্নের স্বপন হয়েছে, আমি আকাশের চাঁদ ধরে রেখেছি ; তুমি আমায় যা বলে ডাক্‌বে তাই আমার কাণে মিষ্টি লাগ্‌বে। এখন বল, কেন ডাক্‌লে ?

বিজয়। তোমাকে দেখ্‌ব বলে ডেকেছি। কেমন উত্তর হ'ল ত!

হাপ। হ্যাঁ, আমায় দেখ্‌বেন বলে ডেকেছেন, আমিত আর কিছু বুঝিনে। কি বল না ? পান সাজ্‌তে হবে, ন্যাক্‌রা রাখ, কাজের কথা বল।

বিজয়। আমার আদর, তোমার পক্ষে ন্যাকৃরা? আচ্ছা, এ কথাটা মনে রহিল। মহাশয়ার নিকট নিবেদন এই যে, মহাশয়া যদি দয়া করিয়া এই পত্রখানি পাঠ করেন ত, এ দাস কৃতার্থ হয়। এই পত্র পাঠে সকল অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

হাপ্। যাও, ওরকম করে কথা কইলে, আমার কান্না আসে। আমি পড়্‌বো না, আমি মার কাছে চল্লুম।

বিজয়। তবে বাধ্য হইয়া এই দীনই পত্র পাঠ করিবে, শ্রবণ করুন,—"ভাই বিজু, আগামী শনিবারে আমার ঢাকার বাড়ীতে একটা মিত্র-ভোজ হইবে। উকীল বাবুরা আহার করিবেন। সকলেরই সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ। তোমাকে ত বাদ দিতে পারি না; বিশেষ আমাদের আফরীক বধূঠাকুরাণী না উপস্থিত থাকিলে আমার ভোজনাগার আলোকিত হইবে না। অতএব তোমাদের উভয়ের নিমন্ত্রণ। দুই বৎসর দেখা সাক্ষাৎ নাই; এই অবসরে আসিতে ভুলিও না।"—এখন হুজুরের আদেশ এ দাস অপেক্ষা করিতেছে।

হাপ্। আমি দাসী, আমার আবার আদেশ কি! তুমি যেখানে আমিও সেইখানে। ঠাকুরঝীকে অনেক দিন দেখিনি, দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়; ছেলেটাকে কোলে ক'র্‌তে বড়ই ইচ্ছে করে।

বিজয়। যো হুকুম! তবে ঢাকা যা'বার উদ্‌যোগ করুন, আজ রাত্রির গাড়িতেই রওনা হইতে হইবে। মা রাজী হয়েছেন। সৈরবী ঝী আমাদের সঙ্গে যাবে; ভোঁদা চাকর যাবে। যদি

দরওয়ান সঙ্গে লইবার প্রয়োজন বোধ করেন ত অনুমতি করুন, দাস হাজির।

এইবার হাপ্সী সোহাগের রাগ করিল। তাহার ফুলো-ফুলো কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠের উপর ছড়াইয়া আছে। আঁচলের যে এক টুক্‌রা মাথায় ফেলিয়া একটু ঘোম্‌টার রকম করিয়াছিল, তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। বড় বড় পটোলচেরা চোখ দু'টির উপর বড় বড় পাতা উচু হইয়া পড়িয়াছে, চোখ দু'টি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাহাদের এক কোণে হাসি চাপা রহিয়াছে, অপর বিরক্তির সহিত যেন অফুরন্ত সোহাগ বাড়াইতেছে। ঠোঁট দু'টির গড়ন অতিসুন্দর,—সাধের বৌ হাসি চাপিতে যায়, কিন্তু কি জানি কেন কুন্দদন্তের আভা ফুটিয়া ছুটিয়া বাহির হয়—অধর ওষ্ঠ চাপিয়া রাখিতে পারে না। হাপ্সী ঘনঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তাই সোহাগের রাগ কপোলে ব্যক্ত নহে ; পরন্তু পদ্মপলাশ-লোচন-যুগলে সকল ভাবই ফুটাইয়া দিতেছে। হাপ্সী হাপ্সী হইলেও অপরূপ সুন্দরী। ক্ষণিক হাপ্সী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; শেষে ছুটিয়া যাইয়া বিজয়ের হাত হইতে চিঠিখানি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। জালে শিকার পড়িল, বিজয় ছাড়িবে কেন! বিজয়ের জয় হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সাধের বৌ ঢাকায় আসিলেন। ননদ ননন্দাইএর ঘরে আসিয়া একেবারেই গৃহিণী হইয়া বসিলেন। ননদী সুকুমারীকে একটু তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—ঠাকুরঝি এতদিন ঘর ঘরকন্না কচ্ছিস, ছেলের মা হয়েছিস, এখনও ছেলেমী ছাড়্‌তে পার্‌লি নে?

সুকু। কেন আমার কিসের ছেলেমি দেখ্‌লে?

সাধের বৌ। কেন আগাগোড়াই ত ছেলেমি—যেন সোহাগী আটাশী নেকীর ঢঙ্‌ দেখছি।

সুকু। তোকে ঢাকায় নিয়ে এলুম শেষে কি ননদ-ভেজে ঝগড়া বাধা'তে নাকি? পারিস তো তুই ঘরণী গৃহিণী হয়ে বোস।

সাধের বৌ। তেমন অদল বদল হ'লে মন্দ হয় না। ঠাকুর-জামাইকে আমি তিন দিনে সায়েস্তা করে ফেলি।

সুকু। সে কি বলছিস বৌ!

সাধের বৌ। আজকালকার পুরুষগুলোকে চিনলি নে! ওরা সবই উচক্কা। মদ খেলেও মাতাল, না খেলেও মাতাল। ইংরাজি বিদ্যাটা মদের সামিল জানিস। যা'র পেটে ঢুকেছে সেই অষ্টপ্রহর মাতাল হয়ে আছে। মাতাল স্বামীকে কেমন করে বশ কর্ত্তে হয় তা জানিস নে?

সুকু। ও অত শত জানিনে ভাই। খাই দাই হেসে খেলে বেড়াই। মা আছেন তিনি যা ভাল বোঝেন তাই করেন।

সাধের বৌ

সাধের বৌ। সত্যি কথা বল্‌লি শুনে সুখী হলেম। তুমি সুন্দরী, গোলাপ ফুলটির মত ফুটেই আছ। তোমার আবার ভাবনা কিসের? আজকালকার পুরুষগুলো বেজায় গোলাপ-ক্যাঙ্‌লা। গন্ধ পা'ক আর নাই পা'ক গোলাপ দেখলেই গলে যায়। কিন্তু সে গলুনিতে সংসার চলে না। তা'তে সোহাগ বাড়িতে পারে; ঘর-সংসার লোক-লৌকিকতা বজায় থাকে না; কারণ ও গলুনি ত স্থায়ী নয়, ও ত পদ্মপত্রের জল।

সুকু। নে ভাই তোর সব ঢঙ্‌ রাখ্‌। এখন পান সাজ্‌, মিন্‌সে-গুলো আস্‌বে আর ডাবা ডাবা পান খাবে।

সাধের বৌ। (সুকুমারীর চিবুক ধরিয়া) আশীর্ব্বাদ করি, তোর দিন এমনি সুখে এমনই নিশ্চিন্ততায় কাটিয়া যাউক। কিন্তু তা' যায় না, যাবার নয় বলিয়াই বলিতেছি ঠাকুরঝি একটু ভেবে চল। তোমার স্বামিটীও ঠিক তোমারই মত সাধের ছেলে। ইংরাজী লেখা পড়া ছাড়া ঘর-সংসারের আর কিছু শিখে নাই। ইংরাজী লেখা-পড়ার সিদ্ধান্তগুলি বেদবাক্যের মত মানিয়া লইয়াছে। সে সব সিদ্ধান্ত ঘর সংসারের সহিত কতটা খাপ খায় তা' জানে না। কাজেই এমন লোককে মাতাল বলিতেই হয়। তা ছাড়া ছেলে বয়সে পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল এই পর্য্যন্ত, বাকী জীবনটা অন্ত কোনও অসাফল্য ভোগ করে নাই। এমন লোককে লইয়া ঘর করিতে হইলে অতি সাবধানে চলিতে হয়। তুমি বলছ কারুর সম্মুখে বেরুবে না। স্বামীর বন্ধু-বান্ধব আসিয়া তোমার বাড়ীতে খা'বেন, আর তুমি

তাহা দেখিবে শুনিবে না ! ইহা কি ঠিক ? বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকে যে পত্নী লইয়া আস্‌বেন, তুমি তাঁহাদেরও সহিত কথা কহিবে না ! ইহাও কি ঠিক ?

সুকু। আমি অত শত বুঝি টুঝি না বাপু। আমার যা ভাল লাগে আমি তাই করি। আমি যা পারব না তা তুমি করিও। স্বামী চট্‌বে ? সেই কথা বল্‌ছ ? সে ভয় আমার নাই। মাথার উপর মা আছেন, কোলে ছেলে আছে, আমার ভয় কিসের ? আমার যা'তে প্রবৃত্তি হয় না তা আমি কেমন করে করব ?

সাধের বৌ। বোকার মত কথা কইলি। মাতাল মুর্গীখোর স্বামিটীকে লইয়া ঘর করিতে পার, আর তাহার সখের কাজে যোগ দিতে পার না ! শুধুত ছেলে মানুষ করা নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বামি-নামক জীবটিকেও মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। তোমার ছেলের ভার ঠাক্‌রুণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছ, আর ঠাক্‌রুণের ছেলের ভার তুমি লইবে না, এ কেমন কথা ? ওলো ক্ষেপি, এই বেলা নে নোঙ্গর ঠিক করে ; এখনও সোহাগের জোয়ার বৈচে, ভাটার টানের মুখে পড়লে যে কোন চড়ায় গিয়ে পড়বি তাই ভেবেই আমি আকুল হচ্ছি।

সুকুমারী আর উত্তর করিল না। খদির-চূর্ণক-সংমিশ্রিত লোহিত-রাগ-রঞ্জিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়া হাপ্‌সীর গাল দুইটি টিপিয়া ধরিয়া বলিল—"গুরু ঠাক্‌রুণ, যা ভাল জান তাই কর। আমি মার কাছে যাই, নন্দকে দুধ খাওয়াইয়া আসি।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উকীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঢাকার বাসায় আজ বড় ধুম। একদিকে খানসামা সাহেবদের হটপ্লেট ধুইবার ঠনঠনানি ও কাঁটাচামচ পরিষ্কার করিবার খনখনানি, অন্যদিকে বাড়ীর রন্ধনশালায় বাটনা বাটা কুটনা কুটা চলিতেছে ও রশুয়ে বামুনের সহিত তিনটি ঝিয়ের ঝঙ্কার চলিতেছে; আর তিনটা উনানে হাঁড়ি ডেকচি চড়িয়া বাষ্পাকারে নানা রকমের গন্ধ ছুটাইতেছে। বৃদ্ধা মাতা ও সুকুমারী খোকা নন্দকে লইয়া একটি কক্ষে যেন "ষ্টেট প্রিজনারে"র মত আবদ্ধ রহিয়াছেন। জননী নাকে কাপড় দিয়া শুইয়া আছেন। এদিকে বিজয় ও সাধের বৌ উভয়ে এক এক দিকের ভার লইয়া কাজ করিতেছে। বিজয় পংক্তি-ভোজনের ব্যবস্থা দেখিতেছে, হাপসী মেয়েদের খাওয়াইবার আয়োজন করিতেছে।

রাত্রি সাড়ে সাতটার পর হইতে যোড়ায় যোড়ায় বাবু ও বাবুনী আসিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বাড়ী পূর্ণ হইয়া গেল। এক বাবুনী বিড়াল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উ'নই কি মিসেস ব্যানার্জ্জি? সুকুমার ম্লান-মুখে বলিলেন—না, আমার sister-in law শ্যালকের পত্নী। "তবে মিসেস ব্যানার্জ্জি কোথায়?" বিজয় উত্তর করিল—"তাঁহার শরীর অসুস্থ। আমার স্ত্রী সংবর্দ্ধনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।" তখন এক বাবু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন—'তবে আমরা

বাড়ী যাই।' তখন সুকুমার তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল এবং পত্নীকে জোর করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। কথার ধুকড়ী সুকুমারী একেবারে বাক্‌শূন্যা হইয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া কাপড়ের পুঁটলীটির মত নামিয়া আসিল ও সম্মুখে অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত নরনারীর মেলা দেখিয়া লজ্জাবতী লতাটির মত এলাইয়া পড়িল—তাহার মুক্ত কেশরাশি আগুল্‌ফবিলম্বিত—সম্মুখে কপালের উপর চূর্ণ কুন্তল-রাজি বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মরেখার সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে—শতচাঁদ-নিংড়ান সুধামাখান মুখখানি সজীবতার রক্তাভা বর্জ্জিত হইয়া প্রভাতের চন্দ্রের ন্যায় ম্লান হইয়া গিয়াছে। সুকুমারী স্বামীর বাহুর উপর ভর দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। একজন বাবু সেই অপরূপ রূপময়ীকে দেখিয়া সুরাজড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—'By Jingo she is a beauty!' এই সময় বিজয়ের দৃষ্টি সুকুমারীর উপর পড়িল; সে ভয়বিহ্বল নেত্রে বলিয়া উঠিল—"দেখছ কি! দাঁড়িয়ে আছ কি! ওর যে জ্ঞান নাই!" তখন তিনজনে ধরাধরি করিয়া সুকুমারীকে আর একটা কক্ষে শয্যার উপর শোয়াইয়া দিল।

সে রাত্রে উকীল বাবুর বাড়ীতে খানাপিনা হইল বটে, কিন্তু তেমন জমিল না। যাঁহার যেমন অভিরুচি তিনি তেমনি ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন। খোস মেজাজের আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল।

রাত্রি বারটার পর সুকুমার একটু শুষ্কমুখে উপরে মায়ের কক্ষে যাইয়া বলিলেন—"মা আমি বিলাত যা'ব। আগেকার যা' আছে এবং

আমি যাহা করিয়াছি তাহার সুদে তোমাদের ঘর সংসার বে
চলিবে। বিজয় তোমাদের দেখিবে শুনিবে। আমার নিজের যা
কিছু আছে তাহাই লইয়া বিলাত যাইতেছি, ব্যারিষ্টার হই
আসিব। আমাকে বারণ করিও না। আমি শুনিব না। বিজ
তোমাদের লইয়া কলিকাতায় যাউক। আমি এখানকার কাজকর্ম
সারিয়া টাকাকড়ি আদায় করিয়া পরে কলিকাতায় যাইতেছি।
সেখান হইতে বিলাত যাত্রা করিব।"

মা। আমার আর অধিক দিন নয়। সে ক'টা দিনও কি তোমার আর তর সহিল না? আমার জলপিণ্ডের ভরসা কি শেষে নন্দই হইল! তুমি ছাড়া যে আমার ইহকালের অবলম্বন আর কেহই নাই!

সুকুমার। আমার স্থির সঙ্কল্প। আমাকে ও সব কথা শুনাইও না।

মা। যা ভাল বোঝ তা'ই কর। আমার জীবনটা ভূতের বোঝা বহিতেই কাটিল।

সাধের বৌ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিড়ম্বনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিলাত যাত্রা।

সুকুমার বিলাত যাত্রা করিবেন স্থির করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া দুই একজন ওয়াকিব হাল ব্যারিষ্টার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। একজন প্রবীণ ব্যারিষ্টার বলিলেন—তুমি বিলাত যাইবে কেন? তুমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামজাদা ছাত্র, এম, এ, বি, এল, ঢাকায় ইহারই মধ্যে তোমার বেশ practice হইয়াছে, শুনিতে পাই তুমি মাসে হাজার টাকার কম রোজগার কর না। তুমি বিলাত যা'বে কিসের জন্য?"

সুকুমার। আপনি গিয়াছিলেন কেন?

ব্যারিষ্টার। Ass's bridge ফাষ্ট আর্টস্ তিনবার ফেল হইলাম, বুঝিলাম উহা পাশ করা আমার সাধ্য নহে। এদেশে থাকিলে কেরাণীগিরি ছাড়া গত্যন্তর নাই; তাই মায়ের বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া বিলাত পলাইয়াছিলাম। ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছি। যাহা হউক দুপয়সা রোজগার করিতেছি। তুমি যাইবে কোন দুঃখে? জাতিকুল যাইবে, সমাজ ছাড়িতে হইবে, সে সব ভাবিয়াছ কি?

সুকুমার। এদেশে কিছু করিতে না পারিলেই বুঝি বিলাত যাইতে হয়? আমি বিলাত যাইতেছি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ত বটেই, সঙ্গে সঙ্গে দোটানার হাত এড়াইবার জন্য।

ব্যারিষ্টার। সে কি রকম! পরাজিত, পরাধীন জাতি কি কোনও কালে দোটানার হাত এড়াইতে পারে? তুমি ভুল বুঝিয়াছ। যখন মোগল পাঠানের আমল ছিল তখন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের আর্ব্বি ফার্শি শিখিতে হইত, বাদসাহি আদব কায়দা মক্স করিতে হইত। এখন ইংরাজের আমল। ইংরাজি শিখিতে হইতেছে, তাহার ফলে দোটানায় পড়িতে হইতেছে।

সুকুমার। দেখুন মুসলমানদের আমলে একটু সুবিধা ছিল। মুসলমানী আদব কায়দা ভাল লাগিলে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সকল বালাই চুকিয়া যাইত, এক কথায় বাদশাহের জাতিভুক্ত হওয়া চলিত। ইংরাজের আমলে বিলাত না যাইলে সাধ মেটে না।

ব্যারিষ্টার। দুর খেপা! সে মুসলমান হওয়াতে কি ষোল আনা মুসলমান হওয়া হইত? তাহাতেও অর্দ্ধেকটা হিন্দু থাকিয়া যাইতই।

মহব্বত খাঁর বংশধরেরা এখনও অর্দ্ধ-রাজপুত। আমাদের দেশে যে সকল ব্রাহ্মণ মুসলমান হইয়াছে তাহারা এখনও অর্দ্ধেকটা ব্রাহ্মণ আছে। তবে সুখ ছিল মুসলমান হইলেই রাজার জাতির সামিল হওয়া চলিত। আমরা বিলাত গিয়াছি, সাহেব সাজিয়াছি, কিন্তু ইংরাজ হইতে পারি নাই—গৃহিণী হইতে দেন নাই, heridityর জ্বালায়ও হইতে পারি নাই। বিলাত যাইলে জাতি যায়, কিন্তু নূতন জাতি গজায় না। এইটুকু বুঝিয়া কাজ করিও।

সুকুমার। আপনি বাধা দিবেন না, আমি যা'বই। যাহাতে ইংরেজ হইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করিবই।

সুকুমার সব যোগাড়-যন্ত্র করিলেন, দিন কয়েক কলিকাতায় থাকিয়া সাহেবিয়ানা মক্স করিলেন। ইত্যবসরে বিজয় সকলকে লইয়া ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিল। সুকুমার বাড়ীর বন্দোবস্ত সব ঠিক করিয়া বিজয়ের উপর সকল ভার ন্যস্ত রাখিয়া বোম্বাই যাত্রা করিলেন। বিজয় যাইবার সময় বলিয়াছিলেন—'যাচ্ছ যাও; শেষে পস্তাবে'। মা জননী আসিয়া ছেলের চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন—"একবার মুখখানা দেখিয়া লই, আর ত দেখা পা'ব না।" সুকুমারী স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল না, করিতে পারিলও না। কেবল শিশু নন্দকুমার আসিয়া বাবাকে দেখিয়া গেল এবং একটু মুচ্‌কি হাঁসিয়া মার কোলে যাইয়া লুকাইল।

সুকুমার বিদায় হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কাশীধাম।

বিজয় বাবুর আর ওকালতী করিয়া দিন চলে না। তাঁহাকে চাকরী গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ছোটলাট স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলীর কৃপায় তিনি ডিপুটী হইলেন। সাধের বৌ স্বামীর সঙ্গে বিদেশে যাইবে স্থির করিল, কিন্তু ভাবনা হইল সুকুমারীকে রাখিয়া যাইবে কাহার কাছে। বিজয়ের জননী এবং সুকুমারের জননী কাশীবাসের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাশী যাইয়া থাকিবেন। সুকুমারী বলিল আমিও মা'র সঙ্গে কাশীবাস করিব। কাশীতে ইহাদের অভিভাবকও ছিল। বিজয় চাকরীস্থলে যাইবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। শিশু নন্দকুমারও পিতামহীর সঙ্গে কাশীবাসী হইল। পিতা বিলাত যাত্রা করিল, পুত্র কাশীবাস করিল! সাধের বৌ সুকুমারীকে লইয়া কাশীর তীর্থে যাহা কিছু করণীয় তাহা করিল। শেষে যাইবার দিন উভয়ে গলা জড়াজড়ি করিয়া খুব খানিকটা কাঁদিল।

সাধের বৌ। তুমি যে কাঁদতে পেরেছ এতেই আমি আশ্বস্ত হয়েছি। ঢাকার সেই ঘটনার পর হইতে তোমার চোখে জল দেখি নাই, তাই বড় চিন্তা হইয়াছিল। নারী আমরা, আমাদের রোদনই সুখ, রোদনই তৃপ্তি, রোদনই জীবন।

সুকুমারী। আমি কাঁদছি তোমার জন্য। জোয়ারের শেওলার মত কোথায় ভেসে বেড়াবে সেইটে ভেবেই আমার রোদন।

সাধের বৌ। নে রঙ্গ রাখ্। বাড়ী ভাড়া ছাড়া মাসে একশত টাকা করে পাবি, এতেই সংসার চালাস।

সুকু। একশত টাকা ত আমার পক্ষে লাক টাকা। আমাদের আর খরচ কিসের? যা কিছু খরচ করিতে হইবে খোকার জন্য। খোকাকে কেমন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিব বিশ্বনাথই জানেন।

সাধের বৌ। তা'র ব্যবস্থা হয়েছে। তিনখানা বাড়ীর পরই একটি বাঙ্গালী দণ্ডী থাকেন, তিনি বৃদ্ধ এবং সুপণ্ডিত, তাঁহার হাতেই খোকাকে সমর্পণ করা হয়েছে। রামানন্দ স্বামী কাশীর একজন সুপরিচিত দণ্ডী, এবং দণ্ডী সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ। তাঁহার অধীনে থাকিলে কোনও অমঙ্গল হইবে না। তিনি এ ভার গ্রহণও করিয়াছেন।

সুকুমারী একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া চূর্ণ কুন্তলরাশিকে বাম হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা কপোল ও ভ্রূর উপর হইতে সরাইয়া বলিলেন—"তা' বেশ ব্যবস্থা হইয়াছে। বাপ গেল সাহেব সাজতে ছেলে এল দণ্ডী হতে, আমিই বা ভৈরবী না হই কেন? শেষে দেখছি বাপ ছেলেকে চিনতে পারবে না, ছেলেও বাপকে চিন্বে না। বিধাতার বিধান দেখিয়া হাসিও পায় লজ্জাও হয়।"

এমন সময়ে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া একজন দণ্ডী আসিয়া হাজির হইলেন। "আমি এসেছি মা, তোমাদের দেখতে এসেছি" বলিয়া

তিনি সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দীর্ঘকায় পুরুষ, তপ্তকাঞ্চনাভ দেহের বর্ণ, সত্যই আজানুলম্বিত বাহু, টানা পটোলচেরা চোখ, সে চোখের উপর যেন তুলি দিয়া আঁকা ভ্রূ, চক্ষুর দীপ্তি অসাধারণ, কিন্তু দেহ শীর্ণ। ভ্রূ দু'টি পাকিয়া শাদা হইয়াছে, হাতের মাংসপেশীগুলি লোল হইয়া যেন হাড়ের নীচে ঝুলিতেছে। সাধের বৌ তাড়াতাড়ি একখানি আসন দিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিল। তিনি দণ্ড ও কমণ্ডলু পাশ্বে রাখিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সুকুমারীর দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন—'এই মেয়েটি পীতাম্বরের প্রপৌত্র-বধূ? তা বেশ। দেখি মা তোমার হাতখানা!' এই বলিয়া সুকুমারীর বাম হস্ত ধারণ করিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রায় দশ মিনিটকাল কররেখা পরীক্ষা করিয়া তিনি হাতখানি ছাড়িয়া দিলেন। 'কৈ ছেলেটি কৈ দেখি।' নন্দকুমার পিতামহীর অঞ্চল ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া দণ্ডীর দিকে তাকাইয়া রহিল, তা'র পর কি যেন ভাবিয়া, যেন কিসের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, হাসিতে হাসিতে স্বামীজির ক্রোড়ে যাইয়া বসিল। স্বামীজি খোকাকে আগাগোড়া নিরীক্ষণ করিলেন, মাথা হইতে পা পর্যন্ত টিপিয়া দেখিলেন, শেষে নয়নে নয়ন মিলাইয়া অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং বলিলেন—"এ ছেলে ভালই হবে, পণ্ডিত হবে, দীর্ঘজীবী হবে, ভেবনা মা, এই বংশধরই তোমার বংশ রক্ষা করিবে। দুই বৎসরের ছেলে, এখনও

তাড়াতাড়ি নাই। আমি মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইব এবং অন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব।" স্বামীজি সাধের বৌএর দিকে তাকাইয়া বলিল—'তোমরা কি আজই যাবে?' সাধের বৌ উত্তর করিলেন—'হাঁ বাবা, আজই যেতে হবে, আর ছুটি নেই।'

স্বামী। যাও মা সুখে থাক। কল্যাণময়ী দেবী তুমি, তোমার কাছে আমার অনেক দাবী আছে। সংসারটা বড়ই পরীক্ষার স্থান মা, সাবধানে চলিও। বিশ্বনাথ সুকুমারীর প্রতি কৃপা করিয়াছেন। ইহাদের জন্য কোনও চিন্তা করিও না। তোমরা সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর।

এই বলিয়া স্বামী চলিয়া গেলেন। সাধের বৌ চোখের জল মুছিয়া কি একটু ভাবিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া করযোড়ে উর্দ্ধনেত্র হইয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা আমার সুকুকে তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম, দেখিও যেন মা-পোয়ের অকল্যাণ না ঘটে।"

সেই দিন অপরাহ্নে বিজয় ও সাধের বৌ দুর্গা বলিয়া কাশীধাম ত্যাগ করিল। সুকুমারী একলা পড়িল। চোখের জল মুছিয়া সে মায়ের ও শাশুড়ীর সেবা করিতে আরম্ভ করিল। প্রভাতে স্নান করে, কেদারনাথ দর্শন করে, আর একাই সংসারের সকল কাজ করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমুদ্র বক্ষে।

মিষ্টার এস, কে বেনার্জী, পি এণ্ড ও কোম্পানীর "দিল্লী" নামক জাহাজে পুরাদস্তুর সাহেব সাজিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। আরব্য-সাগর স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করিয়া, লোহিত সাগরে পড়িয়া, পিরীম দ্বীপে আশ্রয় লইয়া, জাহাজ ক্রমশঃ উত্তর মুখে চলিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন পশ্চিম দিকে একখানা কাল মেঘ দেখা গেল। জাহাজের কাপ্তান বলিলেন—'গতিক ভাল নয়, একটা টর্ণেডো আসিতেছে, ডবল ষ্টিম এ হেড'। কিন্তু বিধাতার বিধানই এমনি যে জাহাজ যত তীব্র গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল মেঘখানা যেন তেমনি তীব্র গতিতে জাহাজের সঙ্গে ছুটিতে লাগিল। ক্রমে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ঘনঘটাচ্ছন্ন বলি কেন, মাথার উপর চক্রাকার গগন-কটাহ যেন একখান কৃষ্ণ বর্ণের যবনিকায় আবৃত হইয়া গেল। লোহিত সাগরের লোহিতাভ নীল জল উপরের ঘনচ্ছায়ায় প্রগাঢ় নীল হইয়া উঠিল। তরঙ্গ ভঙ্গ নাই কিন্তু জলরাশি ক্রমে যেন ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কাপ্তান প্রমাদ গণিলেন, সকলের কোমরে লাইফ-বেল্ট পরাইয়া দিলেন; যাহাকে যেমন উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা দিলেন এবং ব্যস্তত্রস্ত ভাবে চারিদিকে চারিটা নোঙ্গর ফেলিয়া দিলেন। এই সময়ে আকাশে একটা সোঁ সোঁ শব্দ হইতে লাগিল, তা'র পর সব অন্ধকার। কে যেন

জাহাজখানাকে নোঙ্গর ছিড়িয়া তুলিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কাপ্তান সাহেব হালের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন, মুখে কথাটি নাই, কিন্তু দৃষ্টি স্থির। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে আবার সব ফরসা হইয়া গেল। ফরসা হইলে দেখা গেল জাহাজের মাস্তল উড়িয়া গিয়াছে, ফানেল ভাঙ্গিয়াছে, সম্মুখের ভাগটা যেন মোচড়াইয়া গিয়াছে, আর প্রায় আট দশ জন আরোহী ও খালাসী নাই। একটি বোট ছিল, সেই বোট নামাইয়া কাপ্তান সাহেব একবার জাহাজের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিলেন, বুঝিলেন জাহাজ চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছে, অন্য জাহাজের সাহায্য না পাইলে অথবা প্রবল জোয়ারের তোড় না থাকিলে উহা আবার ভাসিবে না।

* * * * *

দূরে, বহুদূরে তটভূমির বালুকারাশির উপর একটি মনুষ্যদেহ পড়িয়া আছে। একজন দরবেশ তাহার মুখে একটু একটু করিয়া জল দিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে, বোধ হয় কোনও ঔষধের প্রয়োগের গুণে, সেই নরদেহ হইতে বাঙ্গলা শব্দ বাহির হইল—"মা আমি কোথায়?" ইনিই আমাদের পূর্ব্বকথিত মিষ্টার এস, কে বেনার্জ্জী। রোগীর মুখে কথা শুনিয়া দরবেশ নিকটে যে উষ্ট্র বসিয়াছিল তাহাকে টানিয়া তুলিলেন এবং সুকুমারের দেহটি একখানা কাপড়ে বাঁধিয়া উটের পৃষ্ঠে বাঁধিয়া নিজে ক্রমেলক আরোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন—"ওস্তাদের হুকুম অমান্য ত করিতে পারি না। এ কোন দেশের মানুষ তাহাও জানি না, তথাপি

ইহাকে বাঁচাইতে হইবে। খোদার মর্জ্জি দেখি কি হয়।"

দরবেশ প্রায় পাঁচঘণ্টাকাল অনবরত উষ্ট্র চালনা করিয়া একটি গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। সে গ্রাম একটি ওয়েসিশ মাত্র। একটি সুস্বাদু কূপের চারিদিকে পঁচিশ ত্রিশখানি কুটীর এবং কয়েকটিমাত্র খর্জ্জুর বৃক্ষ। তাহার পর আবার বালুকা-বিস্তার—অনন্ত, অসীম, অপার বালুকারাশি! এই গ্রামে দরবেশ উট নামাইয়া সুকুমারের দেহ খুলিয়া লইয়া এক কুটীরে রাখিলেন, তাহার দেহের কোট পাতলুন সব খুলিয়া দিলেন এবং এক অপূর্ব্ব গন্ধযুক্ত তৈল তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিতে লাগিলেন, আর সেই কূপের জল একটু একটু করিয়া তাহার মুখে দিতে লাগিলেন। প্রায় দণ্ডকালব্যাপী সেবার পর সুকুমারের নিয়মিত নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। সে যেন অনেকটা সুস্থ হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া নিদ্রা গেল। দরবেশ বাহিরে আসিয়া একটি ফেল্লা বালিকাকে ডাকিয়া আনিয়া কি বলিলেন, সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তারপর তিনি একটি কাষ্ঠের আধারে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ—গোদুগ্ধ নহে, উষ্ট্র দুগ্ধ, গোটাকয়েক খেজুর এবং মাখন আনিয়া রাখিলেন। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। দরবেশ সেই মেঘশূন্য আকাশের দিকে একবার তাকাইলেন ও কি একটা শব্দ উচ্চারণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ফেল্লা বালিকার তত্ত্বাবধানে সুকুমার নিদ্রা যাইতে লাগিল। বালিকা কতক্ষণ বসিয়া সেই অপ্রদীপ কক্ষের এক কোণে যাইয়া শুইয়া পড়িল। মিশরের মরুপ্রদেশের নরনারী বড় আলোর ধার

পারে না, তাহারা অন্ধকারেই সকল কাজ করে, কারণ এই মরুপ্রদেশে তৈল নাই, পর্য্যাপ্ত চর্ব্বিও নাই, কাষ্ঠখণ্ডও অতি দুর্ম্মূল্য, শুদ্ধ মরুক্ষেত্রের কাঁটার গাছ পুড়াইয়া ইহারা আগুন করে এবং সেই অগ্নি অহোরাত্র বজায় রাখিতে হয়।

মায়ের মনে ব্যথা দিয়া, দেশ ছাড়িয়া আসিয়া সুকুমার এই প্রথম ব্যাঘাত পাইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সকাল হইয়াছে। সুকুমার উঠিয়া বসিয়াছে ও বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতেছে। ফেল্লা বালিকা তাহার ব্যবহার দেখিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে এবং খেজুর ও মাখনের পাত্রের দিকে কেবল ইঙ্গিত করিতেছে। বালিকা অপূর্ব্ব রূপসী—তাহার হাসিটুকুও মিষ্ট, সুকুমারকে খাইতে অনুরোধ করিতে যাইয়া, তাহার আহারের নকল করাটা আরও মধুর। চপলা বালিকা যখন কিছুতেই সুকুমারকে খাওয়াইতে পারিল না, তখন কাঠের একটা পাত্রে করিয়া কিছু জল আনিয়া সুকুমারকে স্নান করাইয়া দিল এবং একটা পান-পাত্রে কিছু পানীয় দিয়া তাহার কোট প্যাতলুন আনিয়া দেখাইয়া দিল। সুকুমার যথারীতি বসন ভূষণে আবৃত হইয়া গোটাকয়েক খেজুর মাখনসহ খাইল—বেশ ভাল

মিঃ বসু। একশত কুড়ি মাইল পথ আসিয়াছেন, বেদনা ত হইবারই কথা। দরবেশ সঙ্গে না থাকিলে আসিতেই পারিতেন না। সে কথা পরে হইবে। আপাততঃ এই ঔষধটি খাইয়া ও সুরুয়াটুকু পান করিয়া আপনি নিদ্রা যান। আমি এই হোটেলেই আছি। ডাক্তার বসু বলিয়া আমাকে ডাকিলেই আমি আসিব।

সুকুমার উপদেশ অনুসারে ঔষধ সেবন করিলেন, সুরুয়া খাইলেন এবং আবার অবসন্ন হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

ডাক্তার বসু সুকুমারকে নিদ্রিত হইতে দেখিয়া আপন মনে বলিলেন—'কে এ ব্যক্তি! ইহার জন্য সেনুসীদের এত চেষ্টা কেন? লোকটাও ত ইংরাজিনবীশ, কিছু জানেও না বোঝেও না। তবে কেন—কে জানে! ইয়ুরোপের সকল দেশ ঘুরিলাম, মিশরেত গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করিলাম কিন্তু ইহাদের চিনিতে পারিলাম না। ইহারা কি করে কেন করে তাহাও বুঝিলাম না, আমাদের দেশের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এদের কি কোনও সম্বন্ধ আছে? কে জানে!'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মাটী নিবি গো।

"মাটী নিবি গো"—চীর-পরিধানা, শুষ্কা, শীর্ণা, কর্দ্দম-পরিলিপ্তা, দুঃখিনী মাথায় একঝুড়ী মাটী লইয়া পাড়ায় মাটী বেচিতেছে। অনাহারে তাহার কণ্ঠরব মৃদু, দারিদ্র্যের পীড়নে তাহার দেহযষ্টি

কিঞ্চিৎ ন্যুব্জ, তাহার আশা নাই, ভরসা নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই, আছে কেবল পেটের জ্বালা, আছে কেবল জীবনের মায়া। সে বাঁচিতে চাহে—জীবন-সুখেই সে কেবল বাঁচিতে চাহে; কিন্তু বাঁচিবার উপায় তাহার কিছুই নাই, আছেন কেবল মা গঙ্গা। যখন ভাটার টানে জল নামিয়া যায় তখন সে গঙ্গার মাটী, জীর্ণাঙ্গুলির শীর্ণ নখের সাহায্যে চাঁচিয়া আনিয়া পাড়ায় পাড়ায় বেচিয়া বেড়ায়। অথবা যখন কোনও ঐশ্বর্য্যশালী ধনবান্ পুরুষ নূতন ভবন নির্ম্মাণ করিবার আয়োজন করেন তখন বুনিয়াদ খুঁড়িতে খুঁড়িতে যে মাটী বাহির হয়, তাহাই কিছু সংগ্রহ করিয়া সে ক্ষুধার অন্ন সঞ্চয় করে। মাটীই তাহার অন্ন—মাটীই তাহার জীবন।

"মাটী নিবি গো"—কাতর কণ্ঠে দুঃখিনী আবার ডাকিল। কৈ—কেহ ত সাড়া দেয় না, কেহ ত দরজা খুলিয়া মাটী কিনিতে পথে আসিয়া দাঁড়ায় না! বুঝি তাহার আজ অনাহারে দিন যায়! বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কলিকাতার শান-বাঁধান ফুটপাথে আর পা' পাতিয়া চলা যায় না। পিপাসায় তাহার তালু শুষ্ক হইয়াছে, অধরোষ্ঠে ধূলি উড়িতেছে, দুঃখিনী আর সহিতে পারে না, তাহার দুই চক্ষুর কোণ হইতে অশ্রুর দুইটী মোটা ধারা গড়াইয়া পড়িল। হা বিধাতঃ! মাটীত কেহ কিনিতে চাহে না! এমন সময় বাবুদের বাড়ীর এক চাকরাণী চাঁচা বাখারীর মত পাতলা কাল-কোল দেহখানি দোলাইয়া, একপিঠ চুল নাচাইয়া আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে সেই পথে আসিয়া দাঁড়াইল। রোরুদ্যমানা

মৃত্তিকা-বিক্রয়িত্রীকে চোখের জল ফেলিতে দেখিয়া ঝী-মহাশয়া চোখ মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"আঃ মর মাগী ! দরজায় ব'সে আবার কান্না হচ্ছে ।"

ঝীর সুমিষ্ট সম্ভাষণ শুনিয়া মাটীওয়ালী উদাসভাবে বলিল "হাঁ মা, তোমাদের পাড়ায় কি কেহ উনন পাতে না, কাহারও বাড়ীতে কি রসুই ঘর নাই, কোনও গৃহে কি তুলসীমঞ্চ নাই, তোমরা কি মাটী রাখ না ?"

এক গাল হাসিয়া, যেন সোহাগে আটখানা হইয়া ঝী উত্তর করিল—না রে না ;—এ যে বাবু-সাহেবদের পাড়া। এখানে কাহারও চাল চুলা নাই, তুলসীমঞ্চ নাই ; হাতে মাটীর রেওয়াজ নাই। এ পাড়ায় কি মাটী বেচিতে আসিতে আছে ?"

মাটীওয়ালী। "তবে ইহারা খায় কি ? খায় না ? গোসলখানায় যায় না ?

ঝী। "খা'বে না কেন ! দিনের মধ্যে পাঁচবার খায়। বাবুর্চি খানায় রান্না হয়, রসুই করা সামগ্রী ঘরে আনিয়া খায়। হাতে মাটী দেয় না, সাবান মাখে। বুঝিলি, এ পাড়ায় কোনও বাড়ীতে মাটী বিকাইবে না।"

মাটী-ওয়ালী ঝীর কথা শুনিয়া চোখের জল মুছিল, এবং নিরাশ ভাবে মাটীর ঝুড়ীটা মাথায় তুলিতে চেষ্টা করিল। বৃদ্ধা দুইদিন একটি চণকও দাঁতে কাটে নাই, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া চলিতে পারিতেছে না, মাটীর ঝুড়ী মাথায় তুলিবে কি ! ঝুড়ী তুলিতে গিয়া

সে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। ঝী নিতান্ত হৃদয়হীনা নহে, সেও একদিন অনাহারে কষ্ট পাইয়াছে, ক্ষুধার জ্বালা সে বেশ বুঝে; সে বেদনার স্মৃতি এখনও হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। ঝী তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর হইতে এক ঘটী জল আনিয়া মাটী-ওয়ালীর চোখে মুখে দিল, দুঃখিনীর একটু জ্ঞান হইলে, পাঁজর-ভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল—'হা ভগবান, মাটী কেহ খরিদ করিতে চাহে না!' এই কথা শুনিয়া এবং দরজায় একটা হাঙ্গামা হইতেছে বুঝিয়া বাড়ীর গৃহিণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"মাটীওয়ালী, তোর এক ঝুড়ী মাটীর দাম কত?" অতি ধীরে দুঃখিনী বলিল—"চারি পয়সা।"

গৃহিণী। অত মাটীর দাম চার পয়সা! আমি দুই আনা দেব, আমার সব মাটী দিয়ে যা।

শীর্ণমুখে একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া মাটীওয়ালী উত্তর করিল—"আর দয়া করিতে হইবে না মা। দেবতাই আমাকে যথেষ্ট দয়া করিতেছেন। চারি পয়সা পাইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।"

গৃহিণী। সেকি! দয়া কেমন! দেবতার দয়া কি দেখিলে?

মাটীওয়ালী। যখন আমার দেহে বল ছিল, তখন আমি যত মাটী বহিতে পারিতাম, তাহার দাম পাড়ার লোকে চারি পয়সা দিত। এখন তাহার অর্দ্ধেক বহিতে পারি তবু চার পয়সা পাই। বার্দ্ধক্যে ইহাই আমার পক্ষে দেবতার দয়া। আর তুমি যখন মা নেমে আসিয়াছ, তখন দেবতার দয়ার বাকি কি আছে।

সাধের বৌ

গৃহিণী। চাট্টি ভাত খাবি? ভাত যদি না খেতে চাস ত একটু গরম দুধ দিব—খা'বি?

মাটীওয়ালী। অত সুখ সহিবে না মা! আমার চারিটা পয়সা দেও, আমি ঝুড়ীটা উপুড় করিয়া খালি ঝুড়ী লইয়া চলিয়া যাই।

এইটুকু বলিয়া মাটীওয়ালী জোর করিয়া উঠিয়া বসিল, জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চলে কোটরগত দুইটি চক্ষু মুছিল, একটা ঢোক গিলিয়া সামলাইয়া গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া আবার বলিল—

"মাটী কেনা বন্ধ করিও না মা;—আমার কথা শুন—যখন তোমার দ্বারে আমার মতন আর কেহ মাটী বেচিতে আসিবে, অমনি তখনই দুই এক পয়সার মাটী তাহার নিকট হইতে খরিদ করিও। মাটী লক্ষ্মী, মাটী শেষের সম্বল। যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাহার মাটী আছে। মাটী আছে বলিয়াই মা আমি এমন দুঃখিনী হইয়াও, ভিখারিণী হইলেও কাঙ্গালিনী সাজিতে পারি নাই। চারিটার উপর আর চারিটা পয়সা তুমি আমায় ভিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলে। আমি তাহা লইব কেন? যতক্ষণ মাটী আছে, ততক্ষণ আমার অন্ন আছে। আমি ভিক্ষা করিব কেন মা? সৌখীন ঘরের গৃহিণী তুমি মা, তোমার নয়নটাও সৌখীন রকমের। আজ তুমি আমায় দুধ খাওয়াইতে চাও, কাল আমার কি দশা হইবে? আজ তুমি চারি পয়সার মাটী আট পয়সায় কিনিলে কাল অমন দাম কে দিবে! লাভের মধ্যে আমার লোভ বাড়িয়া যাইবে, আমার মাটী বেচার ব্যাঘাত ঘটিবে। না মা, তোমার পয়সা তোমার থাকুক, আমাকে ন্যায্য মূল্য

দিলেই আমি সুখী হইব। তোমার মাটীর প্রয়োজন নাই, তবুও যে মাটী কিনিলে, দুঃখিনীর বোঝার লাঘব করিলে, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট দয়া।"

গৃহিণী নীরবে মাটীওয়ালীকে চারিটা পয়সা দিয়া, স্বয়ং নিজহস্তে মাটীর ঝুড়ী তুলিয়া ঘরে রাখিলেন। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অঞ্চলের বস্ত্র গলায় জড়াইয়া গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে মৃত্তিকার স্তূপকে প্রণাম করিলেন, এবং করযোড়ে বলিলেন—

"মাটি! তুমি সত্যই মা-টি। যাঁহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে তাহার মাটী আছে। তুমি শেষ, তুমি অনন্ত। মা-টি তুমি আমার—স্থির হইয়া আমার ঘরে থাক। মূঢ় আমি, জানিতাম না, তাই তোমায় তোমার যোগ্য মর্য্যাদা দিই নাই, তোমার উপাসনা করি নাই। আজ আমার সুপ্রভাত, এমন মহীয়সী দুঃখিনী আমার গৃহদ্বারে আসিয়াছিল, তাইত তোমার মহিমা বুঝিলাম। থাক মা,—যুগে যুগে যেমন আমার শ্বশুর কুলে পূজিতা হইয়া আসিয়াছ আবার তেমনি ভাবে থাক। তুমি অন্ন, তুমি প্রাণ, তুমি মান, তুমি ধর্ম্ম, তুমি বাঙ্গালার বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব, তুমি আমার ঘরে স্থির হইয়া থাক। তোমায় বার বার নমস্কার করিতেছি।"

এইভাবে মৃত্তিকার স্তব করিয়া গৃহিণী চোখের জল মুছিয়া পবিত্রা হইলেন, ধন্যা হইলেন। জ্ঞানময়ী, ভাবময়ী, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী তিনি, মাটীওয়ালীর কথায় তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল, তাঁহার সমগ্র জীবনের ভাবের ধারা নূতন প্রণালী অবলম্বন করিল। তিনি বাঙ্গালীত্বের মহিমা বুঝিলেন।

সাধের বৌ

আইস বাঙ্গালী, একবার মাটীওয়ালীর মতন আমরাও মাটীর, আমাদের মা-টীর ফেরী করিয়া জীবন ধন্য করি। মাটী নিবি গো? যে মাটীতে তুমি মা নিত্য শিব গড়িয়া পূজা কর এবং সংসারে কল্যাণের ধারা প্রবাহিত করিয়া দেও—সেই মাটী নিবি গো! এ মাটী চোরে চুরি করে না, বিদেশী ব্যবসায়ী জাহাজে করিয়া দেশান্তরে লইয়া যায় না। এ মাটীর মূল্য নাই, যথার্থ মূল্য আজ পর্য্যন্ত কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। তো'রা কেউ মাটী নিবি গো? এ মাটীর প্রতি কণা ভারতের বিশাল বক্ষ বিধৌত হইয়া সঞ্চিত হইয়াছে, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার কোটি তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া এ মাটী সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, গঙ্গার স্রোতোমুখে বাঙ্গলার বক্ষে আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এ মাটীর স্তরে স্তরে ভারতেতিহাস গাঁথা রহিয়াছে। আমাদের বড় সাধের মা-টী নিবি গো! এ মাটী আমার সত্যই কল্পলতিকা, যাহা চাও তাহা দিবেন, দিতেছেন, দিয়াছেন। এই মা-টীর প্রভাবে আমার সকল অভাব দূর হইয়াছে, সকল কষ্টের মোচন হইয়াছে। এই মাটী হইতেই বাঙ্গলার কার্পাস, এই মাটী হইতেই তুতের চাষ, আর সেই তুত হইতেই রেশমের গুটি এবং বাঙ্গালার পট্টবস্ত্র। এই মাটী হইতেই অন্ন, আর সেই অন্নের জোরেই বঙ্গভূমি ভারতবর্ষের অন্নপূর্ণা। আমাদের বাঙ্গকল্পলতিকা মৃত্তিকা তোরা কেউ নিবি গো! ছার রজত-কাঞ্চন, ছার দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত আসন, ছার মণি মুক্তা প্রবাল হীরক,—ছার বিভ্রম-বিলাস! আমার মাটী বজায় থাকিলে তাহা হইতে পাট উৎপন্ন হইয়া কোটি

কোটি টাকা ঘরে আনিয়া দেয়। আমার মাটী বজায় থাকিলে তাহা হইতে ঘাস উৎপন্ন হইলেও অন্নজলের সংস্থান করিয়া দেয়। আমার মাটীর বাঁশ বনেও টাকার তোড়া সাজান আছে, কলাবনেও মণিমুক্তা ছড়ান আছে। হায় বাঙ্গালী এমন মাটীকেও অবহেলা করিতেছ।

মাটী নিবি গো—যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে তাহার মাটী আছে। ঐ শুন ইয়ুরোপে মহারণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। আর ব্যবসায়ীর জাহাজ আসিবে না, আর বিলাস দ্রব্য পাইবে না. আর নগদ টাকার মুখ দেখিতে পাইবে না, সর্ব্বস্ব যাইবে—থাকিবে কেবল মাটী। সে মাটীকে মাথায় করিয়া রাখিতে পার যদি, তবেই ক্ষুধায় অন্ন পাইবে, তৃষ্ণায় জল পাইবে. লজ্জা নিবারণের বস্ত্র জুটিবে। এমন শ্যামা মাটীকে—তোমার, আমার, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মা-টীকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিওনা। আধুনিক সহর, নগর, রাজধানী, সকলই বাসকাশী, সেখানে মরিলে গাধা হয়, বাঁচিয়া থাকিলে মর্কট হইতে হয়। এ সব থাকে না. থাকে নাই। গৌড়, রাজমহল, একদলা, পাণ্ডুয়া, রমাবতী, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, একে একে কত হইয়াছে কত গিয়াছে! কোথায় নবদ্বীপ, কোথায় বা জগদ্দল! সব গিয়াছে, সব যাইবে, থাকিবে কেবল মাটী! স্তরবিন্যস্তভাবে সদা-স্নিগ্ধ-কোমল-পেলবরূপে থাকিবে কেবল মাটী! ঐ মাটীই অহঙ্কারের এবং স্পর্দ্ধার চিহ্নগুলিকে স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। এখনও তেমন দর্পের অনেক ভস্মস্তূপ বাঙ্গলার সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্বত্র ঢাকা আছে। ঐ মাটীর গুণে বাঙ্গলা আজ মরুভূমিতে পরিণত হয় নাই। ঐ মাটীর স্তন্যপীযূষ

শত ধারায় বিচ্ছুরিত হইয়া তোমাকে এখনও তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় অন্ন দিতেছে। এমন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার মাটীকে ঘরে তুলিয়া রাখ না! এই মাটী অমূল্যনিধি। এই মাটীতে খোল হয়, যে খোলের চাটি শুনিলে এখনও বাঙ্গালী নাচিয়া উঠে! এই মাটীতে নিমাই ও নিতাইএর দিব্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, যাহাদের পুণ্যপ্রভাবে আজও বাঙ্গলায় ভাবের তরঙ্গ উছলিয়া উথলিয়া উঠিতেছে! এই মাটীতেই দশভুজা গড়িয়া বাঙ্গালী জীবন সার্থক কর! একবার এই মা-টীকে মা মা বলিয়া বাঙ্গালী একবার গড়াগড়ি দেও! তোমার দেহ পবিত্র হউক, তোমার মনুষ্যজন্ম সার্থক হউক।

মা-টী নিবি গো—বাঙ্গলার মা-টীহারা মায়ের ছেলে, তোমরা যদি দেহ পবিত্র রাখিতে চাও, তৈজসপত্র পবিত্র রাখিতে চাও, পবিত্র অঙ্গনে যদি গোপালদের লইয়া দেবতার খেলা খেলিতে চাও—তবে মাটী লও। মেয়েদের প্রবচন আছে—"কোলের ছেলে কোল ন্যাঙড়া, মাটীর ছেলে সোণার চাঙড়া।" এ মাটীতে গড়াগড়ি দিয়ে সত্যই সোণার চাঙড়া হওয়া যায়। এই মাটী মাখিয়া আমরা নীরোগ, এই মাটী হইতেই আমাদের সর্ব্বস্ব যে দিন হইতে মাটী ছাড়িয়াছি সেই দিন হইতে চির রোগী দুঃখী হইয়াছি, যে দিন হইতে মাটী ভুলিয়াছি সেই দিন হইতে মা-টীর স্নেহ হারাইয়াছি বাঙ্গলার মাটী অতি পবিত্র, তাই বাঙ্গলার মাটীতে দেবপ্রতিমা নির্ম্মিত হয়। বঙ্গভূমি মৃন্ময়ী, তাই বাঙ্গলার সর্ব্বস্ব মৃন্ময়। এ মাটীতে কাঁকর নাই, পাথর নাই, কোনও খানে কাঠিন্য নাই। এমন মাটি

লইবে না! লও—লও, আমার সোণার মাটী, ক্ষীরের মাটী—লও, লও! দুধটুকু মারিয়া যেমন ক্ষীরটুকু হয়, ভারতের পীযূষধারাকে শুকাইয়া, গঙ্গার কটাহে নাড়িয়া বাঙ্গলার ক্ষীর মাটী হইয়াছে। এমন ক্ষীরের মাটীকে অবহেলা করিও না! বলিয়াছি ত, এ মাটী কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না, তুমি বাচিয়া থাকিতে পারিলে এ মাটী তোমারই থাকিবে, তোমারই আছে। যে মাটী ভগবানের চরণ তাড়নায় পবিত্রীকৃত, যে মাটী গঙ্গাজলে সদা সিক্ত, যে মাটীর স্তরে স্তরে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত—লও, লও! মা-টীর কোলে যাইলে, মাটীকে কোলে রাখিলে, সকল পাপতাপ শীতল হইয়া যায়, সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইয়া যায়, সকল অভাবের বিমোচন হয়। এমন কোমল মাটীকে ভুলিও না।

মাটী নিবি গো—সাবান পমেটম ভুলিয়া—মাটী নিবি গো! বিদেশের প্রসাধন উপাদান সকলকে মাটীতে ফেলিয়া মাটী নিবি গো! ইয়ুরোপের পাউডার-ভস্ম ফুৎকারে উড়াইয়া—মাটী নিবি গো! একবার দাঁড়াও—কোটা বালাখানা ত্যাগ করিয়া, মর্ম্মর কুট্টিমকে বর্জ্জন করিয়া, নগরের সৌধ শুষ্কতাকে পরিহার করিয়া, নিত্যস্নিগ্ধ নিত্য-শ্যামল বাঙ্গলার মাটীর উপর একবার দাঁড়াও। মাটীর উপর দাঁড়াইলে মাটীর আদর করিতে শিখিবে, তখন আমার মাটী-বেচা সার্থক হইবে। সর্ব্বস্বান্ত বাঙ্গালী, তোমার কেবল মাটীই ত আছে। মাটী আছে বলিয়াই তুমি এখনও বাঁচিয়া আছ, মাটী আছে বলিয়াই তোমার সোহাগের স্মৃতি আছে; মাটী আছে বলিয়াই মা-টীর ক্রোড়ের প্রচ্ছন্ন

নিধি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইতেছে। এমন দিনে মাটী গ্রহণ কর, সে মাটীতে আবার শিব গড়িয়া পূজা কর, তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে।

মাটী নিবি গো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার একখানা বাড়ী—বহুবাজারের ফিরিঙ্গীপাড়ায় বাড়ী। সেই বাড়ীতেই মাটীওয়ালী মাটী বেচিয়া চলিয়া গেল। আমাদের সাধের বৌ সেই মাটী লইয়া ভাবিতেছেন—"আমরা ত মাটীর মানুষ হইবারই কথা। আমার বাঙ্গলার মাটী ছাড়াত অন্য কিছু নাই। আমাদের মাটীর দেবতা—মাটীর হাঁড়িকুঁড়ি—মাটীর ঘড়াঘটঘটী। আমরা মাটী ছাড়িয়া এই ইষ্টকারণ্যে বাস করিলে আমাদের খাটী বাঙ্গালীত্ব মাটী হইয়া যাইবে না কি! ঠাকুর তোমার আশীর্ব্বাদে আমি আজ এই বাড়ীতে তুলসীমঞ্চ গড়িব।"

ঠাকুর আমাদের সেই রামানন্দ স্বামী। তিনি একটু হাসিলেন, এবং হাসিয়া বলিলেন "তা বটেই ত। কিন্তু এমন দিন আমাদের ছিল যখন গৌড়ে কষ্টি পাথর ছাড়া অন্য পাথরের দেবতা-বিগ্রহ গড়া হইত না। গৌড় হইতে করতোয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পাথরের

ঘর বাড়ী ছিল, রাঢ়েও বাঙ্গালীর প্রস্তরাবাস ছিল। কিন্তু তখন যে ধর্ম্মরাজ্য ছিল কিনা, তখন যে আমরা স্বাধীন ছিলাম, পাথর কুঁদিয়া মূর্ত্তি গড়িতে জানিতাম। আর এখন আমরা গঙ্গার পলি-মাটীতে পরিণত হইয়াছি। মোগল, পাঠান, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার, ইংরাজ সবাই আমাদিগকে দলিয়া ঠাসিয়া নানারকম মূর্ত্তি তৈয়ার করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কাঁচা মাটী না হইলে আমরা কি এত সহজে গোরা সাজিতে পারি! অতি কোমল, অতি স্নিগ্ধ মাটী আমরা, তাই যে যেমন ইচ্ছা করিতেছে সে তেমনিভাবে আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতেছে। মাটী হও ক্ষতি নাই, মাটী হইয়াছ বারণ করিবার উপায় নাই, কিন্তু ঐ মাটীতে যেন কেবল শিবই গড়া চলে, ছেলেদের খেলনা না গড়া হয়, কারণ খেলনা গড়িলে তাহা অল্পক্ষণেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

স্বামীজীর কথা শুনিয়া সাধের বৌ এবার হাসিল—"মাটী হইয়া ত থাকিতেই হইয়াছে, প্রভু। সুকুমারীর জন্য সবই সহিতে হইতেছে। একবার দেখুন উহার মুখখানা; ও বিষাদের ছবির দিকে তাকাইলে আমার মুখের হাসিটুকুও শুকাইয়া যায়। খোকা কাশীতে আছে আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি, সে ভার আপনার; কিন্তু এ স্বর্ণলতা লইয়া আমি কি করিব, কোথায় রাখিব?"

স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন—"অত উদাস হ'ওনা মা, তোমার ভাঙা পাথরবাটী আবার যোড়া লাগিবে। আমি খবর পাইয়াছি সুকুমারের পথে একটু বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহার সে বিপদ কাটিয়াছে,

সে বিলাতে পৌঁছিয়াছে। "কেবল তাহাই নহে, তাহার মনের ভাবও বদলাইয়াছে। সে আমাদেরই স্বজনের হাতে আছে।"

সাধের বৌ। আমি আপনার কথার কিছুই বুঝতে পারি না। আপনি হইলেন দণ্ডী ব্রাহ্মণ; আর আপনার গুরু ভাইদের মধ্যে মুসলমান ফকির আছে, সুফী আছে, এমন কি খৃষ্টানও আছে. আপনার জগৎ-যোড়া বন্ধু, জগতের সকল খবরই আপনার কাছে!

স্বামীজী। সকল ধর্ম্মের সাধনা প্রায় একই রকমের। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে সমাজ-ধর্ম্মের আকার স্বতন্ত্র রকমের হয় বটে, কিন্তু সাধন-ধর্ম্ম অধিকারি-ভেদে সকলের পক্ষেই এক রকমের। যখন সন্ন্যাস লইয়াছি—সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াছি, তখন সমাজের গণ্ডীর বাহিরে গিয়াছি। ভারতবর্ষে যতক্ষণ থাকিব ততক্ষণ আমি দণ্ডী সন্ন্যাসী; ভারতবর্ষের বাহিরে যাইলে যে দেশের যেমন আচার যেমন বসন ভূষণ, এমনকি সেই দেশের ভাষা পর্য্যন্ত, আমার হইয়া যাইবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, রোমান-ক্যাথলিক ও গ্রীক চার্চ্চের খৃষ্টান—ইহাদেরই মধ্যে সাধন-ধর্ম্মের প্রাবল্য আছে, সাধক সন্ন্যাসীও আছে। তোমাদের যে ইয়ুরোপ—অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী—সেত নাস্তিকের দেশ—কেবল জড়বাদীর দেশ। এ জড়বাদের অবসান ঘটিবে—আবার সব ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া ভগবান্ একটা নূতন কিছু গড়িয়া তুলিবেন। তখন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, এক হইবে। জান ত যদুবংশ কেমন করিয়া ধ্বংস হইয়াছিল? তাহাদের মনীষাজাত মুসল ঘসিয়া ঘসিয়া নানা অস্ত্র গড়িয়া তাহারা নিজেদের

মধ্যে যুদ্ধ করিয়াছিল, [illegible] ক্রু[illegible] মারামারি করিয়া মরিয়াছিল। বর্ত্তমা[illegible] জড়বাদের মুসল ঘসিয়া ঘসিয়া এমন সকল জড় শক্তির উন্মেষ ঘটাইবে এবং তাহার দ্বারায় লোকবিদ্ধংশকারী নানাবিধ অস্ত্র গড়িবে যাহার প্রভাবে তাহারা আপনা আপনি লড়াই করিয়া মরিবে। সে কথা আর তোমাকে কি অধিক বলিব মা। সম্মুখে বড় বিষম কাল আসিতেছে। সুকুমার বিলাত দেখিয়া আসুক—এদিক্ ওদিক্ দু'দিক দেখিয়া সে নিজের পথ বাছিয়া লইতে পারিবে। কোন রকমে তাহার শূদ্রত্বটুকু ঘুচাইতে হইবে।

সাধের বৌ—আমি আপনার সকল কথা ঠিক মত বুঝিতে পারি না। বুঝিতে পারিতেছি না, সুকুমার শূদ্র কিসে? ম্লেচ্ছ বলিতে পারেন—সেত শূদ্র নয়, ব্রাহ্মণের ছেলে।

স্বামীজী। ব্রাহ্মণ পরাজিত পরাধীন হইলেই শূদ্র হয়। শূদ্র হইলে আদেক্'লে ক্যাঙলা হইয়া পড়ে, শূদ্র যাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাহারই নকলনবিশ হয়। সুকুমার শূদ্র কেন জান? সে ইংরাজের সভ্যতা কাঙালের মত নকল করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে সুকুমারীকে বিবি বানাইতে পারে নাই বলিয়াই ক্ষোভে ও রোষে বিলাত গিয়াছে। ক্যাঙলামী তাহার বিলাত যাত্রার মূল। ইংরাজ ত এতটা কাঙলা নয়। ইংরাজ পরের সামগ্রী নিজের করিয়া লইতে জানে এবং পারে, কিন্তু পরের হাটে কখনই নিজেকে বিলাইয়া দেয় না। সে পৃথিবীর যে দেশেই থাকুক না কেন ইংরাজ

সে যথাবিধি সন্ধ্যা আহ্নিক করিল। স্বামীজী তাহা শুনিলেন, তাহার পর শুভ্র গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া মাতা ও মাতুলানীর হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে ঘাটের উপরে উঠিল। পাগলা বলিল —"উঁ-হু, একবার পাগলাকে দেখে আসতে হবে। চল আজ বিশ্বনাথ দর্শন করাই।" কাশীর অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথ যেমন করিয়া দেখিতে হয়, সাধারণ তীর্থযাত্রী যেমন ভাবে দেখে, তেমনি ভাবে উহারা অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথ দর্শন করিলেন। তাহার পর পাগলা বলিল, 'এবার আমার বিশ্বনাথ দেখ', এই বলিয়া বালককে আরঙ্গজেবের মসজিদে লইয়া গিয়া তুলিল—'বাবা ইহাই পঞ্চম বিশ্বনাথ, আর চারিজন লুকান আছেন। বড় হও সে চারিজনকেও দেখাইব। এই মসজিদের প্রত্যেক প্রস্তরেই বিশ্বনাথ বিদ্যমান, ইহাই আমার স্বাধীন হিন্দুর স্বাধীন বিশ্বনাথের শেষ মন্দির। এই বিশ্বনাথের মন্দির প্রাঙ্গণের নীচে লক্ষ শিবলিঙ্গ গাড়া আছে। এইখান হইতে চক্রতীর্থ পর্য্যন্ত যে চওড়া রাস্তা ছিল, তাহা অগণ্য শালগ্রামশিলায় এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের রক্তে জমাট বাঁধিয়া তৈয়ার হইয়াছিল। পাথরের টুকরা কি শিব বাবা? যত জীব তত শিব। জীবে শিবত্ব থাকিলেই শিবের জন্য জীব মরিতে জানে এবং মরিতে পারে। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাবের প্রকাশ এই মরণেই ঘটে। এই শিবতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ঐ দেখ জ্ঞান বাপীর কাছে বলীবর্দ্দ এই মসজিদের দিকে তাকাইয়া রোদন করিতেছে। আজ পর্য্যন্ত সে রোদনের ভাষা কোনও হিন্দুই বুঝিল না, তাই বৃষভরাজ

পাথর হইয়া গিয়াছেন। পুরুষোত্তমে দারুভূতো মুরারিঃ—আর এই বিশ্বনাথের ক্ষেত্রে প্রস্তরীভূত ঋষভঃ। কাঠ পাথর কি দেবতা বাবা!

সে যে ভাবের ঠাকুর,

ভাব বিনে কি ভাবের কথা বুঝতে পারে?

বড় হও, তবে পাগলের কথা বুঝবে। আমি কিন্তু তোমাদের কাশী দর্শন করা'বই। চল মা, সচল অন্নপূর্ণা তোমরা, তোমার বরে পাগল যাইবে।" এমন সময় তৈলঙ্গস্বামী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিগম্বর বিভূতিভূষণ হাস্তমুখ অপরূপ রূপ, হাসিয়া পাগলের কাছ হইতে ঝুলীটি চাহিয়া লইলেন। পাগল নাচিয়া উঠিয়া বলিল 'দেখেছি—দেখিয়েছি। 'সা কাশীকাহং নিজ-বোধরূপা'।—পারিব কি বুঝাইতে, পারিব কি শিখাইতে? ঠাকুর ভাষা দাও, কথা দাও।" তৈলঙ্গস্বামী হাসিলেন।

সাধের বৌ।

তৃতীয় খণ্ড।

ঘটনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুকুমার বিলাত পৌঁছিয়াছে এবং ব্যারিষ্টারির জন্য "মিডল টেম্পলে" ভর্ত্তিও হইয়াছে। সুকুমারের অর্থাভাব ছিল না। ক্ল্যারেণ্ডনের বাহিরে তিনি একটি বাটী ভাড়া করিয়া থাকিতেন। সহরতলী এক বিঘা জমীর উপর ছোট ছোট বাড়ী, বাড়ীর চারি দিকে ছোট বাগান। লণ্ডনের এই অংশে, অনেক বিদেশী ধনী বাস করিতেন। সুকুমারের প্রতিবেশী একজন রুষিয়া প্রদেশের ধনী ছিলেন, তাহার সহিত সুকুমারের পরিচয়ও হইয়াছে। তিনিও ব্যারিষ্টারী পড়িতেন, কিন্তু সে পড়া মাত্র, উহা যেন অন্য একটা কোনও কাজের আবরণ স্বরূপ ছিল। মসিয়ে কোমারফের সঙ্গে তাহার একটি ভগিনী থাকিতেন, তাহার নাম ছিল আইমোজেন।

সাধের বৌ

আইমোজেন দেখিতে রূপসী, যেন একখানি স্বর্ণ প্রতিমা। দুই কপোলে একটু গোলাপের আভা ছিল, তাহাতেই বুঝা যাইত ঠিক মার্ব্বল পাথরের নহে, শোণিত প্রবাহও আছে। আইমোজেন বিদুষী---বহুভাষা তিনি জানিতেন এবং রসায়ণ বিদ্যায় পটীয়সী ছিলেন। আইমোজেনের সহিত সুকুমারের পরিচয় হইয়াছিল। সুকুমার ভারত প্রবাসী ছাত্রদের সহিত বড় বেশী মিশিতেন না। আইমোজেনকে সঙ্গে লইয়া নানাস্থলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

সুকুমার। আইমো! তোমার মত নারী আমি দেখি নাই।

আইমো। কেন, তোমার স্ত্রী?

সুকুমার। আমার স্ত্রী লেখা পড়া জানে না। তোমার মত এমন স্বাধীনা স্বতন্ত্রা নহে। তোমাতে যাহা আছে তাহাতে তাহা নাই। তাই আমি বিলাতে আসিয়াছি।

আইমো। রুষ দেশ ও ভারতবর্ষ ত এক নহে। ভারতের নারী য়ুরোপের নারীর মত হইতে পারেই না। আমি যেমন আমার রুষ দেশ খুঁজিলেও আম বা কলা পাইব না, তুমি তেমনি তোমার বাঙ্গালা দেশ খুঁজিলেও আমার রুষের সামগ্রী পাইবে না। যাহা পাইবার নহে, পাইতে পারা যায় না, তাহার জন্য কি স্বদেশ ছাড়িতে আছে?

সুকুমার। তোমরা দুইজনে স্বদেশ ছাড়িয়া আসিয়াছ কেন?

আইমো। রুষ ও ইংলণ্ড প্রায় একই রকমের, এক সভ্যতা, এক ধর্ম্ম, এক প্রকারের জলবায়ু। রুষ ছাড়িয়া বিলাতে আসিলে

আমাদের পক্ষে তোমাদের মত বিদেশে আসা হয় না। আমি যদি মধ্য আফ্রিকায় যাইতাম, কিম্বা মধ্য আমেরিকায় যাইতাম, তাহা হইলে আমার বিদেশ যাওয়া হইত।

. সুকুমার। তুমি আর একটা কি বলিবে না বলিয়া এমন কথা বলিলে আমার কাছে কি, একটা ঢাকিতে চাও। কেন, আমাকে কি এখনও বিশ্বাস হয় না?

আইমো। তুমি খুব চতুর। তোমার কাছে বেশী কিছু ঢাকিব না। তোমাদের সত্যই বিশ্বাস হয় না। তোমরা ভারতবাসী, তোমাদের সহিষ্ণুতা অপার, অথচ তোমাদের মন্ত্র-গুপ্তি নাই। বেদনা বোধ যাহাদের নাই, তাহারা কি গোপন রাখিবে?

সুকুমার। আমার যে সংশয় হইয়াছিল তবে কি তাহাই, তোমরা কি স্বদেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া বিলাতে আশ্রয় লইয়াছ?

আইমো। হাঁ তাই বটে। কিন্তু যখন তুমি আমাদের গুপ্তকথা জানিতে পারিয়াছ তখন তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে ইহা প্রকাশ করিবে না। তুমি ভদ্রলোক এবং রুষের রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন, তাই তোমার কথার উপর আমি নির্ভর করিতে পারি।

সুকুমার। আর আমি যদি তোমাদের দলভুক্ত হইতে চাই? কি করিয়া তোমাদের মত হইব? যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।

আইমো। তুমি আমাদের মত হইতে পারিবে না, কারণ আমাদের মত বেদনার অনুভূতি তোমাদের নাই। আমাদের মত

হইতে হইলে আমাদের দেশ একবার দেখিয়া আসিতে হইবে। তাহা পারিবে কি?

সুকুমার। পারিব। সম্মুখে যে ছুটিটা আসিতেছে সেই ছুটিতেই আমি রুষিয়া যাইব। কেবল ইংলণ্ডের লণ্ডন সহরটি দেখিবার জন্য আমি আসি নাই, সমগ্র ইয়ুরোপ দেখিব।

আইমো। তবে তোমার মনে একটু ভালবাসা জাগিয়াছে, কেমন না? আচ্ছা আমরা যা ব'ল তাই তোমাকে করিতে হইবে।

সুকুমার। বেশ, তাহাতেই রাজী। তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।

উভয়ে কথা কহিতে কহিতে বাড়ী ফিরিলেন। সুকুমার নিজের বাড়ীতে গেল না। আইমোজেনকে তাহার বাসায় পৌছিয়া দিবার জন্য সেই বাড়ীতেই উঠিল। কোমারফ্ ঘরেই ছিলেন। ইহাদের দুইজনকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আইমোজেন তাহাকে ইশারায় কি একটা বলিল। ভাই ভগিনী মুচকাইয়া হাসিলেন। সুকুমার এটুকু লক্ষ্য করিতে পারিল না। সে সরল ভাবে একখানা কেদারা লইয়া বসিল। তিনজনের মধ্যে অনেক পরামর্শ হইল। সুকুমার সেই খানেই আহার করিল। প্রায় রাত্রি বারটার সময় পানভোজন কথা বার্ত্তা শেষ করিয়া যেন কত অনিচ্ছায় সে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আবার সুকুমার জাহাজে চড়িয়াছে। এবার জল ঝড় নাই। সে নিরাপদে, নিরুপদ্রবে জল পথেই বাল্টিক সাগর বাহিয়া সেণ্ট পিটার্স বার্গে পৌছিল এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট এক হোটেলে যাইয়া আশ্রয় লইল। এই হোটেলের সকলেই ইংরাজী ভাষা জানিত, ফলে সুকুমারের বিদেশে আসিয়া কোনও কষ্ট হয় নাই, কিন্তু একটি লোককে সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। সাধারণ ইয়ুরোপীয় বস্ত্র সেই লোকটির অঙ্গে ছিল বটে; পরন্তু তিনি সেণ্টপিটার্স বর্গের অধিবাসিবর্গের মত তেমন ধব্‌ধবে শাদা নহেন, অথচ ভারত-বাসীর মত কালও নহেন। তাহাকে দেখিলে স্পেনের মানুষ বলিয়া মনে হয়। লোকটি কথা কহেন না, অথচ সুকুমারকে খুব লক্ষ্য করেন। সুকুমারও তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। যেন চেন চেন করি গোছ মনে হইতে লাগিল, অথচ ঠাহর করিতে পারিল না কে? প্রথম দুই তিন দিন সুকুমার রাজনগরী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভারত সচিব মার্কুইস অফ হার্টিংটন তাহার দেখা শুনার জন্য সকল রকমের সুবিধাজনক পাশ দেওয়াইয়া দিয়াছিলেন, সে তাইতে রাজপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত দেখিল। সে একাই বাহির হইত, একাই দেখিতে যাইত, কিন্তু হঠাৎ এক একটা স্থানে এই অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিত। তাহার

কেমন সংশয় হইত। একদিন তাহাকে একটা বাগানের কাছে একলা পাইয়া ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে আপনি?" ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দ্দুতে সেই লোকটি বলিলেন—"সাবধান, যে দলে পড়িয়াছ, সে দল অতি ভীষণ। প্রাণের মায়া থাকে যদি, এ দল ছাড়িয়া স্বদেশে পালাও। বিশেষ তুমি বেইমান, মিশরে মরুক্ষেত্রে আমি তোমায় বাঁচাইলাম, আমার পালিতা কন্যাকে তুমি ভালবাসিয়া আসিলে, আর বিলাতে আসিয়া সব ভুলিয়া গিয়া তুমি এক রুষ রমণীর প্রেমে পড়িয়া এই ভয়ানক দলভুক্ত হইলে? এখনও ভাল চাও ত পালাও।"

এই কয়টি কথা শুনিয়া সুকুমার চমকাইয়া উঠিল। তাহার সকল কথা মনে পড়িল। সে যেন অবসন্ন হইয়া বাগানের একটা কাষ্ঠাসনে বসিয়া পড়িল ও ভাবিতে লাগিল,—এ কি এ! একি প্রহেলিকার মধ্যে পড়িয়াছি? এ'ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কেন আমি পাগলের মত দেশ ছাড়িয়া আসিলাম, কে আমায় গলাধাক্কা দিয়া দেশের বাহির করিয়া দিল? তা'র পর ঝড়, মিশরের বালুকাভুমিতে মৃতপ্রায় হইয়া পতন, বৰ্দ্দু সেনুমীদ কর্ত্তৃক উদ্ধার, কায়রো নগরে বাস, ডাক্তার বসুর সহিত পরিচয়, রোগমুক্তি, এবং বিলাতে আগমন; আবার বিলাতে আসিয়া আইমোজেনের সহিত পরিচয়, সে পরিচয়ের ফলে রুষ ভ্রমণ। ভারতপ্রবাসী এত ছাত্রত লণ্ডনে আছে কাহারও ভাগ্যে ত এমন ঘটে না! আমিই যেখানে

প্রতি একটু ধিক্কারও হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে সে উঠিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুকুমার বাসায় আসিয়া নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চুপ করিয়া ভাবিতেছে—'এ কি! আমি কোথায়? কাহাদের দলে পড়িয়াছি?' এই ভাবনা সে আড় হইয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া ভাবিতেছে।

ঘরের একটি কপাট, দুইটি জানালা। সব বন্ধ। নিরেট ইটের দেওয়াল চারিদিকেই আছে। কোনস্থান হইতে ঘরের মধ্যে সূচি প্রবেশের অবসর নাই। সহসা সম্মুখের দেওয়ালটা সরিয়া গেল ও একটি শ্বেতাঙ্গ সামরিকপরিচ্ছদধারী পুরুষ দেওয়ালের ভিতর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া, হাতের রিভলভারটি টেবিলের উপর রাখিয়া একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন। প্রাচীরগাত্র পূর্ব্ববৎ যেমন ছিল তেমনি হইয়া গেল, নবাগত ব্যক্তি কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে পকেট হইতে একটা সিগারেটকেশ বাহির করিয়া অতি সাবধানে একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন।

সুকুমার ত অবাক্। কে এ লোকটা ভূতের মত ঘরে প্রবেশ

রিল ? বিনা অনুমতিতেই যে আমার কক্ষে প্রবেশ করে কেন ? থচ সে কোন কথা বলিতে পারিতেছে না, কথা কহিতে ইয়া জিব জড়াইয়া আসিতেছে, প্রাণের ভয়ও একটু বেশ ইয়াছে।

নবাগত ব্যক্তি সুকুমারের মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া একটু মুচকি াসিয়া পরিষ্কার ইংরাজিতে বলিলেন,—"তুমি বাঙ্গালী! অস্ত্রশস্ত্র দুক গুলি লইয়া কখনও ব্যবহার কর নাই, তাই ভয় পাইয়াছ, কমন ?"

সুকুমার একটু গলা খেঁকারি দিয়া বলিল—না, ভয় পাই াই, কেবল বিস্ময়ে অবাক্ হইয়াছি। আপনাদের সভ্য ইয়ুরোপীয় মাজে মানুষের প্রাণটা লইয়া এমনিই কি ছিনিমিনি খেলা হয় ? া'র পর আমার ব্যক্তিগত গোটাকত ঘটনা জানিতে পারিয়াও ামি একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। আপনি কে ?

নবাগত। আমার নাম কর্ণাল আইভানোভিচ্। আমি রুষ- েশের সমর বিভাগের একজন সেনানী। তুমি যে দলের লোক, ামিও সেই দলের লোক। তোমার সহিত পরিচিত হইবার দ্দেশ্যে আসিয়াছি।

সুকুমার। আমার সহিত পরিচিত হইবার প্রয়োজন ? আর া পরিচয়ের পদ্ধতিটাত বড় অদ্ভুত।

আইভান। হাঁ একটু অপূর্ব্ব বটে। কিন্তু আমি যে দলের াক, আমার সব জানা শুনা আছে। তোমার সহিত সভ্যতার

ন্যাকামী করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়াই আমি দেওয়ালের ভিতর দিয়া আসিয়াছি। তোমার বাহিরের সব পরিচয়ই জানি, কিন্তু আজ বাগানে তুমি যে একটি লোকের সহিত কথা কহিতেছিলে, সে তোমার কে ?

সুক। কেহই নহে। কেবল আমাকে মিশর দেশে সমুদ্রতীরে রক্ষা করিয়াছিল। সে খবরে আপনার প্রয়োজন ?

আইভান। প্রয়োজন না থাকিলে এমন ভাবে আসি ? আমি জানিতে চাই তুমি তাহার সম্বন্ধে কতটুকু জান এবং তাহার সহিত অন্য কি কি কথা হইয়াছিল।

সুকুমার। যদি আমি না বলি ? আমি কি বলিতে বাধ্য ?

কর্ণাল আইভান যেন অন্যমনস্ক ভাবে টেবিলের উপরে ন্যস্ত রিভলভারটি হাতে করিয়া তুলিয়া নাড়িতে লাগিলেন এবং মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"তুমি আমি ছাড়া এ ঘরে আর কেহ আছে কি ? আমি সশস্ত্র, তুমি নিরস্ত্র। আমার ভিক্ষা পূর্ণ করিলে তোমার কোনও ক্ষতি নাই, না করিলে ক্ষতি হইলেও হইতে পারে।"

সুকুমার একটু শিহরিয়া উঠিল। শেষে ভাবিল—'দূর হউক কাজ কি আমার গোপন করিয়া, আর এমনি কি গুপ্ত কথা আছে।'

কর্ণাল আইভান সুকুমারের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—'ইতস্তত কর কেন, বলিয়া ফেল।' সুকুমার সুবোধ বালকটির মত মিশরের সকল গল্প বলিল। নীরবে কর্ণাল তাহা শুনিলেন। কথা সমাপ্ত হইলে কর্ণাল আইভান একটু যেন মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন

'তুমি এ সকল কথা আইমোজেনকে না বলিয়া ভাল কর নাই। আর তিনিও তোমাকে যাচাই করিয়া না লইয়া সুবিবেচনার কাজ করেন নাই। ঐ সেন্নুসীদকে চিন? ওঁ মস্ত বড় লোক। উহার পিছনে রুষ, তুর্কি, মিশর ও ব্রিটিশ গবরমেণ্টের গুপ্তচর অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উনি অসাধারণ পুরুষ, কিন্তু দুঃখ এই আমাদের বিরোধী। যাহা হউক আমি আজ চলিলাম। তুমি এখানে সাবধানে থাকিবে। রুষ গবরমেণ্টের দুর্জ্জয় শাসন। ভুল ভ্রান্তি হইলে বিপদে পড়িতে পার।"

এইটুকু বলা শেষও হইয়াছে আর কর্ণাল আইভানের চেয়ার শুদ্ধ মানুষটা নিঃশব্দে সেই ঘরের মেঝের নীচে তলাইয়া গেল, শূন্য চেয়ার আবার উঠিল। গৃহ কুট্টিম যেমন ছিল তেমনিই হইয়া গেল, কেবল রিভলভারটা টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল।

সুকুমার আরও অবাক্ হইল। সে ভাবিল,—'আমাকে কি ফাঁদের মধ্যে রাখিয়াছে নাকি! ঘরটা আগাগোড়াই ফোঁপরা! ইহারা কাহারা? এ কেমন দেশ? দেখিতেছি আমি একাকী এ ঘরে শুইতে পাই না।' সুকুমার এই ভাবিয়া অনেকক্ষণ ঘরের মেঝের উপর পায়চারী করিতে লাগিল। সাড়ে নয়টার পর তাহার নৈশ ভোজন আসিল, সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু খাইল, আহারান্তে শয়ন করিতে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সকালের ট্রেণে সুকুমার মস্কৌ যাত্রা করিল। রুষ দেশের রেলগাড়ি কেমন ভাবে গঠিত সে আগাগোড়া তাহা দেখিল, কর্ম্মচারিবর্গ অতি ভদ্রভাবে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিল। অভিনব রেলগাড়ির ভঙ্গী দেখিয়া সুকুমার নিজের কক্ষে আসিয়া বসিল। সুকুমার কেবিনে আসিয়া বসিবা মাত্রই দেখিল তাহার কক্ষে আর একটি লোক বসিয়া আছে। অনেকক্ষণ তাকাইয়া দেখিয়া বুঝিল মুখ চেনা, তবে মুখের উপর একটা লম্বা দাড়ি পরিয়াছে। সুকুমার একটু মুচকাইয়া হাসিল। অন্য আরোহী মুখে আঙ্গুল দিয়া ইশারা করিয়া বলিলেন—'চুপ'। গাড়ি বিদ্যুৎ বেগে চলিতেছে। ক্রমে উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন। রুষের গাড়ি ঘন ঘন থামে না, গাড়ি চলিতেই লাগিল। রাত্রি তিনটার সময় গাড়ি প্রায় মস্কোয়ের নিকট হইয়া আসিল। সহসা উৎকট শব্দ হইয়া গাড়ি থামিয়া গেল। সুকুমারের ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল অন্ধকার, একটা দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, আর গাড়ি নিশ্চল নিথর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভয়ঙ্কর শীত, মুখ বাড়াইয়া দেখিবারও উপায় নাই। একটু ফরসা হইলে সুকুমার জামা যোড়া পরিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, তুষার ধবলিত কান্তার পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার উপর দিয়া লোকে ষ্ট্রেচারে করিয়া আহতগণকে লইয়া যাইতেছে। ব্যাপার খানা কি? সম্মুখে একটা সাঁকো উড়িয়া গিয়াছে এবং তাহারই

কায় রেলের এঞ্জিন ও তিনখানা গাড়ি চুরমার হইয়া গিয়াছে। ং আরোহী হতাহত—বিশেষতঃ রুষের একজন প্রধান সেনাপতি লবলে উড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কুড়াইয়া ানিয়া জমা করা হইতেছে। এই সময় একজন ট্রেণের কর্ম্মচারী াসিয়া সুকুমারকে বলিল,—'আপনার জিনিসপত্র নামাইয়া লউন। স্কৌ যাইতে চাহেন ? তাহা হইলে কতকটা হাঁটিয়া সাঁকো পার হইয়া পারের গাড়িতে গিয়া উঠিতে হইবে।' সুকুমার বলিল—'আমি মস্কৌ ইব!' সে নামিল। তাহার ব্যাগ ও বাক্স দুইজন পোর্টার ঘাড়ে রিয়া লইল। ব্রিটিশ রাজমন্ত্রীর অনুরোধ, ভারতবর্ষের প্রজা, হাকে কোনরূপ কষ্ট দেওয়া হইবে না। সুকুমার দুইজন পোর্টার ইয়া ধীরে ধীরে সোজা চলিতে চলিতে দেখিল দুর্ঘটনা অতি ষণ। তিনখানা বগী গাড়ি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। একখানা লুন ক্যারেজ ত একেবারেই গুঁড়া হইয়াছে এবং অগ্নি সংস্পর্শে লিতেছে। ভিতর হইতে মানুষের মেদ বসা মজ্জা পোড়ার গন্ধ হির হইতেছে। সাঁকোর চিহ্ন মাত্র নাই। বিস্ময়ে ভীত হইয়া কুমার অগ্রসর হইতে লাগিল এবং অতি কষ্টে যে নালার পর সাঁকো ছিল সে নালা পার হইয়া অপর পারে যাইয়া উপস্থিত ইল। সাঁকো পার হইবার সময় একজন মুটে বা পোর্টার কুমারের পিঠে হাত দিয়া বলিল, "ব্রাভো! থ্যাঙ্ক ইউ!' কুমার মুখ ফিরাইয়া দেখিল তাঁহার বিলাতের বন্ধু ম্যাকারফ্। কাইয়া উঠিয়া বলিল—'একি!' ম্যাকেরফ মুখে হাত দিয়া

বলিলেন,—'চুপ ! মস্কৌ যাইয়া সকল কথা বলিব, তোমার কৃপায় আজ আমাদের একদল শত্রুনাশ হইল।' সুকুমার কতকটা বিভ্রান্তভাবে মস্কোএর ট্রেণে গিয়া উঠিল। বেলা দশটার সময় গিয়া মস্কৌ নগরে পৌছিল। নগরে যাইয়া দেখিল হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড, রেল-দুর্ঘটনা লইয়া নগরময় একটা মহা আন্দোলন চলিতেছে, অনেকে আসিয়া তাহাকে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল আমি কিছুই জানি না, স্লিপিংকারে ঘুমাইয়া ছিলাম। সে মস্কৌতে টের পাইল যে নাইট্রো গ্লিসিরিণ দিয়া সাঁকো উড়ান হইয়াছে এবং রুষের গুপ্তচর (Secret Service) বিভাগের সকল প্রধান ব্যক্তিই একসঙ্গে মারা গিয়াছেন। মস্কৌতে অনেকের অনুমান যে ইহা নিহিলিষ্টগণের একটা বড় চাল হইয়াছে। এমন সাফল্য তাহারা ইহার পূর্ব্বে লাভ করিতে পারে নাই।

সুকুমার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—'তবে কি আমি নিহিলিষ্ট দলের মধ্যে পড়িয়াছি ! আমার পাশ লইয়া আমার সহচর সাজিয়া নিহিলিষ্টরা এমন কর্ম্ম করিল !' সুকুমারের মজ্জাগত ব্রাহ্মণ প্রকৃতি ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল—'আমি এতগুলা গুপ্ত-হত্যার হেতু স্বরূপ হইলাম ! ইহার প্রতিবিধান করিতেই হইবে।'

"প্রতিবিধান আর কি করিবে ভাই, আমরা কেল্লা ফতে করিয়াছি !" এই কথা বলিয়া ম্যাকারফ ঘরে ঢুকিলেন, সুকান্তি সুন্দর চেহারা, রুষ সামরিকের পোষাকে নিখুঁতভাবে সজ্জিত দেহটি যেন পাথর হইতে কুঁদিয়া বাহির করা, কোথাও একটু

র্ব্বির খাঁজ পর্য্যন্ত নাই। এমন সুন্দর পরিচ্ছদে সুকুমার ম্যাকরফকে খনও দেখে নাই। ম্যাকরফ্ মাথার টুপিটি রাখিয়া বলিলেন হাঁ তুমি আমাদের নিহিলিষ্ট দলভুক্ত বটে, অধর্ম্মকে অধর্ম্ম দিয়াই রিতে হয়। রুষ সাম্রাজ্যে রুষ শাসনে মহাপাপ প্রবেশ রিয়াছে, যেমন করিয়া হউক ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতেই হইবে।"

সুকুমার। তোমাদের বুদ্ধি তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদের কাছে। মামি তোমাদের সহিত আর থাকিব না। দেখ পাপ পাপের প্রতিষেধক নহে। পুণ্য দিয়া পাপকে জব্দ করিতে হয়, পাপের াহায্যে আর একটা পাপকে সংযত করিতে যাইলে পরিণাম ফল মতি ভীষণ হইবে, সে পাপের তরঙ্গে তোমরাও ভাসিয়া যাইবে। মামি ভারতবাসী ব্রাহ্মণ, আমরা এই রকম করিয়াই সব বুঝি।

ম্যাকারফ্ হাসিয়া বলিলেন—"তোমার দ্বারা যতটুকু সাধন রিবার তাহা করিয়াছি। তুমি আমাদের দলভুক্ত হইয়া থাকিতে াও বহুত আচ্ছা, না চাও নিরাপদে তোমাকে লণ্ডনে পৌঁছাইয়া দিব।"

"সে ভার তোমাদের নহে। আমি আমার মানুষকে লণ্ডনে াইয়া যাইব।" এই বলিয়া সেনুমীদ গৃহ প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দখিয়া ম্যাকারফ্ চমকাইয়া উঠিলেন এবং দাঁড়াইয়া সামরিক পদ্ধতি মনুসারে অভিবাদন করিলেন।

সেনুমীদ একটু অবজ্ঞার সহিত মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, 'যাও' এবং কুমারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"বুঝলে বাবা ব্যাপারখানা ক। আইমোজেন, ম্যাকারফের ভগিনী নহে, বড় ঘরের মহিলা,

নিহিলিষ্টের দলভুক্তা হইয়া ম্যাকরফের প্রণয়িনী হইয়াছে। তাহার রূপের আলোয় তোমাকে মুগ্ধ করিয়া তোমার দ্বারায় এই কাজটি করাইয়া লইল। তোমার পাশ, তোমার সুপারিশের পত্রের সাহায্যে ইহারা অনেক সুবিধা করিয়া লইয়াছে, সেই সুবিধার ফলে তিনশত কুড়িজন নিরীহ রুষ নরনারী প্রাণ হারাইল, রুষ সেনাপতি আইভ্যানোভিচ সতের জন অনুচর সহ প্রাণ হারাইলেন। নিহিলিষ্টদের প্রভাব এখন আগামী পাঁচ ছয় বৎসর অপ্রতিহত হইয়া রহিল। এ কাজ তোমারও নহে আমারও নহে। এসিয়াবাসী হিন্দু-মুসলমান এমন কাজ করিতে পারে না।"

সুকুমার। ব্যাপারখানা কি হইল আমি এখনও কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

সেনুমী। শুনিবে? তবে শুন। ঐ সাঁকোটার নীচে একটা উৎকট বিস্ফোরক পদার্থ রাখা হইয়াছিল। রুষের গোয়েন্দা বিভাগ খবরটুকু জানিতে পারিয়া তাহা সরাইবার চেষ্টা করে। নিহিলিষ্টগণ সে খবর পাইয়া তোমার সাহায্যে আর এক চাল চালিল। তুমি যখন ট্রেণ দেখিতেছিলে, তখন এই ম্যাকারফ তোমার সহচর রূপে এঞ্জিনের মধ্যে এমন একটা কল বসাইয়া দে[illegible] যে তাহা আড়াই ঘণ্টার পর ফুটিয়া উঠিবে এবং তাহার [illegible] পিছনদিকে হইবে। ট্রেণ সাঁকোর উপরে আসিতে আড়াই ঘণ্টা লাগিয়াছিল। ট্রেণের পেষণে সাঁকোর বিস্ফোরক ফুটিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটিও ফাটিয়া গেল, তাহার ফলে এঞ্জিন, টেণ্ডার এবং চারিখানি

আরোহী গাড়ি এবং সেনাপতি আইভানের সেলুন গাড়ি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। আমার বিশ্বাস সেনাপতি আইভানের গাড়িতেও আর একটা যন্ত্র ছিল। এমন দুর্ঘটনা, এমন ভীষণ বেফায়দা নর-হত্যা ইদানীং রুষদেশে ঘটে নাই। বিধাতার বিধান যে তোমার আগেকার গাড়িতে কাপলিং ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তাই তোমার গাড়ি ও পিছনের আর পাঁচ খানা গাড়ি বাঁচিয়া গিয়াছে। আইমোজেনের চিন্তা ত্যাগ কর—সে রাক্ষসী।'

"চুপ! আমি মরি নাই! তবে আমার সবই গিয়াছে, বিশেষতঃ আমাকে এখন কিছুদিন সরিয়া থাকিতে হইবে। আমি তোমার চাকররূপে লণ্ডনে যাইব। আমায় আশ্রয় দাও।"

এই কথা বলিয়া কর্দ্দমাক্ত কলেবরে সেনাপতি আইভ্যান কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেনুমীদ তাহাকে দেখিয়া জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,—"ধন্য ভগবান্! তুমি বাঁচিয়া আছ! আমি তোমাকে আরব দেশের লোক সাজাইয়া দিতেছি। এইখান হইতে ওডেসা যাইব, তথা হইতে রূম নগরে যাইব এবং তুর্ক সম্রাটের রাজধানী হইতে সোজা ইংলণ্ড যাইব! এ দেশের পরিণাম অতি ভীষণ, এ দেশের লোককে অতি উৎকট প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

কর্ণাল আইভ্যান মাথা নাড়িয়া বলিলেন—নিশ্চয়।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"খ্যাঙরা নিবি গো !"

খ্যাঙ্‌রা নিবি গো ! ঝাড়ন-বাড়ন কথাশোধন, গৃহকর্ত্রীর করধৃত-কম্পিতকৃপাণ, সকল আবর্জ্জনা নিবারণ, খ্যাঙ্‌রা নিবি গো ! এ ঝাঁটা তারে আঁটা, মাঝে খিল আঁটা, খুলবে না কখনও কাঁটা— তোরা কেউ খ্যাঙ্‌রা নিবি গো !

আজব সহর কলিকাতা, ইহার অলিতে গলিতে, পথে-ঘাটে, বাটে-মাঠে, গঞ্জে-বাজারে, সর্ব্বত্র ঝাঁটা বিকায় ! খ্যাঙ্‌রারও ফিরি হইয়া থাকে ! কলির সহর কলিকাতা, ধূলির যেন সঞ্চয়-কেন্দ্র। এখানে মোটর-বাইক-অশ্বযান-গোযানের গতাগতির মুখে, অশ্বখুর-গো-খুরের আক্ষেপ বিক্ষেপের মুখে, মরুৎবেষ্টিত ঘূর্ণাবর্ত্তের চূড়ায় অহরহঃ কেবলই ধূলি উত্থিত হইতেছে। সে ধূলিরাশি, হোলির আবীর প্রক্ষেপের মত কুঞ্জে কুঞ্জে, কক্ষে কক্ষে, গৃহকুট্টিমে, প্রাঙ্গণে-চত্বরে, আস্তরণে-আবরণে, যবনিকায়-প্রবেশিকায় সর্ব্বত্র-সর্ব্বাঙ্গে নিঃশব্দে যাইয়া স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়। যখন আসিয়া বসে তখন বুঝা যায় না, পরে কচ্‌-কচ্‌, কিচ্‌-কিচ্‌ করিতে আরম্ভ করিলে অস্বস্তির অনুভূতি হয়। তখনই ঝাড়ন-বাড়নের খোঁজ পড়ে, খ্যাঙ্‌রা ট্যাঙরা অন্বেষণ হয় ; তখনই মনে হয় শতমুখীর শত সম্মার্জ্জন সঙ্ঘাত না হইলে এ কোমল-পেলব, সহসা অনুভূতির

াগম্য ধূলিস্তরকে উৎক্ষিপ্ত করা সম্ভবপর হইবে না। তাই প্রয়োজনের মুখে অমোঘ অস্ত্র যোগাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে ফিরিওয়ালী ারী পঞ্চমে সুর চড়াইয়া বিক্রয়ের আশায় শীর্ণ কণ্ঠকে স্ফীত করিয়া ারিয়া চীৎকার করে—খ্যাঙরা নিবি গো! দিবা দ্বিপ্রহরের বিবস্বান্ ার-ময়ূখ-মালায় যেন বিগলিত হেমধারায় মহানগরীকে আপ্লাবিত ারিতেছেন। বাবুর দল কাছারী গিয়াছে, দোকানদার পাটাতনে সিয়া ঝিমাইতেছে, গৃহলক্ষ্মীর দল আহারান্তে ব্যজন হস্তে মেজেয় ইয়া ছেলে ঘুম পাড়াইতেছেন ও মধ্যে মধ্যে নিজেরা ঘুমঘোরে মচেতন হইয়া তালবৃন্তের চক্রান্ত দিয়া শিশুকে আঘাত করিতেছেন, ারে শিশুর রোদনে আবার চম্‌কাইয়া উঠিতেছেন—এমন নিথর, নশ্চল, সুষুপ্তির কালে যেন শ্রান্ত বর্হীর কেকাধ্বনির মত, ফিরি-ওয়ালী হাঁকিল—খ্যাঙ্‌রা নিবি গো।

চাই বই কি! যাহারা গৃহস্থ, গৃহলক্ষ্মীকে সম্মার্জ্জিত এবং াবিত্র রাখা যাহাদের কর্ত্তব্য, তাহাদের খ্যাঙরা চাই বৈ কি? তুমি-মামি ক্ষুদ্র গৃহস্থ, আমাদের ত খ্যাঙ্‌রার প্রয়োজন আছেই। এত ড় যে ব্রিটিশ গবরমেণ্ট, ভারতশাসক-সম্প্রদায়-মণ্ডল, ইহাদেরও াাঙ্‌রার প্রয়োজন হয়। সে সব রকমের খ্যাঙ্‌রা—নারিকেল াটি, বেণার মুড়ী, খেজুরের আঁটি, তালের কাটি, খস্‌-খস্ ব্রশ—কল রকমের সম্মার্জ্জনী ভারত গবরমেণ্টের প্রয়োজন হয়। এমন কি য়ুব পাথার খ্যাঙ্‌রাও কর্ত্তারা ব্যবহার করিতে ছাড়েন না। নানা-াধ নানা উপাদানে গঠিত খ্যাঙ্‌রার নানা রকমের প্রয়োগ

আছে। বিছানা, কার্পেট, কাউচ, কেদারা, কক্ষকুট্টিম, গৃহ-প্রাঙ্গণ, জানালা খড়্‌খড়ি—সকল রকম স্থান, সকল রকম গৃহ উপাদান ঝাড়িতে হয়, তাই নানা রকমের খ্যাঙ্‌রার প্রয়োজন হয়! একটু পরিচয় দিই ঃ—

(১) মাকড়শার জাল, কুমীরকার বাসা, আওসা—ভাপ্‌সা, বিছা-পীপ্‌ড়ে প্রভৃতি ঝাড়িয়া বাহির করিতে হইলে নারিকেলের ও খেজুরের ঝাঁটার প্রয়োজন।

(২) ভারতশাসন-সংস্কার প্রস্তাব ময়ূরপাখার বাড়ন। বিছানা ঝাড়িয়া, চাদরের খিরকিচ ঝাড়িয়া মোলায়েম করিতে আর কোন বাড়নে পারে না! ময়ূর-পাখার অতি কোমলস্পর্শ, সে কোমলতার মধ্যে এমন একটু মজা আছে যে উহার সঞ্চারণে অণুবীক্ষণ বীক্ষ্য নালিকাকণাটি পর্য্যন্ত তিষ্ঠিতে পারে না। মাকড় মরে না, ধূলাও থাকে না।

(৩) সিদিশন-আইন এবং খবরের কাগজের আইন যেন বেণার ঝাঁটা। কাশ-কুসুম সংযোগে ডগাগুলি অতি কোমল, কিন্তু একটু জোরে চালাইলে ছারপোকা মরে; কক্ষ প্রাচীর-সংলগ্ন আলেখ্য সকলের পশ্চাতে সঞ্চিত সকল ভাপ্‌সা-আওসা দূর হয়। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের আলেখ্য সকল, ভারত শ[illegible]-প্রাচীরগাত্রে দোদুল্যমান রহিয়াছে। লেখক এবং বক্তা ঊর্ণনাভগণ এই সকল ছবিকে ম্লান করিতেছে। তাই এই ঝাঁটা!

বুঝিলে কি রাজনীতিক বাড়ন কেমন? ব্রিটিশরাজ মহাপ্রতাপ-

ালী কুবের সদৃশ ধনী গৃহস্থ, তাঁহার নানাবিধ খ্যাঙরাঁর প্রয়োজন ়য়। বাঙ্গালায় নারিকেলের ঝাঁটার প্রয়োজন ও প্রচলন অনাদি-ালে হইতে আছে, কারণ আমাদের ত গদী-বিছানা, কাউচ-কেদারা ়বী-দেওয়ালগিরি, ঝাড়-লাণ্ঠন নাই। আমাদের আছে নিত্য-্যামায়মান কুঞ্জে শ্যাম-শ্যামার নাট্যমন্দির পর্ণকুটীর—আর ক্বচিৎ-দাচিৎ আছে শ্বেত-মর্ম্মর-ধবলিত ঠাকুর ঘর, আর সর্ব্বত্র আছে ়ুলসীমঞ্চ, বিল্বমূল এবং বাপী-তীর্থ। এ সকল পবিত্র, সুধৌত, ়মার্জ্জিত রাখিতে হইলে চাই নারিকেল কাটির ঝাঁটা। সে ঝাঁটার াহায্যে দেবায়তন পবিত্র করিব, গোবর গঙ্গাজল গঙ্গা-মৃত্তিকার াহায্যে দেবপ্রাঙ্গণকে কীটপতঙ্গাদি হইতে রক্ষা করিব। আমাদের বট-ছায়া-সমাবৃত, বকুলবীথী-সমলঙ্কৃত আম-জাম-পনস-পরিবৃত পর্ণকুটীর মামাদের সারদা-সদন। আমাদের তুলসীমঞ্চে বিল্বমূলে ধর্ম্ম-সাধনা-ংরক্ষিত—আমাদের টলটল, ঢলঢল সরসী-সলিল-বিস্তারে মামাদের যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত ভাবরাশি ভরপূর হইয়া আছে। এই ্যানে কীটপতঙ্গের প্রাবল্য ঘটিলে নারিকেল ঝাঁটা ছাড়া অন্য কান কোমলতর খ্যাঙরার প্রয়োজন হয় না। ঐ দেখ যশোহরের ক্ত পিপীলিকা তুলসীমঞ্চের গোড়ায় গর্ত্ত করিয়া তুলসী-মূল খাইতে ়দ্যত হইয়াছে! ঐ দেখ সারদাসদনে মদ্যপ লম্পটের মতন ডেয়ো পপড়ার দল দেবতার নির্ম্মাল্যকে কাটিতেছে—দেবভোগকে ীরস করিয়া তুলিতেছে! ঐ দেখ—হেঁটমুণ্ডে নিরীক্ষণ কর, াণ্ডিতম্মন্য কুম্ভীরকা—পতঙ্গের দল বাপী-তীর্থে—পুকুরঘাটে—বাসা

করিয়া সোপান-শ্রেণী পিচ্ছিল করিয়া তুলিয়াছে; কুমীরকার বাসার উপর কাপট্যের ও শাঠ্যের, স্বার্থের ও লাম্পট্যের শৈবল আশ্রয় করিয়া, নির্ভয়ে অবতরণিকার উপর চরণ-পাতের অবসর রাখে নাই। এ সকল আবর্জ্জনা দূর করিতে হইলে সুসনদ্ধ-সুতীব্র-কাটি-পূর্ণ থ্যাঙ্‌রার প্রয়োজন। অবহেলা করিও না—উপেক্ষা করিও না—এ পাপ অচিরাৎ দূর করিতে হইবে—ডাক ডাক ফিরিওয়ালীকে ডাকিয়া আন—থ্যাঙ্‌রার বেসাতী কর!

থ্যাঙ্‌রা নিবি গো!—দেখ দেখ, কেমন শীর্ণা, নিত্য প্রায়োপ-বেশনে যেন দীর্ঘাঙ্গী, কোটরগতনয়না, ইতস্ততঃ এলায়িতকেশা, চঞ্চলা-চপলা, দ্রুতমন্থরগমনা ফিরিওয়ালী ঝাঁটাওয়ালীকে দেখ! বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিশজাতির থ্যাঙ্‌রার প্রয়োজন আছে। তাহাদের কোন নারী থ্যাঙ্‌রার ফিরি করে না, খুঁজিয়া-পাতিয়া দোকানে যাইয়া থ্যাঙ্‌রা খরিদ করিতে হয়। পরাজিত, পরাধীন, শিথিলীকৃত প্রজার জাতি আমরা, আমাদের এতই গরজ যে থ্যাঙ্‌রার ফিরি করিতে হয়। ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো ফুটিলেও সে চন্দ্রকিরণ-প্রবেশের পথে নিত্য মাকড়শার জাল তৈয়ার হয়, ঝাঁটার চোটে নিত্য লূতাতন্তুর তন্তুবিস্তারকে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে, নহিলে ইন্দুর স্মেরাননের হাস্যদীপ্তি অবাধে ও অমলধারায় তোমার আমার কক্ষ কুট্টিমকে বিধৌত করিতে পারিবে না। যেমন রাজপ্রাসাদে, তেমনি ভাঙ্গা ঘরেও ঝাঁটার প্রয়োজন; ঝাঁটা না চালাইতে পারিলে যাহা চাও তাহা যে নিরাবিল অবস্থায় লাভ করিতে পারিবে না।

এইটুকু বুঝিয়াই ভারত শাসক-সম্প্রদায় ঝাঁটা ধরিয়াছেন। আর গৃহস্থ যাহারা পবিত্র অঙ্গন, পবিত্র বসন, পবিত্র ভূষণ রাখিতে চায়, তাহাদিগকেও ঝাঁটা ধরিতে হইবে। যিনি না ধরিবেন, আলস্য-বশতঃ অবসন্ন থাকিবেন, তাঁহাকে নানাবিধ বিষপূর্ণ অতি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের দংশনে অস্থির হইতে হইবে। অতএব ডাক—ডাক—যে নারী এক বোঝা খ্যাঙ্‌রা মাথায় করিয়া এবং কক্ষে ধরিয়া ফিরির হাক হাঁকিতে হাঁকিতে পথ বাহিয়া যাইতেছে, তাহাকে ডাক! এ বিষম কীটপতঙ্গের দেশে সর্ব্বদা ঝাঁটা হস্তে থাকিতেই হইবে।

খ্যাঙরা নিবি গো—আর কৃপণতা করিও না,—ঝাঁটা খরিদ কর, ব্যবহার করিতে জানিলে গৃহ কীটশূন্য হইবে।

খ্যাঙ্‌রা নিবি গো—আর শুইয়া থাকিও না—আতপতাপে ক্লিষ্ট হইয়া ঘুমাইও না! খ্যাঙ্‌রা থাকিলে মাকড়শার জালে তোমার কক্ষে বাতায়নপথ অবরুদ্ধ হইবে না,—মর্কট স্বার্থের লূতাতন্তু তোমাকে জড়াইয়া ধরিবে না।

খ্যাঙ্‌রা নিবি গো—আর ছেলে ভুলানর কাজে ব্যস্ত থাকিও না, শিশু কতক্ষণ রোদন করিতে থাকুক! তুমি ঝাড়ু খরিদ কর, নহিলে বড় বংশের বিকট অবতংসের ন্যায় শঠ-লম্পট ডেয়ো পিঁপড়া তোমার রসগোল্লার হাঁড়ি আক্রমণ করিবে। লও-লও—বাঙ্গালী—বধূ গৃহস্থ বাঙ্গালী খ্যাঙ্‌রা খরিদ কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

"বৌরে,—এইবার যা ফিরি করছে তা আমাকেই কিনতে হবে। তুই মাটী নিয়ে তুলসীমঞ্চ গড়িয়েছিস, আমি খ্যাঙ্‌রা হাতে করে সব পরিষ্কার করিব। খ্যাঙ্‌রার গুণ ত জানিস?"

সাধের বৌ। নে রঙ্গ রাখ্‌। কিন্তু যা বলেছিস ভাই, খ্যাঙ্‌রা মেয়ে মানুষের হাতেরই অস্ত্র। হাতে থাকলে সব দিক ঠিক থাকে, হাত ছাড়া হইলেই অধিকার পরায়ত্ত হয়।

সুকু। হাপ্‌সী কি রূপসী অপরাজিতার ফুল ফুঠেছে! একে ত ঐ রূপ, তার উপর হাতে ঝাঁটা হলেই ত গিয়েছি। মরণ আর কি, আর্শিতে মুখ দেখতে পাও না?

সাধের বৌ। আর্শীখানা বিদেশে ছিল, অনেক দিন দেখতে পাইনি ভাই। এইবার কাশীতে নিয়ে গিয়ে দাঁড়া আর্শী করে রাখব। তুইও মুখ দেখবি আমিও মুখ দেখব।

সুকু। রঙ্গ রাখ্‌। ব্যাপারখানা কি বল দেখি? কিছু চিঠি পত্র পেয়েছিস? আমি ত কোনও খোঁজ খবরই পাই না। ঠাকুর বলিয়াছেন ও ভাবনা ভাবিও না, তোমার কল্যাণ হইবে। একটা বৎসর ত কাটিয়া গেল, কল্যাণ ত কিছু বুঝিলাম না। চল আমারা কাশী যাই। সেই ছুটো বুড়ীর কাছে খোকা আছে, কেমন আছে কি করিতেছে কে জানে। চল ছু'জনেই যাই।

সাধের বৌ। হাঁ তাই যেতে হবে, ঠাকুরের ইচ্ছা আর আমারও

তাই সাধ। বিধাতা পেটে ত ছেলে দিলেন না। ঐ নন্দ তোমারও ভরসা আমারও ভরসা। তোমার ভায়ার যে কাশীতে বড় চাকরী হইয়াছে। এ সকলই ঠাকুরের খেলা। দেখি কি হয়।

সুকু। আজ একটু উদাস দেখছি কেন? তুই আমার কাছে কিছু ঢাকচিস্। কি ঢাকচিস্ বল না। আমার কাছে ঢেকে কি করবি বল? আমার ভয়ও নেই ভাবনাও নেই। তবে দুঃখ এই আমার জন্য তোরা কষ্ট পাস্।

সাধের বৌ। কষ্টের বা লজ্জার কথা কিছু লুকাই নাই। কি জানি কেন আজ আমার প্রাণটা সত্যই একটু উদাস হয়ে উঠেছে। তাঁর আসিবার আর ত বেশী বিলম্ব নাই, হাওড়ায় ত গাড়ি গিয়াছে, আসিলেই সব বুঝিতে পারা যাইবে।

এমন সময়ে গড় গড় করিয়া একখানা গাড়ি বাড়ীর সম্মুখে আসিল, পিছনে আর একখানা গাড়ি, আরও একখানা গাড়ি। বহু মাল পত্র লইয়া বিজয় কুমার কলিকাতায় আসিলেন। অত্যন্ত বেলা হইয়া গিয়াছে। মাল পত্র নামান, হিসাব করিয়া রাখা, সবই তাঁহার চাকর খানসামায় করিল। তিনি স্নানাদি করিয়া আহারে বসিলেন, আহারের সময় সুকুমারীও কাছে গিয়া বসিল। সুকুমারীর দেহে একখানি লাল-পেড়ে গেরুয়া বসন, পিঠের উপর রুক্ষকেশ কোঁকড়াইয়া পড়িয়াছে, অযত্ন-সম্ভ্রস্ত কেশরাশি পিঠের উপর এলাইয়া রহিয়াছে, মণিবন্ধে দুইগাছি রুলী, গলায় একটি রুদ্রাক্ষের মালা। একটু শুষ্কমুখে শুষ্কহাসি হাসিয়া সুকুমারি বলিল—"দাদা কেমন আছ?"

বিজয়। কেন, বেশ আছিত। আমি কি রোগা হ'য়েছি? শুনেছিস্ ত আমার কাশীতে চাকরী হয়েছে? এইবার সবাই একসঙ্গে থাকব।

সুকু। সেই বেশ। এখানকার বাসা কি করবে? বিলেত থেকে কোনও খবর পেয়েছ?

বিজয়। সুকুমার এখন বিলেতে নেই। সে রুষ দেশ দেখ্‌তে গিয়েছে। এতদিনে বোধ হয় বিলেতে ফিরে এসেছে। সে আছে ভাল। আমি রুষিয়া হইতে কোনও পত্র পাই নাই। এখানকার বাসা একজনকে ভাড়া দিয়ে যাব।

সুকু। কবে কাশী যাওয়া হবে?

বিজয়। তুই একদিন ত জিরুই। তারপর বাজার কর্‌তে হবে, দেশের ঘর সংসারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, পাঁজি দেখে ভাল দিন ঠিক কর্ত্তে হবে; এখনি হট্ বল্‌লেই কি যাওয়া চলে?

সুকু। রাম বাঁচলুম! আমি একদিন কালীঘাটে যাব মনে করেছি, এর মধ্যেই সে কাজ সেরে আসতে হবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রামানন্দস্বামী কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অঘোরীবাবা-নামক একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আছেন। স্ফুট গৌরাঙ্গ দীর্ঘকায় পুরুষ, পিঙ্গলকেশনিবদ্ধজটারাশি মাথার উপর যেন সুবর্ণের ছাতা ধরিয়া আছে, পরণে একটি ছেঁড়া কম্বল মোটা দড়ী দিয়া কোমর বাঁধা, নগ্ন-পদ, নগ্ন-দেহ, ঘাড়ের উপর আর একখানা কম্বল। উভয়ে বিজয়ের বাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইলেন। অঘোরীবাবা বলিলেন—'তোমরা যা খাও আমি তাই খাইব, আমার জন্য স্বতন্ত্র পাক করিতে হইবে না, তবে প্রত্যহ কিছু মাংস হইলে ভাল হয়।' স্বামীজি সেই কথা শুনিয়া একটু মুচকাইয়া হাঁসিলেন। সুকুমারী ও হাপ্‌সী উভয়ে সন্ন্যাসীযুগলের কাছে আসিয়া গললগ্নীকৃতবাস হইয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী দুইজনই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অঘোরীবাবা। এই গৌরাঙ্গীটি সুকুমারের স্ত্রী না?

রামানন্দস্বামী। আজ্ঞে হাঁ।

অঘোরীবাবা। অপরটি, শ্যামা ঠাকরুণ, বিজয়বাবুর স্ত্রী; উভয়েই সুলক্ষণা। বিজয়বাবু এখনও দীক্ষিত হন নাই কেমন?

এমন সময়ে বিজয়কুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দণ্ডবৎ হইয়া উভয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

অঘোরীবাবা। বিজয়, তোমার সহজা এবং সহধর্ম্মিণী উভয়কেই দেখিলাম, উভয়েই অপূর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্তা।

বিজয়। কিন্তু উভয়েইত তেমন সুখী হইতে পারিল না ঠাকুর।

অঘোরীবাবা। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, কে কতটা সুখী হইয়াছে বাবা! তোমরা আজকালকার ইংরাজি-নবীস, তোমরা ভাব শূকরের জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলেই বুঝি বড় ভাগ্য হইল। পুরাণের বা ইতিহাসের কয়জন ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতী একঘেয়ে বিলাস সুখ উপভোগ করিয়া জীবন যাত্রা শেষ করিয়াছে?

বিজয়। তবে ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতীর লক্ষণ কি, মানেই বা কি?

অঘোরীবাবা। যাঁহাদের দ্বারা, যাঁহাদের জীবনগত চেষ্টায়, একটা নূতন ভাবের বিকাশ হয়, সমাজে একটা নূতন জাতির সৃষ্টি হয়, তাঁহারাই ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী। দুঃখই জীবন, সুখ জীবন নয়; দুঃখ জাগরণ, সুখ শয়ন বা সুষুপ্তি। সুতরাং যাহাদের সার্থক জীবন তাহারাই দুঃখ পাইয়াছে, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছে, ঘন ঘন বিপদের ভিতর দিয়া গিয়াছে, ভাবের জন্য সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছে। যাহারা বাঁচিতে জানে তাহারা ঘুমায় না। রামপ্রসাদের গানটা মনে আছে?

"এক ভাবীর কাছে ভাব পেয়েছি,
আর কি দুঃখের ভয় রেখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।"

যাঁহার জীবনে সুখের বা বিলাসের রজনী নাই, কেবল উপভোগের

মোহ নাই, তাঁহার জীবনই ত জীবন। যে এমন জীবন অতিবাহন করে সেই ভাগ্যধর পুরুষ। শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, শাক্যসিংহ, চৈতন্য ইহারা সবাই কেমন জাগিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন। তাই ইহারা আদর্শ পুরুষ, ভাগ্যধর পুরুষ। চক্রধর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় কিছুকাল সুখনিদ্রায় যাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই বিলাসী যাদবগণের ধ্বংশ সাধন হইয়াছিল।

তোমাদের এই এম্, এ, বি, এ, পাশ করা, ওকালতী করা, টাকা রোজগার করা, আর ডায়বিটিস্, ডিস্পেপ্সিয়া হইয়া মরিয়া যাওয়া ইহা জীবন নহে, ইহা মরণ। তোমাদের জাতির এই অতি ঘোর বিলাসের সুষুপ্তি, ও নিদ্রার ফল তোমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। যাউক্ ও সব কথা। কবে কাশীযাত্রা করিবে?

বিজয়। আর আমার ভাবনা নাই, পাঁজী পুথী দেখিতে হইবে না, আপনারা যে দিন আদেশ করিবেন সেই দিনই যাত্রা করিব। কাশী যাইয়া দীক্ষিত হইব মনে করিতেছি।

অঘোরীবাবা। বেশ বেশ, পরশু শুক্লা ত্রয়োদশী পরশুদিনই যাত্রা করা যাইবে। কাল আমরা সকলে মিলিয়া কালীঘাট দর্শনে যাইব। মায়েদের তাই ইচ্ছা, সে ইচ্ছা মা পূর্ণ করিবেন।

সুকুমারী ও হাপ্সী উভয়েই বাবাজীর কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল, কারণ উভয়েই মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল যে কালীদর্শন করিবে, অঘোরীবাবা সেই মনের কথাটী ফুটাইয়া বলিলেন। সাধের বৌ রামানন্দস্বামীর দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার

সেবা ত স্বতন্ত্র হইবে ?" রামানন্দস্বামী হাঁসিয়া বলিলেন—'আজ আর কিছু খাইব না, একটু ঘৃত ও লেবুর রস দিও, তাহাই পান করিয়া থাকিব। কাল মায়ের প্রসাদ পাইব। পরশু দিন ত যাত্রা করিতেই হইবে, সে দিনও ঘৃত পান করিয়া যাইব।' তারপর একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন—'তান্ত্রিক আমরা সবাই মা, তান্ত্রিকী সাধনা ছাড়া কলিতে অন্য সাধনা প্রশস্ত নহে, তবে আমরা গুপ্ত তান্ত্রিক, বাবাজী ব্যক্ত বীর। দেশান্তরে যাইলে আমরাও সব খাই।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিজয় কুমার সদলবলে সদ্গুরু সহিত সস্ত্রীক কালীঘাট দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কালীঘাটের ব্যক্ত পীঠ ও দেবদেবী দর্শন করিবার পর অঘোরী বাবা বলিলেন—'এ ত সব সাজান মূর্ত্তি, আর দোকানদারীর আসবাব। আসল মাকে দেখবি ত আয়'। এই বলিয়া সকলকে ডাকিয়া লইয়া শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইলেন, তারপর বলিলেন "কালীঘাটে সাতটা পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে সাতটাই সিদ্ধপীঠ। তাহার মধ্যে তিনটা এই শ্মশান ঘাটে আছে, একটার উপর মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠিত, আর একটার পার্শ্বে নকুলেশ্বরের মহাদেব প্রতিষ্ঠিত, একটা ত্রিকোণেশ্বরের মঠের কাছে আছে, একটা মায়ের কুণ্ডের পূর্ব্বপার্শ্বে লুপ্তপ্রায়। বাকী তিনটা এই

থানে লুকান আছে। এই কলিকাতা এবং কালীঘাটে এক সময়ে বড় বড় সাধকের আড্ডা ছিল। কলিকাতার অনেক স্থানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন লুকান আছে। নিমতলায় আছে, আনন্দময়ীর মন্দিরে আছে, বাগবাজারের কালীর কাছে আছে, আর একটা আজব জায়গায় আছে—৺রামকল সেনের বাটিতে, যেখানে কেশব সেন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন সেই খানে আছে। ইহা ছাড়া আর চার পাঁচটা গুপ্ত আসন আছে। এই আসনের প্রভাবেই কলিকাতার এত ঐশ্বর্য্য। এই ঐশ্বর্য্য আরও বাড়িবে, এ প্রভাব যে কতদিন থাকিবে তাহা বলিতে পারি না। দক্ষিণেশ্বর হইতে এই শ্মশান পর্য্যন্ত যে ভূমি ইহা সবটাই কালীঘাট। হিন্দীতে কালঘাট্টা বলিত, তাহা হইতে ইংরাজেরা কালকাটা করিয়াছিল, তোমাদের বাবু পণ্ডিতের দল এই কালঘাট্টা বা কালকাত্তাকে কলিকাতা করিয়া শুদ্ধ করিয়াছেন। বুঝলে মার মূর্ত্তিতে বা মন্দিরে কিছু লাগান নাই, মাহাত্ম্য স্থানেই সংলগ্ন। যে রকম মানুষ সুন্দর বন হইতে ভূকৈলাসের রাজবাটীতে আনা হইয়াছিল তেমনিই সাধক এই কলিকাতার হোগলাবনের মধ্যে অনেক লুকান ছিল। ইহা কালীর ক্ষেত্র, শ্মশানকালী এখানকার দেবতা। এখনও ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের তান্ত্রিক একবার করিয়া কালীঘাটে আসিয়া থাকেন এবং কলিকাতা প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তরে কুমারহট্ট গ্রামে (হালিসহর) রামপ্রসাদের পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্পর্শ করিয়া চলিয়া যান। সমগ্র কলিকাতাটাই শ্মশানভূমি, ইহার নীচে পোড়া কয়লা বা তোমাদের ইংরাজী

হিসাবের "কোল মাইন" আছে। মাতৃ-সাধনার ইহা একটা প্রশস্তক্ষেত্র, তীর্থভূমি দর্শন করিতে হইলে এমনি করিয়াই দর্শন করিতে হয়। একটা মজার কথা বলিব, বাঙ্গালা দেশে যে কয়টি রাজধানী পরে পরে ইতিহাসিক যুগের মধ্যে হইয়াছে সে কয়টি রাজধানীই মায়ের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গৌড়ে গৌড়েশ্বরী কমলা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, রাজমহলে অপরাজিতা মুর্শিদাবাদে কিরীটেশ্বরী, ঢাকায় ঢাকেশ্বরী এবং কলিকাতায় মা কালী। এই প্রত্যেক রাজধানীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রভাব যতদিন প্রবল ছিল ততদিন এই সকল রাজধানীও বজায় ছিল। যাই এক একটি বিগ্রহের মাহাত্ম্য লোপ পাইল আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে নগরও ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সপ্তগ্রামেও এক মহাকালী ছিলেন। যতদিন এই কালীঘাটের মহিমা থাকিবে ততদিন কলিকাতাও থাকিবে, তা' বোধ হয় আর অধিক দিন নয়। কলিকাতার অনেকগুলি আসন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল কালীঘাটই এখনও বজায় আছে। এই শ্মশানের ঘাটে স্নান কর, এইখানেই বিজয় আজ আমি তোমাকে দীক্ষিত করি। কাশী শ্মশানে যাইয়া পূর্ণাভিষেক করিব।"

রামানন্দ স্বামী আগাগোড়া চুপ করিয়া আছেন তাঁহার মুখে কথাটি নাই, তিনি কেবল দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। এইবার তিনি মুখ ফুটিয়া কথা কহিলেন—"বাবাজী তোমার দত্ত মন্ত্র ইহারা সহিতে পারিবে না, ইহা উগ্রক্ষেত্র, এখানে নয়, কাশী যাইয়া যাহা হয় করিও।"

অঘোরী বাবা হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, উহারা স্বামী স্ত্রী গৃহস্থ, তুমি কাশীতে উহাদিগকে দীক্ষিত করিও, আমি সুকুমারীকে আজ মন্ত্র সঞ্জীবনে সঞ্জীবিত করিব।"

রামানন্দ স্বামী নীরব রহিলেন।

সুকুমারী স্নান করিয়া আসিয়া আর্দ্র বস্ত্রে মুক্তকেশে নতজানু হইয়া অঘোরী বাবাকে প্রণাম করিল, তিনি সূর্য্য সাক্ষী করিয়া তাহাকে দীক্ষিত করিলেন এবং তাহার মস্তকে করস্পর্শ করিয়া তাহার দেহে আত্মশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। সুকুমারী যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার পর সবাই মায়ের পূজা শেষ করিয়া বাসায় আসিলেন, মায়ের ভোগ আসিল, সবাই আহার করিলেন, সুকুমারী কেবল বাবাজীর পাতের চারিটি অন্ন তুলিয়া লইয়া মাথায় স্পর্শ করিয়া আঁচলে বাঁধিয়া রাখিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলেই বাটী ফিরিলেন। পর দিন সাড়ে দশটার এক্সপ্রেসে কাশী যাইতে হইবে, কাজেই রাত্রি হইতেই বাঁধা ছাঁদা আরম্ভ হইল। সে রাত্রে বড় কাহারও নিদ্রা হইল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

সাড়ে দশটার ট্রেণে সবাই রওনা হইলেন। সন্ধ্যা সাতটার পর সে ট্রেণ গয়ায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সকলেই আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। বিজয় একখানা পূরা সেকেণ্ডক্লাস

গাড়ি ভাড়া করিয়াছিল এবং ব্যবস্থা করিয়াছিল যে রাত্রি তিনটার সময় মোগল সরাইএ গাড়ি পৌছিলে তাঁহাদের গাড়ি কাটিয়া কাশীর গাড়ির সহিত সংলগ্ন করিয়া দিবে এবং একেবারে বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে লইয়া যাইবে এবং সেই খানেই গাড়ি কাটিয়া রাখিবে, সকাল হইলে তাঁহারা গাড়ি হইতে নামিয়া বাসায় যাইবেন।

ইহারা সবাই গয়া ষ্টেশনে আহারাদির পর এমনি অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন যে মোগল সরাইতে কখন গাড়ি কাটিয়াছে, কখন জুড়িয়াছে, তাহার কোনও খবর টের পান নাই। একটু সকাল হইলে বিজয় উঠিয়া দেখেন উভয় কক্ষেই সবাই শুইয়া আছেন, কেবল নাই সুকুমারী এবং অঘোরী বাবা। তিনি চিন্তিত হইয়া রামানন্দ স্বামীকে ঠেলিয়া তুলিলেন। রামানন্দ সকল খবর শুনিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—'অত ভাবিও না, বোধ হয় শোণ-ক্ষেত্রে বাবাজী সশিষ্য নামিয়া পড়িয়াছেন। আর ত আমাদের কোনও অধিকার নাই। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ—পিতাপুত্র অপেক্ষা প্রবল সম্বন্ধ। আবার দিনকতক পরে তাহারা আসিবে।' সকলে উদাস ভাবে ট্রেণ হইতে নামিয়া কাশীর বাসায় যাইলেন। মায়েদের বিশেষ কিছু বলা হইল না, কেবল বলা হইল সুকুমারী গুরুর সহিত শোণ-ক্ষেত্রে স্নান করিতে গিয়াছে। সবাই কথাটা ঘাড় পাতিয়া লইল, কেবল সাধের বৌ একটু ভ্রূকুটি কুটিল করিল। সে মনে মনে বলিল—'আমিত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, তবে ইহার মধ্যে একটা রহস্য আছেই,

সে রহস্য ভেদ করিতেই হইবে। এ অঘোরী বাবাটি কে? সকল দেশের খবর রাখে, আচার ব্যবহারও তেমন ভাল নহে, মাথার জটাগুলোও যেন পরচুল জটা বলিয়া মনে হইতেছিল, লোকটা কে? স্বামীজী কি এ গুপ্ত রহস্য জানেন না? তিনি কি এ চক্রান্তের মধ্যে আছেন? সুকুমারী যুবতী, তাহাকে লইয়া গুরু এমন অদৃশ্য হয় কেন? মিন্‌সের আক্কেলটাই বা কেমন? কেউত কোনও কথা কহিল না!'—রোষে, ক্ষোভে, সাধের বৌএর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এমন সময়ে রামানন্দস্বামী সেখানে আসিয়া বলিলেন—'সুকুমারীর জন্য কাঁদছ মা? কাঁদিও না। তাহার কোনও অকল্যাণ হইবে না। আমার অজ্ঞাতে কিছু হয় নাই। আমাদের কাজ অনেক সময়ে এই রকমই হয়। সুকুমারীকে একটু নূতন করিয়া গড়িতে হইবে, তাই তাহাকে সরাইয়াছি। অঘোরীবাবা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্যই আসিয়াছিলেন। তাহারা শোণ-ক্ষেত্রে স্নান করিয়া সোজা হরিদ্বার যাইবে, হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত যাইয়া প্রয়োজন হইলে দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া এক পাহাড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে তাহাকে রাখিয়া আসা হইবে। তাহাকে এখন তোমাদের সহিত থাকিতে দেওয়া হইবে না। তাহার এবং তাহার স্বামীর কল্যাণ কামনা করিয়াই এই কাজ করা হইয়াছে।'

সাধের বৌ। কাজটা ভাল হয় নাই। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েকে, বিশেষতঃ অমন আদুরে সোহাগের মেয়েকে, অমন ভাবে পর পুরুষের

কাছে ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক হয় নাই। তাহার ছেলেকে কি বুঝাইব!

রামানন্দ। ছেলেকে কিছু বুঝাইতে হইবে না। সে ভার আমার, তাহার স্বামীর খবর ত জান না, জানিলে এত কথা কহিতে না।

সাধের বৌ। আমি নারী, নারীর মর্য্যাদা বুঝি। আমাকে পূর্ব্বাহ্নে এই সকল কথা বলিলেই ত হইত। সন্ন্যাসী হউন আর সিদ্ধ সাধকই হউন, আপনারা পুরুষ, আপনারা নারীর মর্য্যাদা কি বুঝিবেন। কাজটা যে কত হিসাবে খারাপ হইয়াছে তাহাত আমি আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না—পারিতেছি না। সুকুমারী যখন হরিদ্বারে যাইবে তখন তাহাকে নামাইয়া লইবে কে? সুকুমারী যদি পুত্রবতী না হইত তাহা হইলে আমি এত কথা বলিতাম না। এ ব্যাপারে যদি তাহার এতটুকুও কলঙ্কও রটে তাহা হইলে তাহার পুত্রের মুখ চিরদিন হেঁট হইয়া থাকিবে। আপনারা সেটুকুও ভাবেন নাই।

দৃপ্তা ফণিনীর ন্যায় এই কয়টি কথা কহিয়া সাধের বৌ সেখান হইতে চলিয়া গেল। বাহির হইয়া যাইবার মুখে বিজয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বিজয়কে দেখিয়া সাধের বৌএর রাগ যেন আরও বাড়িয়া গেল এবং তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল—"কি তোমাদের আক্কেল?"

বিজয়। আমাদের আবার আক্কেল কি? মন্ত্র নেবার সময় ত তোমাদের খুব আগ্রহ। পতি ছাড়া তোমাদের ত গুরু নাই, তবে

অন্য গুরু করিতে ছোট কেন, পতি অবর্ত্তমানে মন্ত্রই বা নাও কেন? আমি এখন কি করিব?

সাধের বৌ। মন্ত্র মানে কি এই নাকি! স্বামীজি যা বলেছেন তা শুনেছ?

বিজয়। হাঁ শুনেছি, শুনেই ত এ সব কথা বল্‌ছি। এখন আর হৈ চৈ করে প্রয়োজন নাই। ছ'কাণ হলেই কথাটা ছড়িয়ে পড়বে, বৃথা কলঙ্কের বোঝা আমাদিগকে সহিতে হইবে। অঘোরী বাবা লোকটা যে কে তা'ত জান না। ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছে, সকল দেশেই বাস করিয়াছে, উহার ক্ষমতা অসীম। আমার যেন মনে হয় সুকুমারের পরামর্শমত ও সুকুমারীকে সরাইয়াছে।

সাধের বৌ। এ আবার এক নূতন রঙ্গ। তোমরা যে যাই বল, যে যাই কর, এবার আমি আমার কর্ত্তব্য করিব, অবশ্য ব্যাপারটা গোপন করিতে হইবে, কিন্তু ইহার তদন্ত করা প্রয়োজন। এ'টুকু বুঝিয়াছি, যে অঘোরীবাবা একটা মতলব আঁটিয়াই আসিয়াছিলেন। আমাকে টানিয়া লইয়া যাইলেই ত পারিতেন। তুমি তাহা হইলে আর একটা বিবাহ করিতে, নূতন সংসার পাতাইয়া তোমার ছেলে পিলে হইত, সব বজায় থাকিত।

বিজয়। তুমি যে আমার সুরদাসের কাল কম্বল! ও যে আর কেহই লইতে চাহে না, উহাতে অন্য রঙ্‌ও চড়ে না।

দশম পরিচ্ছেদ।

হাপ্সী যখন চাটুয্যে ঘরের মেয়ে ছিল তখন মুখটি বুজিয়াই থাকিত, পটোলচেরা চোক দু'টীর দৃষ্টি মাটীতেই সংলগ্ন থাকিত, আর পাড়াশুদ্ধ লোকে বলিত এ মেয়ের বিয়ে হবে না। হাপ্সী ভাবিত—'বিয়ে না হ'লে কি এতই হেয় হইতে হয়', কিন্তু ভয়ে মনের কথা কাহাকেও বলিত না। বিজয় তাহাকে প্রথমে দেখিয়া বলিয়াছিল—"আহা খাসা মেয়েটিত।" সেই বিজয়ই তাহাকে বিবাহ করিল। হাপ্সীর আজন্মসঞ্চিত সঙ্কোচ বিজয়ের সোহাগে দূর হইল, সে সুখী হইল, বুঝিবা একটু প্রগল্‌ভাও হইল। বিবাহের পর আর সে বাপের বাড়ী যায় নাই। তাহার বাপের অবস্থা যে মন্দ ছিল তাহা নয়। তাহারা হাপ্সীর তত্ত্ব করিত, পরন্তু তাহাকে বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে নাই। হাপ্সী লেখাপড়া বেশ জানিত, হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। কেবল তাহাই নহে, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ সকল সে একরূপ কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। ভিতরে ভিতরে হাপ্সী খুব স্বাধীনা ও তেজস্বিনা, ভয় কাহাকে বলে সে তাহা জানিত না। এতদিন পরে হাপ্সী তাহার এক ভাইকে পত্র লিখিতে বসিল, অনেক চিন্তা করিয়া সে এই পত্রখানি ...বিদা করিল।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

দাদা শ্রীচরণেষু—

আমি কাশী আসিয়া তোমাদের কোনও খবর লই নাই, সত্য

কথা বলিতেকি, আমি তোমাদের কোনও খবর লইতামও না। এইবার তোমাদের আমার খবর লইতেই হইবে। তুমি একবার কাশীতে আসিতে পার? আসিলে সকল কথা বলিব। কিছু বেশী টাকা হাতে করিয়া আসিও, বড় দরকার। সাক্ষাতে অন্য সকল কথা বলিব। তোমার হাপ্‌সী বোনটির এ আবদার রক্ষা করিতে তুমি অবহেলা করিও না। নিবেদন ইতি—

শ্রীমতী হাপ্‌সী।

পত্র যথা সময়ে বরাহনগরে চট্টোপাধ্যায়দের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পত্র পাঠ করিলেন, অন্য ভাই সকলকেও ডাকাইয়া সে পত্রের মর্ম্ম শুনাইলেন। শেষে অনেক পরামর্শের পর পাঁচ হাজার টাকা সঙ্গে করিয়া রামচন্দ্র কাশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে হাপ্‌সী, ব্যাপার কি? বিজয় কি আবার বিবাহ করিবে নাকি?"

হাপ্‌সী হাসিয়া বলিল,—"আপাততঃ তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই, তবে সে পথ পরিষ্কার আমাকেই করিতে হইবে"। এই বলিয়া হাপ্‌সী আগাগোড়া স্থকুমারীর সকল গল্পটা ভাইকে শুনাইল। রামচন্দ্র বিচক্ষণ পুরুষ। সব শুনিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'আমি কি করিতে পারি?'

সাধের বৌ। আমার রক্ষক হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। যেখানে যাইতে বলিব সেইখানে যাইতে হইবে, স্থকুমারীকে উদ্ধার করিতে হইবে। স্থকু আমার ননদ, আমার শ্বশুর কুলের

কন্যা, আমার সহোদরার বাড়া সে, আমার বিশ্বাস তাহার একটা বড় বিপদ ঘটিয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে!

রামচন্দ্র। দূর পাগলী! এত বড় ভারতবর্ষের মধ্য থেকে কোথায় তা'কে খুঁজে বাহির করিব? রামানন্দস্বামী সত্য কথা বলেছেন কিনা তাই বা কে জানে। তাহারা কোথায় নামিয়াছে তাই বা কে বলিবে। তাহার উপর অঘোরী বাবা একটা প্রচণ্ড পুরুষ, তাঁহার ধনবল জনবল, দুই আছে। তিনি ইয়ুরোপীয় পোষাক পরিলে নিখুঁত সাহেব হ'ন। তিনি যে কে তা পুলিশের গুপ্তচরেরাই টের পায় না, আমরা ত কোন ছার।

হাপ্সী। তাঁহার সহিত রামানন্দের পরিচয় হইল কেমন করিয়া?

রামচন্দ্র। আমাদের দেশের এই সন্ন্যাসীর দলটা অদ্ভুত, উহাদের বুঝা যায় না। আমার মনে হয় এসিয়া ও ইয়ুরোপে সকল দেশের সন্ন্যাসীর সহিত একটা সংযোগ আছে, অঘোরী বাবার মত লোক এই সংযোগটা বজায় রাখেন। উনি জানেন না এমন ভাষা নাই এবং সকল দেশের ভাষা সেই দেশের মানুষের মত বলিতে পারেন। তাঁহার পাল্লা হইতে তুমি সুকুমারীকে উদ্ধার করিবে! হয়ত অঘোরী বাবা সুকুমারীকে সঙ্গে করিয়া বিলাতই লইয়া যাইতে পারেন।

হাপ্সী। ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত দেখা ভাল না কি? তাহার পর কি জানি, কেন আমার মনটা বড় উড় উড় করছে। অনবরত

কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু পারি আর না পারি একবার ঘুরিয়া দেখিব।

রামচন্দ্র। তোমার স্বামী কি বলিবেন? তাঁহার অনুমতি ব্যতীত ত তোমাকে আমি লইয়া যাইতে পারি না।

এই সময় বিজয় আসিয়া কথার পৃষ্ঠে কথা কহিয়া বলিল—"স্বামি-নামক পুরুষের অনুমতি আছে। আমি রামানন্দ স্বামীর দাসানুদাস। তিনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। সুকুমারী আমার ভগিনী, তাহাকে উদ্ধার করা আমারই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমারও বিশ্বাস, সে ভাল আশ্রয় পাইয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহার কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না।

হাপ্সী। আমার ভক্তি কতকটা উড়িয়াছে। এমন গোপন ভাবে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল কেন? তুমি বা আমাকে পাল্টা চাপ দিলে কেন?

বিজয়। আমি রামানন্দস্বামীর কাছে সকল কথা শুনিয়াছি—সে সব কথা এখন তোমাকে বলিব না। তোমার মন খারাপ হইয়া থাকে, তুমি এক চক্কর ঘুরিয়া আসিতে পার। আমি নূতন চাকরীতে বাহাল হইয়াছি, আমি এখন কাশী ছাড়িতে পারিব না। বিশেষ নন্দর লেখা পড়ার ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইবে।

রামচন্দ্র। আমি কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তোমরা যেন সবাই একটা প্রভাবের দ্বারায় আবিষ্ট হইয়াছ। হাপ্সী যেন

সে প্রভাবের হস্ত এড়াইয়াছে। আমি সন্ন্যাসী ফকিরের একটু পরিচয় রাখি। অনেক তীর্থে ঘুরিয়াছি, অনেক আখড়ায় নিশা-যাপন করিয়াছি। আমার এখন মনে হইতেছে এই প্রভাবের গণ্ডীর বাহিরে হাপ্‌সীকে লইয়া যাইতে পারিলে তাহার একটু কল্যাণ হইবে। আমি গোড়ায় ইতস্তত করিতেছিলাম, কিন্তু বিজয়ের মুখ দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া আমার সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়াছে, আমি হাপসীকে লইয়া যাইব। মাস দুই ঘুরিয়া আবার এইখানেই আসিব। যখন যেখানে থাকিব, তোমাদের খবর দিব। তুমি মন্ত্র লইতে হয় লও, হাপ্‌সী এখন আর মন্ত্র লইবে না।

বিজয়। তা বেশ। আমার অবস্থাটি বেশ হইল, ভগিনী সুকুমারী গুরুর কাছে রহিলেন, পত্নী সহোদরের সহিত তীর্থ করিতে বাহির হইলেন। একযোড়া বুড় মা এবং একটি ভাগিনেয়কে ঘাড়ে লইয়া দেখিতেছি আমাকেই সংসারে ভূতের বোঝা বহিতে হইবে। যেখানেই যাও, যাই কর, এ রহস্য তোমরা বুঝিতে পারিবে না। শ্রদ্ধা-বুদ্ধি থাকিলে বুঝিতে, হয়ত বুঝিতে চেষ্টা করিয়া শেষে পাগল হইয়া উঠিবে। আমি নিরস্ত করিব না, কারণ তোমার ভাগ্য তোমাকে এখন সাতদিকে ঘুরাইবে, আমার সাধ্য কি তাহা রোধ করি।

হাপ্‌সী। শাস্ত্রে পড়িয়াছি—পতিই নারীর দেবতা, পতিই গুরু, পতিই বন্ধু! গুরু বা দেবতা হইলে না, বন্ধু হইয়াছিলে। আমি যে কেন এত চঞ্চল হইয়াছি তাহাত বুঝিতে পারিলে না,

বুঝাইবারও নহে। সুকুমারী যদি এ'খানে সন্ন্যাসিনী হইয়া থাকিত তাহা হইলে আমার কোনও কথা ছিল না, বাস্তবিকই সে ত ভৈরবীর মত দিনযাপন করিতেছিল। এখন আমার ভয় হইয়াছে যে তাহাকে অন্য রকম ভৈরবী না ধরে।

"আমি তোমাদের সব কথা শুনিয়াছি। আমি কাপট্য বা শাঠ্য কিছু করি নাই"—এই কথা বলিতে বলিতে রামানন্দস্বামী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "তোমার পিছনে মা ভৈরব লাগিয়াছে, তুমি ঘুরিয়া আইস। আশীর্ব্বাদ করি তোমার যেন কোনও অমঙ্গল না হয়। তুমি যে ভয় করিতেছ সে শঙ্কা নাই। সুকুমার যেমন গড়িয়া উঠিতেছে সুকুমারীকে তেমনি গড়িয়া তুলিতে হইবে। এমন দিন আসিতেছে যখন ইয়ুরোপটা বাঙ্গালীর পক্ষে এপাড়া ওপাড়া হইয়া পড়িবে। তখন বাঙ্গালী নারী তোমরা, তোমাদিগকে একটু বদলাইতে হইবে। তুমি যে শিক্ষায় শিক্ষিত তাহারও একটু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, নহিলে স্বামি-স্ত্রীতে খাপ্ খাইবে না, দোটানায় পড়িয়া বাঙ্গালার সমাজ ছাই হইয়া যাইবে। শ্রীগুরুর আদেশ, আর আমি নিজে বাঙ্গালী, তাই একযোড়া আদর্শ নরনারী গড়িয়া বাঙ্গলার সমাজে ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমরা সেই কাজেই ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি সেই কাজে ব্যাঘাত দিবে মা! সে ব্যাঘাতে কোনও ফল দেখিবে না। তুমি চলিয়া গেলে, যদি প্রয়োজন হয়, আমি বিজয়কে আবার দার-পরিগ্রহ করিতে অনুমতি করিব।"

হাপ্সী। সে ভয় আমার নাই। সতীনের ভয় আমি করি

না। জানি না কে যেন অনবরত আমার কাণের কাছে বলিতেছে—যাও যাও স্নুকুর তল্লাস কর। সে তোমার জন্য আকুল হইয়া আছে। এ আকাশবাণী আমি অবহেলা করিতে পারিব না। আমি যাইবই—যা জানেন বিধাতা!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভগিনী অপরাজিতা বা হাপ্‌সীকে সঙ্গে লইয়া কাশী ত্যাগ করিলেন। পথে নৈমিষারণ্য ও অযোধ্যা দর্শন করিয়া সোজা মায়াপুরী বা হরিদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। হরিদ্বারে তীর্থের সকল কাজ শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া ভাই-ভগিনী বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণ উভয়ে নির্ব্বাক্ থাকিয়া রামচন্দ্র বলিলেন—"যাবে? চল—কেদারনাথ বদরীনাথ পর্য্যন্ত যাইতেছি, কিন্তু এদেশে তাহারা নাই। আমার মন বলিতেছে তাহারা উত্তরাবর্ত্তে নাই, আছে সুদূর দক্ষিণে, অথবা দুর্ভেদ্য কাশ্মীর রাজ্যে।

হাপ্‌সী। যে থানেই থা'ক্ আমরা সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইব। আপাততঃ উত্তরাখণ্ডের তীর্থগুলি ত শেষ করি, তারপর যাহা হয় করা যাইবে।

রামচন্দ্র। কালই আমরা হৃষীকেশ দেখিয়া কেদারনাথের পথে যাইব, লোক ও ডাণ্ডী সবই ঠিক করিয়াছি। আমার এ সব তীর্থ হয় নাই, তোমার ঝোঁকে হইয়া গেল। কিন্তু ব্যাপারটা এখনও কিছুই

বুঝিতে পারিলাম না। একটা ছোক্‌রা সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গ লইয়াছে। লোকটা বড় শান্ত এবং সদাচারী, আমার সন্দেহ হয়, অঘোরীবাবার চর নহে ত ?

হাপ্‌সী। হলেই বা কচ্ছি কি ? এখন ত জয় কেদারনাথ বলিয়া আগাইয়া যাওয়া যা'ক্।

রামচন্দ্র। আমিই বা কতদিন এইভাবে তোমার সঙ্গে থাকিব ? দুই মাসের অধিক পারিব না। দশ বার দিন কাটিয়া গেল, বিজয়েরও কোনও খবর পাইলাম না, কিছু ত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, প্রহেলিকা যে ক্রমে গাঢ়তর হইতেছে।

এমন সময়ে বাহিরে একটা কি গোল হইল। একজন সন্ন্যাসী ভিতরে আসিতে চাহিতেছেন, কে তাহাকে নিবারণ করিতেছে, তাহা লইয়াই বচসা চলিতেছে। যাহা হউক নবাগত শেষে ভিতরে আসিলেন, আসিয়াই বলিলেন—'তোমরা হৃষীকেশ ও দেব-প্রয়াগ দেখিয়া কেদারনাথ যাইবে ? চল না গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর পথে যাই। কে জানে সে পথে যদি হারানিধি মিলে !'

রামচন্দ্র। তুমি কে বাবা ? আমি যে ক্রমে বিহ্বল হইয়া উঠিলাম। এতবার তীর্থ করিয়াছি, এমন পাল্লায় ত কখনও পড়ি নাই, এমন অপূর্ব্ব অনুপম সন্ন্যাসীর দল ত কখনও দেখি নাই !

নবাগত। চক্রে পা' দিয়েছ বাবা, একটু চক্কর খাইবে না ! বাঙ্গালার জন্য নূতন গড়ন হইতেছে, তুমি সেই কারখানার ভিতর যাইতে চাও, গোলে ঠেকিবেই ত।

রামচন্দ্র। ভেবে চিন্তে আর কাজ নাই, চল বোন্, যেখানে বিধাতা টানিয়া লইয়া যান সেইখানেই যাই। বাঙ্গলার গড়ন কি বাবা?

নবাগত। বাঙ্গালায় অনেক সন্ন্যাসী গিয়াছেন, সবাই স্ব স্ব পদ্ধতিক্রমে শিষ্য সংগ্রহ করিতেছেন। বাঙ্গালাকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে—বাঙ্গালার বড় বড় এম্, এ, বি, এ, পাশ ইংরাজি নবীশ এইবার সন্ন্যাসীর শিষ্য হইবেন, বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজের যে বিন্যাস ছিল তাহা বদলাইয়া যাইবে, দুই একটি ভাল বাঙ্গালীকে আমরা মোহন্তও করিব। ওসব এখন বুঝিতে পারিবে না। চল হৃষীকেশ, হিমালয়ের পবিত্র হাওয়ায় যদি বুদ্ধি ফুটে।

রামচন্দ্র নীরবে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পরদিন যানাদি প্রস্তুত করিয়া তাহারা হৃষীকেশের পথে চলিলেন, সঙ্গে একটি দুইটি করিয়া অনেকগুলি সন্ন্যাসী যুটিয়া গেল। কেহ গান করে, কেহ স্তব পড়ে, কেহ নাচে—এক এক জন এক এক রকমের, এক এক ঢংএর। রামচন্দ্র ভাবিলেন দূর হউক টাকা গুলাও কাঁমড়াইতেছে, এসঙ্গে আনন্দও মন্দ নহে। যা থাকে ভাগ্যে, এই আমোদ করিতে করিতে পাহাড়ে উঠা যাউক।

বেলা দশটার মধ্যে হৃষীকেশে পৌছিয়া তাহারা ধর্ম্মশালার আশ্রয় লইলেন। তীর্থের সকল কার্য্য শেষ করিয়া আহারাদি পরিসমাপ্ত করিয়া রামচন্দ্র বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দলের একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বলিল—'বাবু একটি লোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, আসিতে দিব কি?'

রামচন্দ্র। আমার আবার এমন কি দরবার যে আসিতে দিবে না? আসুক না। বলিতে না বলিতে একটি লোক আসিয়া একতাড়া চিঠি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। রামচন্দ্র একে একে সব চিঠিগুলি পড়িয়া দেখিলেন তাহার মধ্যে দুইখানি চিঠি বাটী হইতে আসিয়াছে—দেশের অনেক বৈষয়িক গণ্ডগোলের কথা তাহাতে আছে, আর বাকি দুই খানির এক খানি বিজয়ের নিকট হইতে আসিয়াছে—তাহাতে লেখা আছে, চিন্তা করিও না, সুকুমারীর খবর পাওয়া গিয়াছে, সুকুমারেরও চিঠি আসিয়াছে। ইচ্ছা হয় তোমরা আসিতে পার। হাপ্সী এই সব চিঠির কথা শুনিয়া বলিল, দাদা সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছি তীর্থগুলি না দেখিয়া বাড়ী যাইব? আমার সে টানটা এখনও যায় নাই, তোমার গিয়াছে কি?

রামচন্দ্র। উহুঁ! বিশেষ বিজয় কোনও খবর দেয় নাই, সুকুমারী কোথায় আছে—কেমন আছে, তাহার কোনও বিবরণই লেখে নাই। দেশের ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে তাহা ঘটিতই, দেখি না ভায়ারা কি করেন। চল যেখানে দু'চক্ষু যায় সেই দিকেই যাই; আর এই সন্ন্যাসীদের সঙ্গও বেশ মিষ্ট লাগিতেছে। এই সময়ে একজন সন্ন্যাসী বলিল—আরও মিষ্ট লাগিবে, এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় যে কি তা' ত তোমরা এখনও বুঝিলে না। যুগে যুগে ইহাদের সাহায্যে ভারতবর্ষের নূতন গড়ন হইয়াছে। এই সন্ন্যাসীর মধ্যে অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব লোক অনেক আছে। ইহাদের মধ্যে জাতি বিচার নাই, ধর্ম্ম বিচার নাই, ইহারা জগতের সনাতন সাধক। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের গড়নের

উপর এসিয়ার ও ইয়ুরোপের গড়ন নির্ভর করে। সন্ন্যাসীর মধ্যে খৃষ্টান, মুসলমান বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মাবলম্বীই আছে, সাধনার ক্ষেত্রে ইহারা সব এক। গত পঞ্চাশ বৎসর তোমরা বাঙ্গালী ইংরাজী শিখিয়া সন্ন্যাসীর দলকে বর্জ্জন করিয়া ছিলে, আবার অবলম্বন করিতে হইবে। তাহারই সূচনা হইতেছে, তাই তোমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছ না। যখন ব্যাপার একটু পাকিয়া উঠিবে, তখন তোমাদের মধ্যে চিন্তাশীল মাত্রেই ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও সমাজের অবস্থা ঠিক মত বুঝিতে পারিবে। তোমার বাঙ্গালার নর ও নারী সব বদলাইতে হইবে, একেবারে বাঙ্গালাকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। সম্মুখে বড় কষ্টের, বড় দুঃখের, বড়ই যন্ত্রণার সময় আসিতেছে বটে, কিন্তু পরে তোমাদের কল্যাণ হইবে!

রামচন্দ্র। আরে মল! এই ছোঁড়াটাও যে সমাজতন্ত্রের কথা কয় দেখি! এরা সব কা'রা?

হাপসী। কাজকি আমাদের অত ভাবনা ভাবিয়া, চল না দেখি আরও কি আছে, আরও ত একটু দেখিতে পাইব। কাশীতে চিঠি লিখিয়া দাও সুকুমারীর সকল খবর আমাদের দেব-প্রয়াগের ঠিকানায় লিখিয়া পাঠায়, আমরা কেদারনাথ বদরীনাথ দর্শন করিয়া তাহার পর দেশে ফিরিব।

রামচন্দ্র। ওরে খেপী, যেরূপ ভাব ফুট্‌ছে তা'তে ত আর দেশে ফেরা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। আমি ত ক্রমে উদাস হইয়া উঠিতেছি। আমার নিজের ত ছেলে পিলে নাই, ভায়াদের আছে,

তাঁরাই ঘর সংসার করুন। আমরা এই দেখতে দেখতে, সন্ন্যাসীদের সহিত কথা কহিতে কহিতে যা হয় একটা কিছু গড়িয়া উঠিব। লোকে বলে হিমালয়ের মধ্যে অনেক লুপ্ত রত্ন লুকান আছে, দেখি না আমাদের ভাগ্যে কি রত্ন উঠে।

হাপসী। বেশ! আমি সুকুমারীর মুখ না দেখিয়া ফিরিতেছি না। দেখা যাউক বিধাতা কি করেন।

সাধের বৌ।

চতুর্থ খণ্ড।

বেদনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"বাবা আমি যাইব।"

"কোথায় যাবি?"

"কুস্তনতুনীয়া।"

"কেন?"

"আমি সেই বাঙ্গালীকে দেখিব। আমার অন্য কোনও সাধ নাই, একবার দেখিয়া আসিব।"

"এ আবার কি আবদার! আচ্ছা চল্। তোর মা তোকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছে, আমি তোর মনে বেদনা দিতে পারিব না।"

পিতা পুত্রীতে এই কথা হইল। কথার পর উভয়ে উষ্ট্রারোহন করিলেন এবং আলেক্‌জেন্দ্রীয়ার পথে চলিয়া গেলেন। ফেল্লা বালিকা এখন আর বালিকা নাই, এই কয় মাসেই যেন একটু শীর্ণা, একটু যেন দৃঢ়া এবং স্থিরা হইয়াছে, কিশোরী যুবতী সাজিয়াছে।

কিন্তু যৌবনের চাঞ্চল্য নাই, বিলোল-কটাক্ষ-বিক্ষেপ-পরম্পরা নাই; স্থির দৃষ্টি, ধীর পদবিক্ষেপ, অধরের উপর ওষ্ঠ সুবিন্যস্ত যেন একটা দৃঢ় সঙ্কল্প অহরহ মনে জাগিতেছে।

আলেক্জান্দ্রিয়ায় যাইয়া উভয়ে জাহাজে উঠিলেন এবং সোজা কুস্তনতুনীয়ার পথে চলিয়া গেলেন। পিতা-পুত্রীতে ইহার মধ্যে আর কোনও কথাই হয় নাই। পিতার দীপ্তিমান্ চক্ষু স্থির, তাহা হইতে আর ঝলকে ঝলকে অগ্নিজ্বালা বাহির হয় না, মুখেও কথাটি নাই, পুত্রী নিঃসংশয়, এবং আশ্বস্ত। কিসের আশ্বাস, কাহার আশ্বাস সে তাহা জানে, কিসের সংশয় কোন্ সংশয় কেনই বা দৃঢ় হইল তাহাও সেই বলিতে পারে। কাজেই কোনও পক্ষেই কথা কহিবার প্রয়োজন হয় নাই।

যথাকালে উভয়ে কনষ্টাণ্টিনোপলে যাইয়া পৌছিলেন এবং সেখানকার একটা মুসলমানী কাফিখানায় উঠিয়া বাসা লইলেন। ফেল্লা বালিকা এইবার একটা বোরখা পরিল। দুই তিন দিন বিশ্রামের পর, পিতা পুত্রীকে লইয়া একটি ইংরাজি হোটেলে যাইয়া উঠিলেন। তিনি সোজা হোটেলের একটি কক্ষে যাইয়া আঘাত করিলেন, দরজা খুলিল, পিতা পুত্রীর হাত ধরিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

"এই লও, যে তোমাকে দেখিতে চাহে, যে একবার তোমাকে দেখিয়া আবার মরুবাসিনী হইতে চাহে সেই অভাগিনী ফেল্লা তনয়াকে লও।"

"বোরখা খুলে ফেল মা, দেখিতে চাও ত খোলা চক্ষে দেখ, নয়নময় হইয়া দেখ, আমি বাহিরে যাইয়া বসিতেছি।"

এই বলিয়া দীর্ঘকায় বর্দ্দু কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সুকুমার ফেল্লা বালিকার হাত ধরিয়া তাহাকে একটা আসনের উপর বসাইল, নিজেও সম্মুখে বসিল। উভয়ে নির্ব্বাক্—ভাষা নাই যে কথা কহেন, তাই ভাব নয়নের কোণ দিয়া শত অশ্রুধারায় যেন ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল—ফেল্লা বালিকা কেবল কাঁদিল। কিছু দেখিল কি—বোধ হয় না; সুকুমারের নয়নও সিক্ত হইয়া ছিল, অত রূপ সে আর ত কখনও দেখে নাই, দেখিবার অবসরও পায় নাই—বুঝি বা দেখিতে জানিত না বলিয়াই দেখিতে পায় নাই। ভালবাসা না হইলে দেখা হয় না, ভালবাসা না হইলে দেখিতে পারা যায় না, দেখার মত দেখার সামর্থ্যও সঞ্চয় হয় না। সুকুমার নূতন দৃষ্টি পাইয়া, নূতন দেখা দেখিল! দেখিল বটে, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না।

এমন সময় সেন্তুমীদ বর্দ্দু ঘরে আসিলেন, আসিয়া বলিলেন—আমি ইহাকে হিন্দুস্থানে লইয়া যাইব। সেখানে হিন্দুস্থানের ভাষা শিখিবে, তখন তোমার সহিত কথা কহিতে পারিবে, উহার অন্য সাধ নাই। ও এমন স্থানে থাকিতে চায় যেখানে থাকিলে উহার যখন ইচ্ছা হইবে তখনই তোমায় দেখিতে পাইবে। তুমি ভালবাসিতে জানিলে আমার কন্যার এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ত ঘটিবে, আমিই বা কে আমার কন্যাই বা কে। তোমার এখনও

অনেক জিনীস বুঝিতে বাঁকি আছে, তাই এখনও সকল কথা বলিলাম না। মনে থাকে যেন রুষ দেশে আমিই তোমাকে রক্ষা করিয়াছি।

এই বলিয়া সেন্নুমীদ তাঁহার বালিকার হস্ত ধারণ করিয়া কক্ষের বহিরে চলিয়া গেলেন। সুকুমার অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোনও কথাটি কহিতে পারিল না। একে তাহার মনে একটা বিষম ওলট পালটের ঝড় বহিতেছিল, তাহার উপর এই আর একটা নূতন কাণ্ড হইয়া গেল। সুকুমারের চোখ ফাটিয়া আবার জল বাহির হইল, মনে পড়িল সুকুমারীকে—বাঙ্গলার সেই কোমল বল্লরীকে! ক্রমে একে একে জীবনের অনেক ঘটনা মনে পড়িল—নিজের শিক্ষা-দীক্ষার দর্পদম্ভের কথা মনে পড়িল—ক্ষুদ্র বাঙ্গালার ক্ষুদ্র লেখা পড়া, ক্ষুদ্র ধনসম্পত্তির দর্পদম্ভ মনে পড়িল, সেই দর্পদম্ভবশতঃ তিনি যে কত লোকের উপর কতটা নির্দ্দয় হইয়া ছিলেন তাহাও মনে পড়িল, আর সে নির্দ্দয়তার ফলে সুকুমারী কত কষ্ট পাইয়াছে ও পাইতেছে তাহাও তাহার মনে হইল, সেই দর্পদম্ভবশতঃ তিনি যে স্বেচ্ছায় জীবনটাকে শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছেন তাহাও মনে হইল। স্মৃতির উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপের বৃশ্চিকদংশনজ্বালা অনুভূত হইল, এবং সেই জ্বালা নিবারণের জন্যই দেবতা যেন তাহার চক্ষে জল দিলেন। সে বুঝিল শিখিবার অনেক আছে, বুঝিবার ও জানিবার অনেক আছে, তাহা এক জীবনে কুলায় না। সে বুঝিল সকল বিষয় শিক্ষা করিয়া জীবন প্রবাহকে প্রণালীকৃত রাখা যায় না, কারণ শিখিতে শিখিতে যে গণা দিন কয়টা ফুরাইয়া

যায়, তাই শিখিবার পূর্ব্বে বিশ্বাস করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়, যাহার যেটা গণ্ডী তাহাকে সেই গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতেই হয়। যে গণ্ডী কাটিয়া ছুটছুটি করিতে চাহে সে সুকুমারের মত বিপন্ন হয়, আর তাহাকেই বুঝাইতে হয়

কাজ হারালি কাজের গোড়া।
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া॥
তুই কাঁচমূলে কাঞ্চন বিকালি বিধির লিপি কপাল যোড়া।
হেথা সেথা বেড়াও রে মন শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া॥

কাজ হারাইতে নাই, কাজ হারাইলেই টোপা-পানার মত সংসার-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে হয়—কাজ হারাইলেই স্পর্দ্ধা আসে। স্পর্দ্ধা মানসিক ডিস্‌পেপসিয়ার নামান্তর। যে ভাগ্য বিধাতার দানকে হজম করিতে না পারে সেই অহঙ্কারে আত্মহারা হয়, আত্মহারা হইলেই সমাজ, ধর্ম্ম, দেশ, জাতি সবই ভুলিতে হয়, আত্মহারা হইলেই পাগল হইতে হয়। সুকুমার বুঝিল সে পাগল হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রুষ ভ্রমণ করিয়া, রুষের বিপ্লববাদীদের সকল সমাচার সংগ্রহ করিয়াছিল—তাহাদের রাক্ষস নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইয়াছিল। যেমনি পাইল অমনি তাঁহার কোমল ভারতীয় প্রকৃতি

বিরূপ হইল। সে বুঝিল—ইহা সাম্যবাদ নহে, ইহা বৈষম্যের নামান্তরমাত্র—বৈষম্যের কঠোর অভিব্যঞ্জনামাত্র—ইহার সাহায্যে সামাজিক দুঃখ দূর হয় না। সে বুঝিল—সন্ন্যাসই সাম্যের প্রথম স্তর, সন্ন্যাসী না হইলে সমাজে কেহ সাম্য প্রচার করিতে পারে না। সুকুমার বুঝিল তাহার ইংরাজিশিক্ষা তাহাকে জলোকায় পরিণত করিয়াছে—সে নিজের সমাজের শোণিত শোষণ করিয়া উকিলবেশে অন্যের ঘরের অর্থ নিজের ঘরে সঞ্চয় করিতেছিল। উহা উপার্জ্জন নহে দোহন মাত্র। সমাজ-শরীরে যতদিন রস থাকিবে ততদিন এ দোহন চলিবে—নিরাপদে নিরুপদ্রবে চলিবে। কিন্তু যে দিন সমাজশরীর রসশূন্য হইবে, সে দিন দোহন জনিত বেদনা সর্ব্বব্যাপী হাহাকারে পরিণত হইয়া সমাজকে বিশৃঙ্খল ও উন্মাদ করিয়া তুলিবে। সুকুমার বুঝিল ইয়ুরোপ নিজের গাভী দোহন করে না, পরের গাভী দোহন করিয়া পরের দুগ্ধ নিজের ঘরে তোলে। ইয়ুরোপের দোষ এই যে, সে যে দুগ্ধ সঞ্চয় করে সে সবটাই নিজের গৃহে রাখিতে চেষ্টা করে, অন্য দশজনকে তাহার অংশী করিতে চাহে না। ইয়ুরোপে আর পরকালের ভাবনা নাই—অদৃষ্ট বুঝে না, তাই ইয়ুরোপে এই বৈষম্যের জন্য ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ইয়ুরোপকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। নূতন আকার, নূতন প্রকার, নূতন ধর্ম্ম, নূতন সমাজ ইয়ুরোপকে দিতে হইবে, তবে ইয়ুরোপ মানুষের দেশ হইবে। এই যে নিহিলিজম, বোলসেভিজম, এনার্কিজম, এ সবই পুরাতনকে

ভাঙ্গিবার নামান্তর মাত্র। দুই হাজার বৎসরের খৃষ্টান ধর্ম্মের গাঁথনীকে কি সহজে ভাঙ্গা যায়! এ ভাঙ্গনেও একটা প্রকাণ্ড বেদনা উত্থিত হইবে, সে বেদনার জ্বালা জগন্ময় ছড়াইয়া পড়িবে—যাহারা ইয়ুরোপের আশ্রয়ে আশ্রয়ী, যাহারা ইয়ুরোপের অহঙ্কারে অহঙ্কারী তাহাদের সকলকেই ছটফট করিতে হইবে।

এইটুকু বুঝিয়া সুকুমার ভাবিতে লাগিল—'এইবার দেশে ফিরিয়া যাওয়া ভাল। পৃথিবীর যদি কোনও দেশে এই দারুণ অশান্তির শান্তি-জল থাকে তবে সে ভারতবর্ষে—ভারতের সন্ন্যাসধর্ম্মে এবং সন্ন্যাসীর কমণ্ডলুতে। কনষ্টান্টিনোপলে আসিয়া সুকুমার বুঝিল ইয়ুরোপের এই পাপের ঢেউ, বৈষম্যের বহ্নি-জ্বালা, ইসলাম সমাজকেও স্পর্শ করিয়াছে, ইসলাম সমাজকেও এজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সে বুঝিল ইয়ুরোপের কোন দেশ এ পাপমুক্ত নহে, জীবন মরণের প্রহেলিকা কেহই এখনও ভাবে নাই, বাঁচিতে হয় কেমন করিয়া তাহা ইয়ুরোপ জানে না। ইয়ুরোপ মরিতে এবং মারিতেই শিখিয়াছে। ইয়ুরোপ সেই দিন বাঁচিতে শিখিবে, যে দিন গতি ও উন্নতির বাজে কথা ভুলিয়া স্থিতির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িবে। জাঁতার যে চক্রটা ঘোরে, যাহার গতি আছে, তাহাই পেষণ করে; আর জাঁতার কীলকে গতি নাই, সে অখণ্ড দণ্ডায়মান হইয়া আছে। তাহার কোলে যাইয়া পড়িলে, তাহার তলে যাইয়া আশ্রয় লইলে, আর পেষণের ভয় থাকে না। সংসার চক্রের যিনি সনাতন পুরুষ তিনিই কীলক, সে কীলকের খোঁজ ইয়ুরোপ আর রাখে না, তাই

কেবল ঘুরিতে চায় ও ঘুরাইতে চায়, ফলে ইয়ুরোপ চূর্ণ হইবে, ছাতু হইবে, আর যাহারা ইয়ুরোপের অনুকারী তাহারাও সেই সঙ্গে চূর্ণ হইবে, ছাতু হইবে।'

সুকুমার এই সিদ্ধান্তটুকু করিয়া নিরুদ্বেগ চিত্তে ইংলণ্ডে ফিরিতেছিল, এমন সময় ফেল্লা বালা আসিয়া তাহার মনে আর একটা ঝড় তুলিয়া দিয়া গেল। যে বেদনা সুযুক্তির প্রলেপে কতকটা প্রশমিত হইয়াছিল, সে বেদনার স্থান হইতে নূতন শোণিতধারা ফাটিয়া বাহির হইল। সুকুমার অবাক্ হইয়া গেল—কথা নাই, বার্ত্তা নাই, এক রাত্রি ও একদিনের দেখা মাত্র! ধর্ম্ম, ভাষা, আচার, ব্যবহার কোন কিছুরই সাম্য নাই অথচ সেই একদিনের দেখাতেই এতটা প্রেম! আর সে প্রেমে লিপ্সা নাই—দাবী দাওয়া নাই, এ কেমন! ইহাই যদি প্রেম হয়, আর এই ফেল্লা বালিকাই যদি প্রেমের প্রতিমা হয়, তবে এ প্রেমের ফেরী করি কেমন করিয়া? সুকুমারের মনে একটা বিরাট ওলটপালট খাইল। সে ভাবিল—"কিসের জন্য বিলাতে আসিয়াছি? সুকুমারীকে বিবি সাজাইব ও নিজে সাহেব সাজিব বলিয়া! তাহাতে লাভ? সে ত থিয়েটার, অভিনয়,—এই দেখ গো আমার সুন্দরী নারী, সে বিবির মত কথা কহে, আর এই দেখ গো আমাকে, আমি কেমন নিখুঁত সাহেব,—আমার মত বাবু অভিনেতা কি আর আছে, তোমরা এমনটি পার?—এইটুকু ছাড়া ইহার মধ্যে ত আর কিছু নাই! তুষ্টি, তৃপ্তি ও শান্তি হইল জীবনের সাধ্য, তাহা ত ইহাতে নাই—এ কেবল ভাঁড়াম! আর ভাঁড়াম করি বা

কোথায় ? সেই ক্ষেত্রে ভাঁড়াম করি যে ক্ষেত্রে আমি পরাধীন, আমার চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে পরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় ! আমি যেথানে পরাধীন, আমার নারী সেথানে স্বাধীনা হইবে কেমন করিয়া ? যাহারা নারীকে ভালবাসে না, যাহারা প্রেমের পুত্তলীকে হৃদয়ের অতি গুপ্তনীড়ে সাবধানে লুকাইয়া রাথিতে জানে না, তাহারাই স্ত্রীস্বাধীনতা চায়, আঙ্‌লো ক্যাঙ্‌লা হইয়া পরের আঁস্তাকুঁড়ে গিয়া দাঁড়ায়। আমি সুকুমারীকে ভাল বাসিতাম না বলিয়াই, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জন্য উৎকট দর্প ছিল বলিয়াই, এমন কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এই ফেল্লা তনয়া ! ইহাকে লইয়া করিবই বা কি, রাথিবই বা কোথায় ? আমিইত ইহার সকল দুঃখের নিদান। ইহাই কি জীবন ?—এই ঘাত প্রতিঘাত, এই কামড়ের উপর কামড় ইহাই কি জীবন ! যাই, বিলাত যাই, বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া যাইব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুকুমার প্যারিসে একটা বড় হোটেলে বসিয়া আছে। ডাক্তার বন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

বন্ধু। ইয়ুরোপ ত ঘুরিলে, এমন দেশ নাই যেথানে যাও নাই ! সাধারণ বাঙ্গালী তোমার মত এত ঘোরে না, এতটা দুর্ঘটনার মধ্যেও পড়ে না। দেথিলে কি ?

সুকু। আমি নিজের মুখ নিজে দেখিবার জন্য একটা আর্শী খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, তাহা ইয়ুরোপের কোনও দেশেই খুঁজিয়া পাই নাই, মিশরের এক ওয়েশিসে কুড়াইয়া পাইয়াছি।

বসু। সে কি রকম কথা ?

সুকু। ইয়ুরোপে সর্ব্বত্র পশুত্ব বিরাজ করিতেছে—স্পেনে রূপ, ফ্রান্সে বিলাস, ইটালীতে চটুলতা, জার্ম্মাণীতে কঠোরতা, রুষে বিদ্বেষ, ইংলণ্ডে অর্থলিপ্সা, আর তুর্কী রাজ্যে সকলের সমবায়ে এক উৎকট ব্যাপার। সর্ব্বত্রই দোকানদারী—কেবল আদান ও প্রদান, কেবল সো-বটলের বাহার, কেবল অভিনয় ও নির্ম্মমতা। যাহা কিছু মনুষ্যত্ব তাহাও চাপা আছে, আর সে মনুষ্যত্ব উচ্চাঙ্গের নহে, তাহাতেও দর্প, অহঙ্কার বড় প্রকট। মিশরের ওয়েশিসে যে ফেল্লা বালিকাকে দেখিয়াছি, সে কি স্বচ্ছ মসৃণ কাঁচের মুকুর !—মানুষ সে মুকুরে মুখ দেখিবার অবসর পাইলে কৃতার্থ হইবে।

বসু। বাঃ! তুমি যে একেবারেই প্রেমিক হইয়া উঠিয়াছ! কে ফেল্লা বালিকা ? কোথায় ? আর তাহার সে হৃদয়-মুকুরে দেখিলেই বা কি ?

সুকু। সে বালিকা হিন্দুস্থানে গিয়াছে, তাহাকে সুকুমারীর কাছে থাকিতে বলিয়া দিয়াছি। তাহার হৃদয়-মুকুরে দেখিলাম আমি আমারই--আমি যে কতটা অপদার্থ তাহা বুঝিয়াছি। নূতন করিয়া গোড়া হইতে জীবন-রহস্যের বর্ণপরিচয় করিতে হইবে। এ জীবনে কুলাইবে কি না জানিনা, যতটুকু পারি নূতন করিয়া শিখিব ;

না শিখিতে পারি আমি যে মূর্খ এই জ্ঞান লইয়া মরিব। তুমি কে হে?

বসু। আমি কে জানিবার পূর্ব্বে সেন্নুমীদটী কে, ফেল্লা বালিকা কে, আর তুমিই বা কে, এ পরিচয় জানিয়াছ কি?

সুকু। না সত্যই আমি এখনও নিজেকে চিনিতে পারি নাই।

বসু। দেশে ফিরিয়া যাও, সব চিনিতে পারিবে। মনে রাখিও সেন্নুমীদ সোজা লোক নহেন, উঁহার ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র সমান সম্মান, ভারতেও উনি সুপরিচিত। উঁহার এই কন্যা ঔরস জাত নহে, এক মুমূর্ষু যুবতী মরিবার পূর্ব্বে এই কন্যার ভার উঁহাকে দিয়া গিয়াছে। উনি এখানে সেন্নুমীদ, ভারতে সন্ন্যাসী। উঁহাকে যেই দিন চিনিবে সেই দিন মানুষ হইবে। আমি উঁহার একজন শিষ্যমাত্র। তোমাতে বস্তু আছে, তাই তোমাকে গড়িবার জন্য ইঁহার এত চেষ্টা। আমাদের বাঙ্গলা দেশকে, ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালী জাতিকে, নূতন করিয়া গড়িবার আয়োজন হইতেছে। সে আয়োজন ব্যর্থ হইবে না। চল লণ্ডনে যাই, তোমার টার্ম্মও শেষ হইবে, আমারও চাকরী শেষ হইবে, দুইজনে একসঙ্গে দেশে ফিরিব।

সুকু। তাহাই হইবে। ওহে আমি কাল প্যারীর এক রাজপথে আইমোজেনকে দেখিয়াছি। সে যেন আমাকে চিনিতেই পারিল না। আইভানোভিচ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আজ আসিবে।

বসু। এখনও সে রাক্ষসীকে ভুলিতে পার নাই? আইভান আসুন, কিন্তু আর ওসব ব্যাপারে তুমি লিপ্ত হইও না।

সুকু। লিপ্ত ত হইবই না। কিন্তু দেখা সাক্ষাৎ করিতে দোষ কি?

কথা বলিতে না বলিতে কর্ণাল আইভান আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিপ্লববাদ সম্বন্ধে অনেক কথা কহিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ইঙ্গিত করিলেন যে তাহাকেও হয়ত ভারতবর্ষে যাইতে হইবে।

সুকুমার একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"আমি আর তোমাদের সঙ্গে লিপ্ত থাকিতে চাহি না। যে টুকু বুঝিবার তাহা বুঝিয়া লইয়াছি। পাপের প্রশমন পাপের দ্বারা হয় না—হইবার নহে। সত্য বটে আমাদের দেশের দুই একজন ইহার মোহে পড়িয়াছেন, তাহারা ইয়ুরোপের এই রাক্ষস কাণ্ড হিন্দুর দেশে আমদানী করিতে চাহেন—আমদানী করিতেছেনও; কিন্তু তাহার ফল ভাল হইবে না। তবে ইহা জানিও, ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের ভাবনা তোমারও নহে আমারও নহে, ব্রিটিশ গবরমেণ্টের নহে, সে ভাবনার ভার ভগবান সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। একটা সামাজিক ওলট পালট ঘটিবে বটে, পরন্তু এই ত্যাগী সন্ন্যাসীরাই তাহা সামলাইবেন এবং নূতন করিয়া হিন্দু সমাজকে গড়িয়া তুলিবেন। আমরা বেজায় ক্যাঙলা হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের অনেকের পক্ষে ইয়ুরোপ ও মার্কিণ দর্শন করা কর্ত্তব্য, না দেখিলে এ ক্যাঙলামটুকু দূর হইবে না। কেবল দেখিলেই যে দূর হইবে তাহা নহে, বেশ আঘাত পাইতে হইবে, চাবুকের চোটে তবে আমাদের আক্কেল হইবে। আমাদের দেশ দেখিতে চাও বটে, আমাদের দেশ দেখিতে হইলে ডুবুরী হইতে হইবে।

আমরা আমাদের নিজের জিনীস দোকান সাজাইয়া রাখি না, সো-বটল দেখাইয়া লোকের মন ভুলাইনা। আমাদিগকে ত সহজে বুঝিতে পারিবে না। যে আক্কেলটুকুর প্রয়োজন ছিল, তাহা আমার হইয়াছে, যত শীঘ্র পারি স্বদেশে চলিয়া যাইব।

কর্ণাল আইভান। আমিও তাহাই দেখিতে যাইতেছি। আমার রুষে, সাইবিরিয়ায়, তাতাবে, ক্যাস্পীয়ান হ্রদের তটভূমিতে ভারতবর্ষের অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছি। তাহাদিগকে চিনিয়া রাখিতে হইবে, চেনা বড় কঠিন। চেষ্টা করিতে দোষ কি? এই সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় আমাদের এই বিপ্লববাদের ঘোর বিরোধী। দুই তিনটী ক্ষেত্রে তাহারাই রুষ সম্রাটের জীবন রক্ষা করিয়াছে, তাই রুষ গবরমেণ্ট ইহাদের পরিচয় পাইবার জন্য আমাকে ভারতবর্ষে পাঠাইতেছেন। আমি ফার্শী জানি, সংস্কৃতও জানি, তাহার পর তোমাদের মত বন্ধু পাইলে আমার অনেক সুবিধা হইবে।

বন্ধু। বটে! তা বেশ। তবে কোন সাজে যাইবে? আমাদের মত সাহেব বাঙ্গালী হইবে?

আইভান। বোম্বাই পর্য্যন্ত এই চেহারাই থাকিবে। তা'র পর যা জানেন বাবাজী—

বন্ধু। এর মধ্যে এক বাবাজীও আছে নাকি?

আইভান। আছেন বৈকি। তিনি আমার চেয়েও ভাল রুষ ভাষা জানেন। তাহাকে তোমরাও চিনিতে পার নাই, আমিও চিনি নাই। এইবার ভারতে যাইয়া সকলেই চিনিব। তাঁহার আশ্রয়ে তোমরা

আছ বলিয়াই, তুমি সুকুমার অক্ষত দেহে রুষ দেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে, আমিও সেই ট্রেণের দুর্ঘটনায় আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছি। বাবাজী সব দেখাইবেন, সব বুঝাইবেন, আমি তাহারই সহিত তিব্বত যাত্রা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পতিহি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাৎ পত্যুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ॥

সীতার কথা অমান্য করিতে কি পারি, তাও যেমন তেমন অবস্থায় নহে, পতি বর্জ্জিতা বনবাসিনী সীতার কথা? আমি যে কার্য্যে বাহির হইয়াছি তাহা কি পতির কার্য্য নহে? আমার পতির সহোদরা, আমার শ্বশুরকুলের কন্যা, তাহারই খোঁজে বাহির হইয়াছি,—পতির কার্য্য নহে কি?

এইটুকু বলিয়া আমাদের সাধের বৌ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একপিঠ চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, আর সেই চুলের উপর কষ্টিপাথরের কমল-কলিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর এই কৃষ্ণচ্ছবি দেব-প্রয়াগে তুষার হার-ধবল গিরিগাত্রে কে যেন মসীলেপে আঁকিয়া তুলিয়াছে!

৺পূজার মহাষ্টমী, শীত পড়িয়াছে, অলকনন্দার জলস্রোত তুষার-পাতে ক্রমে যেন মন্থর হইয়া আসিতেছে, শীতের কন্‌কনানীতে,

পাহাড়ীয়ারাও কম্বল গায় মুড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের হাপসী—অপরাজিতা নীলাব্জসুন্দরী—একখানি বিলাতী ধুতী পরিয়া দেবপ্রয়াগের সঙ্গমে গঙ্গাস্নান করিয়াছে, মহাষ্টমীর ব্রতের জন্য উপবাসও করিয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর অপরাজিতার ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইলেন, বিস্ময়ের সহিত তিনি বলিলেন,—

"কে মা তুমি! তোমায় না দেখিলে, দেখার মত করিয়া না দেখিলে, দেখা হয় না, অং ্য অনাবিল সৌন্দর্য্য বিধাতা তোমার সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিয়াছেন, আর সেই অতুল সৌন্দর্য্য রাশি কৃষ্ণাবরণের যবনিকায় যেন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তুমি কি শ্যামা! নহিলে এমনটিত হয় না? আমরা বারমাস এই পাহাড়ে থাকি, ইহার শীতোষ্ণভাব আমাদের সহ্য আছে, তথাপি এবারকার এই কার্ত্তিকের শীত আমরাই সহিতে পারিতেছি না, আর তুমি অনশনে থাকিয়া বীরাষ্টমীর ব্রত করিতেছ! শ্যামা না হইলে কি এমনটি হয়?

সাধের বৌ। ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে আমি—তাহার উপর ব্রাহ্মণের ঘরের কাল মেয়ে, ওছাই রূপ ত কিছু জানি না, উপেক্ষায় অবহেলায় আমি মানুষ হইয়াছি। আমার স্বামী আমার ননদের পরামর্শে আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, নহিলে আমার পিতা বা ভ্রাতারা আমাকে এমন পাত্রে সম্প্রদান করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কাজেই দুঃখটা সহা আমার আছেই, কখনও মনে হয় না শীতকালে একখানা গরম কাপড় গায় দিয়াছি, আঁচলের খুঁটেই আমার পৌষ মাসের শীত কাটিয়াছে। তাহার উপর সুকুমারীর নিরুদ্দেশের দিন

হইতে আমার বুকের ভিতর কেমন একটা আগুন জ্বলিতেছে, সেই তাপে বাহিরের ঠাণ্ডা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।

সন্ন্যাসী। এই বিশাল ভারতবর্ষ—ইহার দুর্গম গিরিশ্রেণীর মধ্যে, বনভূমির ভিতরে, কত গুপ্ত আশ্রম যে আছে তাহা আমরাই জানি না। অঘোরী বাবা একজন মাণ্ডলিক সন্ন্যাসী, চক্রবর্ত্তী প্রভু—তাঁহার শিষ্য শাখা আশ্রয় আশ্রমেরও সংখ্যা নাই। তিনি যখন লইয়া গিয়াছেন, তখন তুমি তাহাকে কোথা হইতে খুঁজিয়া বাহির করিবে?

সাধের বৌ। তবে আমি ছুটছুটি করে মচ্ছি কেন? কি যেন একটা ভিতর হইতে প্রেরণা হইতেছে, আমি একস্থানে স্থির থাকিতে পারিতেছি না।

সন্ন্যাসী। ইহাও তাঁহার লীলা। তোমাকে দশ দেশ দেখাইয়া দশটা তীর্থ ঘুরাইয়া, গড়িয়া লইতে চাহেন, তাই বোধ হয় তোমাকে ছুটছুটি করিতে হইতেছে।

সাধের বৌ। আমার আর গড়নের বাকি কি আছে? এখন যেন মনে হইতেছে এইবার বুঝি বা পাগল হইতে হয়। আর উপরে যাইব না, এইবার নামিব। হরিদ্বারের দিকে না যাইয়া নেপালরাজ্যে যাইব, দেখি সেখানে কিছু পাই কি না।

সন্ন্যাসী নীরব রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—'তা তুমি পারিবে। আজ আর সে সব কথা থাক—শুভদিন, শুভ ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, সংযত হইয়া থাক।' এই বলিয়া সন্ন্যাসী সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

ঐ দিন সন্ধিক্ষণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সাধের বৌ এবং তাহার সহোদর উভয়েই মহন্ত মহারাজের নিকট দীক্ষিত হইলেন। পরের দিন দশমী সংস্পর্শে তাহারা উভয়ে একদল সন্ন্যাসী সহ পূর্ব্বদিকের পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন। এ পথ কেবল চড়াইএর পথ, অধিত্যকা উপত্যকা কিছুই নাই, কেবল গিরিগাত্র বহিয়া অতিবন্ধুর দুর্গম পথে চলিতে হয়। সন্ন্যাসী ছাড়া এ পথে গৃহস্থ কেহ কখনও গিয়াছে কিনা তাহা সন্ন্যাসীরাও বলিতে পারেন না।

অপরাজিতা, সাধের বৌ, সত্যই সন্ন্যাসিনী হইয়াছে—অসাধারণ কষ্ট সহিষ্ণু দেহ, তাহার উপর দৃঢ়-সঙ্কল্প-পূর্ণ হৃদয়। তাহার উত্তেজনায় ও উল্লাসে তাঁহার সহোদরও যেন অনেকটা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন। গোড়ায় যে আগ্রহের সহিত সুকুমারীর খোঁজ করিতে তিনি বাহির হইয়াছিলেন, সাধু সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া সে আগ্রহের কতকটা উপশম ঘটিলেও তিনি যেন হিমালয়ের গিরিগাত্র পরিহার করিয়া যাইতে পারিতেছেন না—কে যেন তাঁহাকে টানিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে। যে হাপ্‌সী স্বামীর তুষ্টির জন্য হেন কাজ নাই যে করে নাই, সেই হাপ্‌সী আজ স্বামীকে দূরে ফেলিয়া—এমন কি স্বামীকে অন্য পত্নী গ্রহণের অনুমতি দিয়া, ঘোর শীতকালে হিমালয়ের গিরিগাত্র বাহিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এ এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। হাপ্‌সী কাহাকেও কোনও কৈফিয়ৎ দিতে পারে না, নিজের মধ্যে যে এতটা যোগ্যতা ছিল তাহা মাঝে মাঝে বুঝিয়া বিস্মিত হয়, আবার যেন জগন্নাথের রথের টানে আকৃষ্ট হইয়া

—দুর্ব্বার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, চলিতে থাকে। হাপ্সী সতী পতিপ্রাণা, কিন্তু আজ সে ভৈরবী। তাহার আচরণ দেখিয়া সন্ন্যাসি-মণ্ডলীর অনেকেই অবাক্। একজন একদিন সহসা বলিয়াই বসিল, 'এমন অখণ্ড নির্ম্মল নীলা বাঙ্গলা দেশেও ছিল!' সে কথাটা হাপ্সীর কাণে পৌছিতেই সে হাঁসিয়া উত্তর করিল, "কিন্তু তাহা অনেকের সহ্য হইল না, তাই আজ সেই নীলাটি হিমালয়ের গাত্রে গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে।"

প্রায় পক্ষকালের চড়াই ও তরাইএর পর হাপ্সী সদল বলে নেপালরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিল এবং নেপালেরই অধিকারভুক্ত এক চটিতে যাইয়া আশ্রয় লইল। ইহা কতকটা নিম্নভূমি, সেই চটিতে রাত্রি কাটাইয়া, তাঁহারা পরদিন পরেশনাথের পথে অগ্রসর হইল। এই চটি হইতেই একটি সন্ন্যাসী ইহাদের সঙ্গ লইল। আহারের মধ্যে ত ছাতু গুড় আর ঘী। দু-পাঁচজন বাড়িলে যে বড় অধিক ব্যয় পড়ে তাহা নহে। সকলেরই সমান চাল, সমান ভঙ্গী। অম্লান মুখে একটা বড় সম্প্রদায় লইয়া হাপ্সী নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিল। নেপাল রাজ্যে তাঁহাদের আর বেশী খরচ হইল না, হিন্দু গৃহস্থেরাই তাহাদের সেবা করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই অর্দ্ধাশনে, অনশনে, চড়াই ও তরাই করিতে করিতে আসিয়াও অপরাজিতার দেহ শীর্ণ হয় নাই। সে যেন পাথরের দেহ, টসকায় না, অথচ সেই সর্ব্বাপেক্ষা সংযতা। সকলেই বলিত ইনি দেবী, ইনি শ্যামা, উহার আবার দেহের অপচয় উপচয় কি? রক্ত

মাংসের দেহ হইলে ত শুকাইবে, উহা দৈবী দেহ। এই কথাটা মুখে মুখে প্রচারিত হওয়াতে হাপ্‌সীর দলের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়াছিল, বিশেষতঃ তন্ত্রপ্রধান নেপালে তাঁহাদের সমাদরের আর অবধি ছিল না। হাপ্‌সী সন্ন্যাসীর দল লইয়া শ্যামা পূজার আগের দিন পরেশনাথে যাইয়া উপস্থিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"এসেছ মা! আমি তোমার অপেক্ষায় এইখানে বসিয়া আছি।"

এই কথা কয়টি বলিয়া অঘোরী বাবা সাধের বৌএর হাত ধরিয়া একটি আশ্রমে তাহাদের সকলকে লইয়া যাইলেন।

সাধের বৌ। সুকুমারী কোথায়? তাহাকে এমন করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন কেন?

অঘোরী বাবা। সে কাশ্মীরে আছে। তাহার স্বামী যেমনটি হইয়া আসিতেছেন তাহাকে ত তেমনটি গড়িতে হইবে। বিশেষতঃ সে অতি কোমলা, তাহাকে কোমল পথেই রাখিতে হই[illegible]। সে কমলা—তুমি যে মা আমার শ্যামা। তোমার ব্যবহারে [illegible]মি বড়ই তুষ্ট হইয়াছি, তবে ক্ষোভ এই তোমার মতন নারী আর একটি পাইলাম না। চমকাইও না, বিজয়ও এইখানেই আছে। তাহার সংসারের কার্য্য শেষ হইয়াছে। সেই বিষয়কার্য্য সম্পর্কেই নেপালে আসিয়াছিল। কাল তাহাকে পূর্ণাভিষিক্ত করিব। তুমিও তাহার

পার্শ্বে বসিবে। তোমরা দুইজনে আমার সাধ মেটাও, আদর্শ নরনারী হইয়া বাঙ্গালীকে, সমগ্র হিন্দুজাতিকে, সংযমের জীবন পালন করিতে শিখাও।

সাধের বৌ। আপনার মহিমা বুঝি না, কিন্তু এত ঘুরাইলেন কেন? আমি ত বুঝিতেছি না যে আমার মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমি ভাবিতেছি আমি সেই হাপ্ সাঁই আছি। তিনি কেমন হইয়াছেন তাহা জানি না। এটুকু লীলা না করিলেই ত হইত।

অঘোরী বাবা। পরে বুঝিবে। যেদিন বুঝিতে পারিবে সেই দিন তোমার চরিত্র ফুটিয়া উঠিবে, তোমার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইবে। তোমার স্বামী একটু বুঝিয়াছেন, চল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

এই বলিয়া উভয়ে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া দূরে স্বতন্ত্র আর একটি গৃহে যাইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন গৈরিক-বসন-পরিহিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মে আসীন, স্ফটিক ও রুদ্রাক্ষের মালায় শোভিত বিজয়কুমার ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। বাবাজী তাহার মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিতেই বিজয় চমকাইয়া উঠিয়া চোখ চাহিল। সম্মুখে অপরাজিতাকে দেখিয়া বলিল,—"এসেছ, বস; এখনও বুঝিবে না পরে বুঝাইব, তবে বাবাজীর কৃপায় অস্ত্রটি বেশ শানান হইয়াছে। ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ, বিলাস এসব তোমার মধ্যে আর নাই। এইবার উভয়ে গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতে পারিব। এতদিন যাহা করিয়াছিলে তাহা বাবুয়ানী এবং ধূলাখেলা। এইবার বিধাতার কৃপায় যদি কিছু হয়।"

সাধের বৌ

সাধের বৌ একটু সাধের হাঁসি হাসিল। এবং স্বামীর বাম পার্শ্বে যাইয়া ব্যাঘ্র চর্ম্মে আসন গ্রহণ করিল। তখন বিজয় আবার বলিলেন—"একটু প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমার মা ও সুকুমারের মা, দুই মায়েরই ৺কাশী প্রাপ্তি হইয়াছে। অন্য অশৌচ গ্রহণের প্রয়োজন নাই। তুমি ত আর মাসেক কাল আমিষ খাও নাই, আজ ক্ষৌর কার্য্য করিয়া স্নান কর, কাল আমাদের পূর্ণাভিষেক হইবে।"

এইখানে অঘোরী বাবা বলিলেন—'এইবার তোমাদের একটা কথা শুনাইয়া রাখিব। নেপাল ক্ষেত্র ছাড়া আর কোনওখানে পূর্ণাভিষেক হইবার পবিত্র আসন নাই। ইহা স্বাধীন হিন্দুরাজ্য, মুক্তির প্রথম পথ এইখানেই মক্স করিয়া রাখিতে হয়। নেপাল ও ভূটান ছাড়া এ কার্য্যের প্রশস্ত ক্ষেত্র আর ভারতবর্ষে নাই। তোমায় মা হিমালয়ের পবিত্র ক্ষেত্র দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য তোমার মনটাকে চোঁয়াইয়া পবিত্র করিয়া লওয়া। স্বাধীন দেশের হাওয়াই স্বতন্ত্র। পরে যখন সময় হইবে তোমাদিগকে একবার ভূটানে লইয়া যাইব। ক্রমে বুঝিতে পারিবে, বোধ হয় আমার আর বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না। আজ দুইজনেই সংযম করিয়া থাক, আমি পুরোহিত পাঠাইয়া দিতেছি, সে যাহা বলিবে তাহাই করিবে, কাল আসল কর্ম্ম হইবে।'

বাবাজী উঠিয়া গেলেন। অপরাজিতা সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত পটোল-চেরা চোখ দুইটিকে যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করিয়া স্বামিমুখ সন্দর্শন করিল এবং বলিল—'ভাবিয়াছিলাম ও ছাই ভালবাসাটা আমি গামছা

নেঙড়ান মতন মন হইতে নিংড়াইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু হায় রূপ! তোমাকে দেখিয়া সরযূর জলস্রোতের মত আমার হৃদয়ভরা ভালবাসা সংযমের প্রস্তররাশিকে যেন ঠেলিয়া শতমুখে বাহির হইতেছে। রূপ কি, কি জিনিষ তাহা এখনও বুঝিলাম না।

বিজয়। আমিও বুঝিলাম না, তোমার ঐ কষ্টিপাথরের মূর্ত্তিটী দেখিলে সীতাকুণ্ডের উষ্ণ প্রস্রবণের মত আমার ভালবাসা বিলাসের গন্ধকগন্ধ পূর্ণ হইয়া উষ্ণ প্রস্রবণে বাহির হয়।

অপরাজিতা হাসিয়া বলিল—যাউক সে সব কথা। মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হইলেই বিদ্যুৎ বিকাশ হয়। আমিও যেমন কাল তুমিও তেমনি ভাল, একটু রঙ্গব্যঙ্গে আলোচ্যটা ফুটিয়াছে, তাহাতে ক্ষতিই বা কি আছে। এখন বলত কোথায় ছিলে, কি করিলে, এখানেই বা কেমন করিয়া আসিলে?

বিজয়। ছিলাম কাশীতে, তা'র পর যাইলাম টিহিরীতে, তা'র পর আসিলাম নেপালে, সবই বাবাজীর লীলা। কাশীর চাকরীও তাঁহারই ইঙ্গিতে, টিহিরীর চাকরীও তাহার ইশারায়, নেপালে আগমনও তাঁহারই আদেশে। তুমি যে পথ দিয়া আসিয়াছ, তাহার অতি-উপরের পথ দিয়া আমি আসিয়াছি, আমাকে আসিতে কষ্ট পাইতে হয় নাই, উপরন্তু পথে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। অনেক কথা, অনেক উপদেশ শুনিয়াছি, আর বুঝিয়াছি সন্ন্যাসী মাত্রেই সব এক, একচক্রের দ্বারায় সকলেই শাসিত, কেবল অধিকারিভেদে, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত, কেহ বৌদ্ধ, কেহ বা শিখ।

সন্ন্যাসীর ধারা ঠিক না থাকিলে ভারতবর্ষের অধিবাসিবর্গের মধ্যে কোনও ধর্ম্মই স্থায়িভাবে প্রচলিত হইতে পারে না। স্বামী দয়ানন্দ ছিলেন বলিয়াই আজ আদিসমাজ উত্তর ভারতে এবং পাঞ্জাবে এত প্রবল। স্বামী দয়ানন্দের গুরু একজন কেন্দ্রী পুরুষ। আমাদের দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিরবলম্ব ধর্ম্ম হইয়াছে, তাই উহা টিকিল না। ব্রাহ্মদের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহারা সন্ন্যাসী গুরু পাইয়া স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন অথবা এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় করিয়া অসংখ্য নরনারীকে ধন্য করিতেছেন। রামকুমার বিদ্যারত্ন রামানন্দ স্বামী হইলেন, তাঁহার শিষ্য সামন্ত কম নহে। গোঁসাই বিজয়কৃষ্ণ সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং অসংখ্য নরনারীকে ধন্য করিতেছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরী একজন কেন্দ্রীপুরুষ। পরমহংস স্বয়ং একজন সিদ্ধ সাধক, সে প্রমাণ স্বামী বিবেকানন্দের গড়নেই প্রকটিত হইয়াছে। উহাদের দ্বারাও অনেক কাজ হইবে ও হইতেছে। স্বামী দয়ালদাস আর একজন কেন্দ্রীপুরুষ ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণানন্দের মারফত তিনি কতকটা জমী তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। এ'বার নানা লোকে নানাদিক দিয়া কাজ করিতেছে, করিবেও, সন্ন্যাসীর প্রভাব বাড়িতেছে, বাড়িবেও। উহারা সব জানে গো, সকল খবর রাখে। তোমার সম্প্রদায়ের সঙ্গে দুইজন মাণ্ডলিক আসিয়াছেন। পর্ব্বতপথে তাঁহারাই তোমাকে রক্ষা করিতেন, তাঁহারাই তোমাতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া হিমালয়ের শিখর দিয়া এতদুর আনিয়াছেন। অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে এই

সকল সিদ্ধ সাধক সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছেন, করিবেনও। জানিও রাজা রামমোহনও সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতে কাজ করিয়াছিলেন, হরিহরানন্দ স্বামী তাঁহার প্রেরক ও ধারক ছিলেন। এক এক জন এক একটা স্তরের কাজ এক এক রকমে করিয়া গিয়াছেন এবং যাইতেছেন। খণ্ড কর্ম্ম যখন শেষ হইবে, তখন অখণ্ডভাবে একটা বড় কাজ হইবে, সেই কাজের জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। সুকুমার ও সুকুমারী একদিকের কাজ করিবেন, আমরা দুইজনে অন্যদিকের কাজ করিব, আর বালক নন্দকিশোর প্রবীণ হইলে বড় কাজের অংশী হইবে। নিরাশ হইও না, আমাদের সকল কাজই বাকি রহিয়াছে। এইবার মানুষ হইয়া, মনুষ্যত্বের আস্বাদ পাইয়া, চল যাই বাঙ্গলার শ্যামল কুঞ্জে আবার বাস করি। এ নূতন জীবনে অনেক রকম দোকানদারী করিতে হইবে, অনেক ঢঙ্ অনেক ভড়ং দেখাইতে হইবে, পারিবে ত?

সাধের বৌ। পারিব যে না কি তাহাই ত ভাবিয়া পাই না। তুমি স্বামী সম্মুখে থাকিবে, গুরুদেব মাথার উপরে থাকিবেন, সন্ন্যাসীরা পরামর্শ দিবেন, পারিব না কি? পারিব সব। অপরাজিতা নাম দিয়াছ কেন?

এই বলিয়া উভয়ে সে স্থান ত্যাগ করিলেন এবং ক্ষৌরাদি কার্য্য শেষ করিয়া কুণ্ডে স্নান করিয়া, মাতৃ উদ্দেশ্যে আবার পিণ্ডোদক করিলেন এবং শুদ্ধ হইয়া ঘরে আসিলেন। সেদিন তাঁহাদের গৃহে অসংখ্য সন্ন্যাসী ভোজ হইল। অপরাজিতা স্বয়ং পরিবেশন করিয়া

শতাধিক সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন। উভয়ে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া অনাহারে থাকিয়া মহানিশায় জপ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কাল যে পূর্ণাভিষেক, তজ্জন্য প্রস্তুত ত হইতে হইবে, তাই জপমঞ্চে প্রস্তুতী আরম্ভ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্যামা পূজার সারা দিন কাটিয়া গেল। বাবাজীর সহিত বিজয় বা অপরাজিতার সাক্ষাত হইল না। সন্ধ্যার পর তিনি পাঁচজন সন্ন্যাসী সঙ্গে করিয়া বিজয়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূজার সম্ভার সকল আসিল, আর আসিলেন মৃন্ময়ী এক কালীপ্রতিমা, শিবের বাম উরুর উপর ছোট্ট একটি কালী বসিয়া আছেন। শিব সদাশিবের নাভিকমল হইতে উত্থিত শতদল পদ্মের উপর বসিয়া আছেন। সদাশিব ভোগিভোগাসনাসীন অর্থাৎ সহস্র মুখ শেষ নাগের উপর শয়ান! এ মূর্ত্তি অপরাজিতাত কখন দেখে নাই, বিজয়ও কখনও দেখে নাই। সে মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইল, ঘটস্থাপন হইল, প্রাণসঞ্চার হইল, তাহার পর একটি মহিষ আনিয়া বলিদান হইল। সেই মহিষের শোণিতে বিজয়ের ও অপরাজিতার—এই ব্রাহ্মণ দম্পতীর পূর্ণাভিষেক হইল। সপ্ততীর্থের জলের সহিত শোণিত ও কারণ বারি মিশ্রিত করিয়া ইহাদের উভয়ের মাথায় ঢালিয়া দেওয়া

হইল। তাহার পর দুইটি স্বর্ণপাত্রে অপরাজিতা তাহার বুক চিরিয়া রক্ত দিল, বিজয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া শোণিত ঢালিয়া দিল, উভয়ের সেই শোণিতে বিজয়ের টিকা হইল এবং উভয়ে আবার দীক্ষিত হইলেন। উভয়ের ভিতর দিয়া কি যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত হইল। তাহার পর উভয়ে জপে বসিলেন।

নেপালের লোকেরা, বিশেষতঃ তান্ত্রিক ও বৌদ্ধগণ, মহিষের মাংস খায়। তাহারা প্রসাদী মহিষ লইয়া গেল, মৎস্য মাংসের প্রসাদও সব লইয়া গেল। তখন সেই পাঁচজন পুরোহিত, অঘোরীবাবা এবং বিজয় এই সাত জনে অপরাজিতাকে মধ্যস্থ করিয়া মহাচক্রে বসিয়া জপ আরম্ভ করিলেন। সে জপের প্রভাবে সত্যই উভয়ের নবজীবন লাভ হইল। বুদ্ধি, মেধা, ধৃতি সব যেন খুলিয়া পরিষ্কার হইয়া উঠিল। মহানিশা অতীত হইবার পর অর্দ্ধোদয় কাল হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অঘোরীবাবা চণ্ডীপাঠ করিলেন। চণ্ডীপাঠ শেষ হইলে যখন সকলেই বাহিরে আসিলেন, তখন দেখেন সেই গৃহের চারিদিকে অসংখ্য সন্ন্যাসী করযোড়ে একপদে দাঁড়াইয়া চণ্ডীপাঠ শুনিতেছিল। বাবাজী বাহিরে আসিলেই সকলেই তাহার চরণ ধূলি গ্রহণ করিল, তিনি সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এদিকে বিজয় ও অপরাজিতা গাঁঠছড়া বাঁধিয়া যুগলে বাবাজীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাবাজী অপরাজিতার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"তুমি মা আমার বল বুদ্ধি ভরসা, নারী-শক্তি-স্বরূপিণী, তোমাদের শক্তি না পাইলে আমাদের দ্বারা কোনও কাজই হয় না।

আমি যতটুকু পারিলাম নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে তোমার গড়ন শেষ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিলাম, তোমার কর্ম্ম তুমি করিবে, আমি দূরে দাঁড়াইয়া দেখিয়া সুখী হইব। তোমরা আজই ফিরিয়া বঙ্গদেশে চলিয়া যাও, পরে সাক্ষাত হইবে, তোমাদের কোন অভাব থাকিবে না। অন্য পক্ষের কাজ সামলাইয়া আমি মাঘী পূর্ণিমার দিন ত্রিবেণীতে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বোম্বাই নগরে সমুদ্রের তটে মালাবার পর্ব্বতের গাত্রে একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গালায় সুকুমারী বসিয়া আছে। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ কতকটা পার্শীদের মেয়েদের মতন। বেশ সাজ সজ্জা, বেশ মূল্যবান্ বস্ত্রাদি-দ্বারা দেহ আবৃত, পায় মোজা, বিলাতি রকমের জুতা। সুকুমারী একখানি চেয়ারে বসিয়া পশ্চিমে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া আছে। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর সে দরিয়া বলিয়া ডাকিল অমনি একটি ক্ষীণাঙ্গী যুবতী নগ্নপদে নিঃশব্দে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবতীর দাড়িম্বের মত বর্ণ, ঘোর কৃষ্ণতার চক্ষু, তাহার উপর যেন মোটা তুলিতে আঁকা একযোড়া ভ্রূ। মুখ খানিতে কোনও খুঁত নাই, খুঁতের মধ্যে বলিতে হইলে বলিব মুখখানি যেন শীর্ণ, গণ্ডে কপোলে কণ্ঠে একটু মেদ আশ্রয় করিয়া থাকিলে হয়ত মুখখানি আরও

নিখুঁত হইত। দরিয়া আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল এবং বলিল "কেন ডাকিতেছ ?

সুকুমারী। একলাটি বসে আছি, তাই তোমায় ডাকিলাম।

দরিয়া। এখনও তাহারা ফিরিয়া আসে নাই। জাহাজ আসিয়াছে, শুনিলাম তিনিও আসিয়াছেন, কিন্তু এখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই। আচ্ছা তোমার এত উদ্বেগ কেন? যখন যাহা ঘটিবার তখন তাহাই ঘটিবে, বৃথা উদ্বেগও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া দেহ ও মনকে কষ্ট দাও কেন ?

সুকু। তোমার মত মনটি যদি পাইতাম তাহা হইলে ভাবনা ছিল কি বল। আমি এখনও তোমার মত হইতে পারি নাই, বুঝি বা পারিবও না, উহা বোধ হয় জন্মাগত। সাধনায় সব জিনিশ ত পাওয়া যায় না। কি ছিলাম কি হইলাম, কখনও সন্ন্যাসিনী—কঠোর ব্রত পরায়ণা, কখনও বা ছাত্রী—ইংরাজি ফরাসী প্রভৃতি ভাষা শিখিতে বিব্রতা, আর এখন এই সাজ। তুমি শিখিবার মধ্যে বাঙ্গলা শিখিয়াছ, আর শিখিয়াছ সেবা ধর্ম্ম। আমি শিখিবার মধ্যে লেখাপড়া শিখিয়াছি, আর শিখিয়াছি ব্রত নিয়ম উপবাস, এখন শিখিতেছি সভ্যা হইতে। কি জানি ঠাকুরের কি মতলব, তিনি আমাকে দিয়া কি করাইবেন। যাহা বলিতেছেন তাহাই ত করিতেছি।

লোক জনের গোলমাল হইল, জিনীসপত্র লইয়া অনেকগুলি মুটিয়া আসিয়া হাজির হইল এবং ক্রমে ক্রমে, সুকুমার, ডাঃ বসু,

কর্ণাল আইভান, ও আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত সেন্নুমীদ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুকুমারী সকলকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া বসাইলেন—একে একে সকলেই পরিচিত হইল। সেন্নুমীদ সুকুমারীর কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া দরিয়াকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। দরিয়া হাসিয়া বলিল,—"বাবা আমি হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গলা সব শিখিয়াছি। সেন্নুমীদ হাসিয়া তাহার মস্তকে হাত দিলেন এবং আদর করিয়া বলিলেন—'তুমি সুখে থাক'। দরিয়া মুখ অবনত করিল এবং আস্তে আস্তে বলিল—'সুখ! সুখ আবার কি? বাঁচিয়া থাকাই সুখ, সুখ আছে বলিয়াই বাঁচিয়া আছি।'

তাহার পর মুটে মজুর গাড়িওয়ালাদের বিদায় করিয়া দিয়া সকলেই স্নানশৌচাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কর্ম্মময়ী দরিয়া ছুটিয়া ভিতরে যাইয়া সকলের সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিল, আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া আসিল এবং আহারের স্থান—টেবিলটি ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া নিখুঁত ভাবে ফুলের তোড়াগুলি ও ফলমূলগুলি সাজাইয়া রাখিয়া আসিল। সর্ব্বাগ্রে সেন্নুমীদ বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি নিখুঁত ইয়ুরোপীয় পদ্ধতিক্রমে পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন। তাহার পর ডাক্তার বসু, পরে ক্রমে ক্রমে সুকুমার ও কর্ণাল আইভান উভয়ে বাহিরে আসিলেন। তখন যথারীতি পান-ভোজন হইল, ভোজনের সময়ে অর্থশূন্য অনেক কথাও হইল, শেষে সকলেই বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। কর্ণাল আইভান সর্ব্বাগ্রে কথা কহিলেন।

আইভান। এই আমার আপনাদের সহিত বিচ্ছেদ হইল। আমি আজই বোম্বে-বরোদা লাইন দিয়া দিল্লী হইয়া সোজা সিমলায় যাইব। তাহার পর সিমলার কাজ শেষ করিয়া মাসেক কাল পরে কলিকাতায় যাইয়া উপস্থিত হইব। শুনিলাম বোম্বে-বরোদার গাড়ি দুই ঘণ্টার মধ্যে ছাড়িবে, এখান হইতে ষ্টেশনও একটু দূরে বটে, কাজেই আমাকে এখনই যাইতে হইবে, বিশেষতঃ বোম্বাই নগরে কিছু খরিদও করিতে হইবে।

সুকুমার। কেন তুমি এলাহাবাদ ঘুরিয়া সিমলা যাও না, সেই কথাই ত ষ্টিমারে হইয়াছিল ?

আইভান। না, একটু তাড়া পড়িয়াছে। সিমলার ফরেণ আফিস আমায় এখান হইতে সোজা যাইতে বলিয়াছেন। জান ত আমরা মনিবের হুকুম অমান্য করিতে জানি না ?

সেনুমীদ। আমাকেও শীঘ্র অন্যদিকে যাইতে হইবে। আমি একবার নিজাম রাজ্যে হায়দ্রাবাদে যাইব। সেখানে আমাদের চেনা পরিচিত অনেকগুলি লোক আছে—আমার শিষ্যশাখাই আছে। সেখানেও আমার মাসেককাল কাটিবে, তাহার পর আমিও কলিকাতায় যাইব।

ডাঃ বসু। তা ভাগে মিলিল ভাল, আমরা দুই নর ও দুইনারী সঙ্গে করিয়া চল কলিকাতায় যাই।

সুকুমার। দূর গাধা, নারী দুইটাই যে আমার ভাগে। তুমি কেবল সঙ্গে ধামা ধরিয়া যাইবে।

ডাঃ বসু। ইংরাজি শিখিলে, বারিষ্টার হইলে, ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিলে, এখনও বাইগ্যামির লোভটা ছাড়িতে পার নাই?

সুকুমার। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথ করোমি। যে খেলা খেলাইবে সেই খেলাই খেলিব।

ডাঃ বসু। তা বটে! তবে খেলাটা কিছু মুখরোচক হইলেই চলে ভাল।

সুকুমার। মুখ থাকলে তবে ত রোচক? আমার পক্ষে সবই সমান। যদি আবার জীবনের সাধ পাইয়া লোভ বাড়ে ত বলিতে পারি না। এখন আমি সম্পূর্ণ উদাসীন, যাইবার সময় কাশীতে নামিয়া তবে কলিকাতায় যাইব। একবার ছেলেটাকে দেখিয়া যাইতে হইবে।

ডাঃ বসু। আমি কিন্তু সোজা কলিকাতা চলিয়া যাইব। আমার জগন্নাথের রথের টান ধরিয়াছে, আমি কোনও খানে থামিব না, আমারও ত সব আছে?

সুকুমার। তা বেশ! তুমি মোগল সরাই হইয়া সোজা যাইবে, আমি একবার কাশী যাইব।

সুকুমারী। আমার একটু আবদার আছে। আমি একবার ত্রিবেণী স্নান করিয়া তবে কাশী যাইব। আমিও স্নান করিব, দরিয়াও স্নান করিবে।

সুকুমার। তোমার দরিয়া আবার হিন্দু হইল কবে!

সুকুমারী। দরিয়া অহিন্দু ছিল কবে? নারীর স্বামীই ধর্ম্ম।

বিশেষ আমার সঙ্গে যখন এতদিন আছে তখন সে ত আমারই মত ব্রাহ্মণ কন্যা, আমার ভগিনী ত বটে।

এই কথা শুনিয়া সেন্নুমীদ হাসিলেন, কর্ণাল আইভানও হাসিলেন।

আইভান। বাবাজী বলিয়াছেন কেবল পৈতা ওয়ালা ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণ নহে, অন্য দেশেও ব্রাহ্মণ আছে। কেবল বাছাই করিয়া লইতে হয়।

সেন্নুমীদ। বটেই ত। ব্রাহ্মণের লক্ষণ সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া। ব্রাহ্মণ প্রসাদ ভোজী নহে, পরের নকল-নবীশ নহে, নিজের গরবে, নিজের ভাবে ব্রাহ্মণ ভোরপুর থাকে। ক্যাঙলামী ও ব্রহ্মণ্য এক সঙ্গে টিকে না। ক্যাঙলা হইলেই ব্রহ্মণ্য লোপ পায়। সুকুমার তোমার ক্যাঙলামী দূর হইয়াছে বলিয়াই তোমার ব্রহ্মণ্য ফুটিয়াছে। স্বাধীন দেশে ঘুরিয়া আসিলে, স্বাধীনতার মর্ম্মত বুঝিয়াছে। ব্রাহ্মণ ভিতরে বাহিরে স্বাধীন, কোনও কিছুরই পরাধীন নহে—কেবল চাল কলা খাইলে ও চিড়িং চড়াং মন্ত্র পড়িলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। আমার বলিয়া আমার সামগ্রীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে, যে পারে সে ব্রাহ্মণ হয়। যাহা হউক আমরা চলিলাম, তুমি সুকুমারীর সাধ পূর্ণ করিতে অবহেলা করিও না।

তাহার পর সেন্নুমীদ সুকুমারীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'আমিও তবে বিদায় হই মা। আমার দরিয়াকে তোমার কাছে রাখিয়াছি, তুমি যাহা ভাল বুঝিবে করিও। আমার এ ইংরাজি সাজ

পৌ[illegible]বার যখন আমায় দেখিবে, তখন সন্ন্যাসীর সাজেই দেখিবে। আমাদের অনেক লীলা করিতে হয়। আজ সেনুমীদ, কাল সন্ন্যাসী। এ সব কথা কলিকাতায় যাইয়া তোমায় বুঝাইয়া বলিব।

এই সময়ে কর্ণাল আইভান ও সেনুমীদ উভয়েই নিজ নিজ সামগ্রীপত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। সুকুমারী দরিয়াকে ইঙ্গিত করিয়া দিল, তাহাদেরও সামগ্রীপত্র সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্যাক হইয়া গেল। রাত্রি আটটার পর তাহারাও যাত্রা করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এলাহাবাদে আসিয়া সুকুমারী যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন এবং স্নানদান করিলেন। সুকুমার মাথা মুড়াইয়া ঠিক বিধান অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। দরিয়াও ত্রীবেণী স্নান করিল। তাহারা তিনজনে এক সন্ন্যাসীর আড্ডায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী বৈষ্ণব সাধক, ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া উহাদিগকে নিজের আশ্রমে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহারই নির্দ্দেশ অনুসারে এই তিন জনেরই সংস্কার হইল। সুকুমার নূতন করিয়া যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত ধারণ করিলেন। তাহার পর বাবাজীর আশ্রমে যাইয়া তিন জনেই প্রসাদ পাইলেন। আহারাদির পর বাবাজী তিন জনকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন—

"তোমাদিগকে বৈষ্ণবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। তোমরা এই সাধনারই অধিকারী। কঠোর নিরামিষাশী হইয়া থাকিতে হইবে। যতদূর সম্ভব আচার রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, আর নামজপ, স্নান ও দান। ইহা ছাড়া তোমাদের অন্য কর্ম্ম নাই। নাম জপের গুণে তোমার পাথর চাপা হৃদয় হইতে ভক্তির ধারা আপনিই বাহির হইবে, তোমার দেহ ও মন পবিত্র হইবে। পুত্র তোমার বেদাচার পরায়ণ হইতেছে, কারণ তাহাকে আমরা বালক কাল হইতে গড়িয়া তুলিবার অবসর পাইয়াছি। কিন্তু তোমাকে ইংরাজির শিক্ষার ও অশুচি আচারের ক্লেদ কর্দ্দম হইতে টানিয়া তুলিতে হইবে। এখানে বৈষ্ণব পন্থা ছাড়া অন্য পন্থা নাই। সত্যই বৈষ্ণব ধর্ম্ম পতিতের ধর্ম্ম, কলির ধর্ম্ম। তোমার সন্তানকে সত্য যুগের ধর্ম্ম অনুসারে গড়িবার চেষ্টা হইতেছে। বিজয় ও অপরাজিতা দ্বাপরের শক্তি ধর্ম্মের সাধনা করিতেছে। তোমাদিগকে কলির পথে চলিতে হইবে, কারণ তোমরাই মুখপাত হইয়া থাকিবে। এ বৈষ্ণব ধর্ম্মের মজা কি জান? ইহা সদ্য ফলদাতা, এক লক্ষ নাম জপ কর হাতে হাতে ফল পাইবে, তাহার উপর বৈষ্ণব ধর্ম্ম সমন্বয়ের ধর্ম্ম, এখন সমন্বয় ছাড়া গতি নাই। আমার আর কোনও কথা ফুটিয়া বলিতে হইবে না, সকল কথাই আপনা আপনি তোমাদের মাথায় ফুটিয়া উঠিবে, আমিই তোমাদের মনীষা পূরণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিব। আর দরিয়া, তোমার সুকণ্ঠ আছে, কলিজার জোর আছে, তুমি কীর্ত্তন শিক্ষা কর, কীর্ত্তনানন্দে তুমি সুখ পাইবে।

তোমার মত নারী আমরা ভারতবর্ষ খুঁজিয়া পাই নাই, তাই তোমাকে আমদানী করিতে হইয়াছে। এ চ্যাপচেবে পরাধীন দেশে একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ত খুঁজিয়া পাইবার যো নাই। বিলাতী দিয়াশালাই ছাড়া এখানে আর আগুণ নাই, তাও জলে মিয়াইয়া গিয়াছে। তাই আগুনের দেশ হইতে তোমাকে আমদানী করিয়াছি। মা! তুমি দেওয়ানা হইয়া গান গাহিয়া বেড়াইবে। তোমার গানের সুরে লোকের দেহ ও মনের বিলাসের জল শুকাইয়া যাইবে, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ।

সুকুমার সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিলেন—'আমি জানিতাম আপনারা সব এক, কিন্তু এতটা জানিতাম না। জানিতাম না যে বৈষ্ণব সাধুও এই ভাবে মহামণ্ডলের মধ্যে আছেন।' আপনি কৃপা করিয়াছেন, আমি কৃতার্থ হইয়াছি। যেন আমাদের মনে অচলা ভক্তি থাকে, ইহাই আশীর্ব্বাদ করুন। আমাকে কি কলিকাতায় যাইয়া বারিষ্টারী করিয়া খাইতে হইবে? বিষয় সম্পর্কিত পরামর্শ ও আপনি দিবেন। সে পরামর্শ আর কাহার কাছে লইব?

গুরু। হাঁ কিছুদিন তোমাকে বারিষ্টারী করিতে হইবে। আরও কিছুদিন তোমার অর্থ উপার্জ্জন করা প্রয়োজন, সেই সঙ্গে তোমার বৈষ্ণবতার বিভাও কলিকাতা সমাজে একটু ছড়াইয়া আসিতে হইবে। আদর্শ গৃহস্থ হইয়া দিন কয়েক কাটাইতে না পারিলে তোমাদের মত লোকের সন্ন্যাসেত অধিকার হয় না।

সুকু। যে আজ্ঞা। তবে আজই আমরা কাশী যাত্রা করিব?

গুরু। না। আজকের রাত্রিটা আমার এই ঝোপড়ায় কাটাইতে হইবে। ইহাই নিয়ম। সাধন ভজনের কথাওত একটু বলিয়া দিতে হইবে। আজ থাক, কাল সকালে স্নানাদির পর যাইও।

সুকু। তাহাই হইবে।

তিনজনেই সেইখানে রহিলেন। রাত্রে সাধন ভজনের অনেক কথা হইল। এমন কি দরিয়াকে গীতগোবিন্দ হইতে দশাবতারের স্তোত্রটাও শিখাইয়া দেওয়া হইল। সুকুমারীও শিখিলেন। সুকুমারীর গলা একটু মোলায়েম, দরিয়ার গলা পঞ্চমের উপর চড়িয়া যায়। বহু সন্ন্যাসী আসিয়া সে গান শুনিয়া গেলেন, উভয়কেই পদধূলি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রাতঃকালে স্নানদানাদির পর তিনজনে কাশীযাত্রা করিলেন! সুকুমার যাইবার সময় গুরুপরিত্যক্ত একপাটি খড়ম মাথায় করিয়া লইয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

"বাঃ এ কেমন বাবা! বিলাত ফের্ত্তা বারিষ্টার বাবাও আমার কপালে সন্ন্যাসী হইয়া আসিলেন!" এই কথা বলিয়া নন্দ মায়ের গলা ধরিয়া মায়ের কোলে আসিয়া বসিল। সুকুমারী বহু দিন পরে পুত্রের কপোলে ও গণ্ডে চুম্বন করিলেন, তাহার পিঠে মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকধারী নন্দ যেন

একতাল সোণার মত হইয়া আছে। তাহার কাপড় শিথিল, কোন ক্রমে ধড়া বাঁধিয়া কোমরে কাপড় রাখিয়াছে, চক্ষু চঞ্চল ও দীপ্তিপূর্ণ, অধরোষ্ঠে হাসি যেন মাখান রহিয়াছে। নন্দ ছুটিয়া গিয়া দরিয়ার কোলে বসিল এবং মাসী বলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। দরিয়া শিশুকে পাইয়া যেন গলিয়া গেল, তাহাকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল এবং যেন প্রাণ ঢালিয়া আদর করিল।

এই সময়ে সুকুমার আসিয়া বলিলেন—'স্বামীজী আসিতেছেন। আমিও প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি, সংযত হইয়াই আছি, কাল অমাবস্যা আছে, কালই মায়ের শ্রাদ্ধ করিব। হতভাগা আমি, তখন মায়ের কথা বুঝি নাই। মাকে ছাড়িয়া বিলাতে চলিয়া গেলাম, ফিরিয়া আসিয়া আর মাকে দেখিতে পাইলাম না। এ সংসারে আমিও মা ছাড়া আর কিছু জানিতাম না, সেই মায়ের শেষ কাজটা আমি করিতে পারিলাম না!' এই বলিয়া সুকুমার বালকেরমত কাঁদিয়া উঠিল।

নন্দ অবাক্ হইয়া বাপের দিকে তাকাইয়া দেখিয়া মায়ের কোলে যাইয়া বসিয়া বলিল—'হ্যাঁ মা, বাবার আবার মা ছিল না কি? বুড়ী ঠাকু'মা বাবার মা! আমার ত দুই ঠাকু'মা ছিল, কোনটা বাবার মা?

সুকুমারী। যিনি খুব ফরসা ছিলেন—যাঁর একেবারে মাথা মুড়ান ছিল, তিনিই তোমার পিতামহী। আর যিনি একটু কালও মোটা ছিলেন তিনি আমার মা।

নন্দ। দুই বুড়ী মাই পরামর্শ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল,

আর এল না। আমি স্বামীজীর কাছেই থাকি আর লেখা পড়া করি। আমি মা, ব্যাকরণ ও কোষ শেষ করিয়াছি, এইবার রামায়ণ পড়িব। তারপর স্বামীজী বলেছেন বেদান্ত পড়াইবেন।

সুকুমারী। তা বেশ, তুমি বাবা পণ্ডিত হও, বেদ বেদান্ত পড়। স্বামীজীর কাছে থাক। আমি মাঝে মাঝে আসিয়া তোমায় দেখিয়া যাইব।

নন্দ। তা' হ'বে না। আমি আর তোমায় ছাড়ব না। বাবা না হয় মাঝে মাঝে কাশীতে থাকিবেন, আমি একলা থাকতে পারব না।

সুকু। তাই হবে। আমি তোমাকে কোলে করে কাশীবাসী হয়ে থাকি।

এই সময়ে রামানন্দ স্বামী খড়ম পায় দিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন—'মায় পোয় বসিয়া যে পরামর্শ করিয়াছ সেই মতই কাজ হবে। তুমি কাশীতেই থাক, দরিয়া কলিকাতায় যাউক। বটেইত বংশের তিলক—তোমার শ্বশুরকুলের ঘৃতের প্রদীপ, উহাকে রক্ষা করা, মানুষ করিয়া তোলা, কুলবধূ তুমি, তোমারই কর্ত্তব্য। আমারও একটা বড় বোঝা ঘাড় হইতে কতকটা নামিয়া যায়।

কাশীতে দুইদিন থাকিয়া সুকুমার মাতৃশ্রাদ্ধ শেষ করিলেন, যথারীতি তীর্থ করিলেন। তীর্থের সকল কাজ সমাধা করিয়া কলিকাতা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রামানন্দ স্বামী শ্রাদ্ধাদির পরে একদিন আসিয়া বলিলেন,—

"বাবা, তোমার উপর অতি কঠোর দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে ! বৈষ্ণব-গৃহস্থ হইয়া তোমাকে তেলে জলে মিশ খাওয়াইতে হইবে—দরিয়াকে বৈষ্ণবী করিতে হইবে, সুকুমারীকে ব্রাহ্মণীর গণ্ডীতে বজায় রাখিতে হইবে। এমন উৎকট কর্ত্তব্য খুব কম গৃহস্থের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। বুঝিলেত ব্যাপারখানা কি ? এই তেলে জলে মিশান এখন সমাজের কাজ। যে মিশাইতে পারিবে সেই কেল্লা ফতে করিবে। সদ্‌গুরু পাইয়াছ, উৎকট শিক্ষাও হইয়াছে, আমরা অনবরত তোমাকে চোখে চোখে রাখিয়াছি, আশাত হয় তুমি সংসার যাত্রা সুন্দরভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। দেখ, কেবল তোমারই মত বাঙ্গালার অনেকে আড়ালে থাকিয়া অনেককে অনেক ভাবে গড়িয়া তুলিতেছে। কুম্ভকার যেমন হাঁড়ির ভিতরে নিজের হাত রাখিয়া উপরে অনবরত চটার আঘাত করে এবং মৃন্ময় হাঁড়িকে অচ্ছিদ্র করিবার চেষ্টা করে, আমরাও তেমনি অনেকের জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে রক্ষার বামহস্ত ভিতরে রাখিয়া তাহাকে সংসারের নানা নির্য্যাতনে পীড়িত করিয়া মজবুত করিবার চেষ্টা করিতেছি,। কোনটা বা ফাঁসিয়া যাইতেছে, কোনটা বা টিকিতেছে। যাহারা টিকিয়াছে তাহাদিগকে পোড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি। ভয় পাইও না, তোমার অমঙ্গল হইবে না নানাভাবে নানাদিক দিয়া আমরা তোমাকে রক্ষা করিব। সম্মুখে ভবিষ্যৎ অতি ভীষণ। বড় সাবধানে চলিতে হইবে, সামান্য একটা ভুল ভ্রান্তি করিলেও তাহার জন্য উৎকট প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সমাজটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কেমন একটা জগাখিচড়ির মত হইয়া উঠিবে, তাহার পর

আবার নূতন গড়ন হইবে। সেই নূতন গড়নের সময় তোমরা তৈয়ার থাকিলে, তোমাদের দ্বারা আমাদের অনেক কাজ হইবে। তাই তোমাদিগকে এক একটা আশ্রয় স্থানের হিসাবে, এক একটা অবলম্বনের হিসাবে, আমরা গড়িয়া তুলিতেছি। আমার কথাটি ভুলিও না। শ্রীগুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিও, তোমার মঙ্গল হইবে। সুকুমারী এখন এইখানেই থাক। তাহাকে ব্রাহ্মণ বিবি বানান গেল না। সে লীলার উপাদান নহে, সে যেমন আছে তেমনই থাকিবে। উহাতে অন্য রঙ্গ চড়িবে না। সত্যই উহার মত আর নাই, তাই উহাকে আবার একটু নাড়িয়া ঝুড়িয়া লইতে হইবে। আমার ত মনে হয়, শেষে সুকুমারীর দ্বারায়ই তোমার সকল দিক্ রক্ষা পাইবে। অমন একনিষ্ঠা ত আর নাই!

সুকুমার অবনত-মস্তকে সব শুনিলেন এবং বলিলেন—'আমার নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। আপনারা যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। আমি এখন শুধু কাজ করিয়া যাইব, এখন আমার পক্ষে বিচারের সময় নহে। কর্ম্মের দ্বারায় যে বুদ্ধি ফুটিবে, সেই বুদ্ধির সাহায্যে পরে বিচার ও আলোচনা করা যাইবে। এখন আপনারাই আমার দেবতা, আমার ইহকালের সর্ব্বস্ব। যে খেলা খেলিতে বলিবেন, আমি কলিকাতায় যাইয়া সেই খেলাই খেলিব।' এই বলিয়া তিনি রামানন্দ স্বামীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

পরদিন দরিয়াকে সঙ্গে করিয়া সুকুমার কলিকাত যাত্রা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

হাপ্সী। সুকুমার কালকে আসছে ?

বিজয়। হাঁ। ডাক্তার বসু নামক একজন বিলাত-ফের্ত্তা আমায় তাই বলে গেল। সেই মিশরী দরবেশের মেয়েটাও তা'র সঙ্গে আসবে।

হাপ্সী। আমি তার পেয়েছি। তুমি বাড়ীতে ছিলে না, আমি রসিদ দিয়ে নিয়ে খুলে পড়েছি। কাল সকালে আটটার সময় তা'রা আসছে। সুকুমারী আসছে না কিন্তু। সে ছেলের কাছে রয়ে গেল। সে যদি না আসে তা'হ'লে আমাকে কাশী যেতে হবে।

বিজয়। দেখি, তার দেখি। কাশীত যাবে, পয়সা পা'বে কোথায় ? ঠাকুরের এও এক লীলা। একবার দারিদ্রের মধ্যে পোড় খাইয়ে নিচ্ছেন, নইলে আমার ভাতের পয়সা জোটে না! বাবাজীও নাকি শীঘ্র আসবেন।

হাপ্সী। টান পড়লেই ভগবান টাকা পাঠিয়ে দিবেন। তেমন ত আটকাচ্ছে না, কিন্তু "কভি ঘীঘনা, কভি মুষ্টিভর চানা, কভি চাণাভি মনা" ইহাই ত রীতি, ইহাই দেবতার লীলা। এজন্য দুঃখ কিসের ?

বিজয়। দুঃখ কিছু নাই বটে, আমার দুঃখও হয় নাই। কেবল ভাবছি, সুকুমারকে কি খাওয়াব ? আমাদের ভাড় আর শরা সার

হয়েছে, তাও রোজ যোটে না। আবার মজা এই, কর্ত্তাদের হুকুম কাহারও নিকট টাকা চাহিতে পারিবে না। যাহা আপনি আসিবে তাহার দ্বারাই দিন চালাইতে হইবে। তা এ দু তিন মাসত চলিয়া গেল মন্দ নহে। আর কিছু না হউক প্রাণের শান্তিটা খুবই ছিল।

হাপসী। "এবার শ্যামা তোমায় খাব,

তুমি খাও কি, আমি খাই মা, এ দুটোর একটা করে যাব।"

ভাবনা কি? হয় শ্যামাকে খা'ব, নয় শ্যামা আমাদের খাবে—হয় তাহাতে ডুবিব, নয়ত আমাতে মজিব—হয় সিন্ধুতে বিন্দু মিশাইব, নহে ত বিন্দুতে সিন্ধু উথলাইব। দুটোর একটা করিতেই হইবে। তা আক্কেল পাওয়া গিয়াছে অনেকে রকম, আরও কত পাইতে হইবে তাই বা কে জানে। কে জানে সুকুমারই বা কেমন হইয়া আসিতেছে। যদি খাপ্ না খায় সেই ভয়েই কাশী যাইবার কথা তুলিয়াছি।

বিজয়। সে ভাবনায় প্রয়োজন কি? খাপ্ না খাইলেও খাওয়াইতে হইবে। আগেভাগে এত ভাবনারই বা প্রয়োজন কি? দেখ না কেমনটি হইয়া আসে।

"বটেইত। মিছে ভেবে লাভ কি? তোমাদের অন্ন নেই আর একজন অন্ন হীন এসে হাজির!—এমন সময়ে মা তোমার ছেলে এসেছে!" এই বলিয়া অঘোরীবাবা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন কাল এসেছি কলিকাতায়—নিশা কাটিয়েছি কালীঘাটে, আজ উঠলাম এসে তোমার পাটে, কিছু আছে কি ঘটে?"

"মায়ের রাজ্যে কি অঘটন ঘটে? ঘটে ঘটে যে মা বিরাজে?

ভাবনা কি বাবা, অন্ন মিলিয়াই যাইবে। অন্নপূর্ণার সংসারে, অন্নপূর্ণার ছেলে মেয়ের অন্নাভাব হয় না।" এই বলিয়া বিজয় ও হাপ্সী উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

"সুকুমার আস্ছে বলিয়া আমার আশা সে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে। একজন কেন্দ্রী পুরুষই তাহার গুরু হইয়াছেন। তাহার সঙ্গে একটি নূতন বৈষ্ণবী আসিতেছে, একেবারে আগুনের আঙ্‌রা সে। যাই হউক, এই কয়টা টাকা নাও, ফকিরী ছাড়, ঘর সংসার নূতন করিয়া পাত। তাহার পর আমিই তোমাদের কাশী লইয়া যাইব। কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তোমরাও আবার গৃহস্থ হইবে। সেই গৃহস্থ লীলাতেই তোমাদের কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম ফুঠিয়া উঠিবে। ভয় পাইও না, সবই মঙ্গলের জন্য হইতেছে। মায়ের নিজ ভোগের প্রসাদ আসিতেছে। এস আমরা তিনজনে বসিয়া একত্র প্রসাদ পাই। আজ ত তোমাদের হাঁড়ি চড়ে নাই?"

বিজয় ও হাপ্সী আর একবার প্রণাম করিলেন। হাপ্সীর দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'এখনও বুঝিলাম না তোমাদের এ কেমন করুণা! যা মনে আছে ঠাকুর তাই কর। মায়ের খাস তালুকের প্রজা আমরা—আমাদের ভাবনা কিসের?'

অঘোরীবাবা হাসিয়া বলিলেন—'ভাবনা নেই বটে, কিন্তু এইবার ভাবিতে হইবে। দেখ, মানুষেই সব করে। মানুষেই জগজ্জয়ী সম্রাট্ হয়, মানুষেই পথের ফকির হয়। মানুষেই ধন কুবের হয়, আবার

সেই মানুষেই ধনৈশ্বর্য্যকে নিষ্ঠীবনের ন্যায় ত্যাগ করিয়া যায়। মানুষ গড়িতে হইবে, তার পর যা ইচ্ছা তাহা উপার্জ্জন করিও। তখন টাকা চাও টাকা পাইবে, সন্ন্যাস চাও সন্ন্যাস পাইবে। মানুষ না হইয়া ছাতারে পাখীর মত টাকা টাকা করিলে টাকা আসে না। মানুষ না হইয়া গেরুয়া পরিলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, কেবল গেঁজেল সাজিতে হয়। তোমরা মানুষ না হইয়া ইংরাজ সাজিয়াছিলে তাহার ফলে কেবল হ্যাট কোট সার হইয়াছ, নকল নবিশ ভাঁড়ের দল হইয়া পড়িয়াছ। মানুষ গড়িয়া এক একটা আদর্শ করিয়া ছাড়িয়া দিতেছি, দেখি সে আদর্শ কেহ ধরে কিনা? এবার তোমাদের নিজের নিজের আদর্শ ফুটাইতে হইবে। উদ্‌যোগ পর্ব্বের কাজ শেষ হইয়াছে।

সেইদিন সারা অপরাহ্ণ ঘর সংসারের জিনীসপত্র কিনিয়া বিজয় সুকুমারের জন্য ঘর গৃহস্থালী পাতাইল। টেবল, চেয়ার, খাট, আলমারী, অন্দর মহল, বাহিরের মহল, সবই সাজান হইল। চাকর খানসামা, রাঁধুনী বামন নিযুক্ত করা হইল। সবই হইল বটে, কিন্তু নিজেদের জন্য বিজয় একটি ছোট ঘর আলাদা রাখিলেন। সে ঘরে আসবাব দুইখানি কম্বল, একটি বাঘছাল, একটি তামার কমণ্ডলু, আর স্বামী-স্ত্রীর জন্য চারিখানি গৈরিক বসন। বিজয় এখনও সন্ন্যাসীর চালই বজায় রাখিলেন। তিনি হাব্‌সীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'ও দোকানদারী আরও কিছুদিন পরে করা যাইবে। যাঁহারা আসিতেছেন তাহাদের জন্যই এ পাটাতন ঠিক করিয়া রাখিলাম।'

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সকালে সুকুমার দরিয়াকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার সঙ্গে অনেক জিনীস পত্র ছিল। বিলাত হইতে কাশী পর্য্যন্ত যখন যেখানে নামিয়াছেন সেইখান হইতেই কিছু না কিছু খরিদ করিয়া আনিয়াছেন। বিজয় ষ্টেসনে গিয়াছিলেন। উহাদের দুইজনকে বাড়ী পাঠাইয়া নিজেই সামগ্রীপত্র দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লইয়া আসিলেন।

সুকুমার। বৌ, আমার যেন মনে হচ্ছে তুমি এ নূতন ঘর সংসার পাতিয়েছ। বাড়ীর সবই যে নূতন দেখছি! একি সব আমার জন্য হয়েছে নাকি? আমি যা এনেছি তা দিয়ে বাড়ী সাজাতে হইলে এ বাড়ীটা ভরিয়া যায়। তোমরা এতদিন কি ভাবে ছিলে?

হাপ্সী। সব নূতন বটে, কেবল আমরাই পুরাতন। আমরাও কলিকাতায় ত দুমাসের বেশী আসি নাই। ওঁরও চাকরী বাকরি নেই, আমারও ছেলে পিলে ঘর সংসার নেই, তাই এক রকম করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলাম।

সুকুমার। দেখি তোমাদের ঘরটা কেমন?

এই বলিয়া তিনি বিজয় ও হাপ্সীর ঘর দেখিয়া আসিলেন, সঙ্গে দরিয়া ছিল। দরিয়া হাপ্সীর ঘর দেখিয়া,—"এই ঘরই ঘর।" এই কথা বলিয়া মুচকি হাসিয়া সুর করিয়া গান ধরিল—

যদি গৌর চাস্ ধনি কাঁথা ব'।

গৌর চাহিতে হইলেই কাঁথা বহিতে হইবে। দিদি, শেষের কাজটা গোড়ায় শেষ করিয়া রাখিতেছ দেখিতেছি।

হাপ্সী। ও মা! এ যে খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে দেখ্ছি, এমন গলাত কখনও শুনি নাই! এই কয় মাসের মধ্যে একেবারে বাঙ্গালী বানাইয়া দিয়াছে! ঠাকুরদের অদ্ভুত সৃষ্টি।

দরিয়া। আমারও ঐ রকম একটা ঘর চাই। সবই দোকান-দারীর মালে পূর্ণ করিলে চলিবে কেন?

হাপ্সী। আমরা শীঘ্রই কাশী যাইব। তখন এই ঘর তোমা-দের দখলে হইবে।

দরিয়া। থাকবে না! জাত যাবার ভয় নাকি?

হাপ্সী। সে ভয় নাই। তবে নন্দকে দেখিতে যাইতে হইবে, আর যাহাকে খুঁজিবার জন্য হিমালয় পাহাড় অতিক্রম করিয়াছি সে সুকুমারীকেও একবার দেখিতে হইবে।

দরিয়া। তা যাও। কাউকে ত ধরে রাখতে পারব না। তবে আমাকে একটু বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে, গুছিয়ে দিয়েও যেতে হবে।

এই সময়ে বাবাজী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি কিন্তু দরিয়ার চিবুকটি ধরিয়া বলিলেন,—"এসেছিস্ মা! তোর আশাপথ চেয়েই এতদিন বসে ছিলাম। তুই এসেছিস, তুই থাক। তোমার দ্বারা আমাদের

অনেক কাজ হইবে, আমার খাদশূন্য কাঁচা সোণা তুমি, তোমার সাহায্যে অনেক গড়ন গড়িতে পারিব। আবার বলি—তুমি, এসেছ তুমি থাক। আমাদের হইয়া, আমাদের মতন হইয়া থাক।" বাবাজী এইটুকু বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোক দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। বাবাজীকে কেহ কখন কাঁদিতে দেখে নাই। আজ তাহার চোখে জল দেখিয়া সবাই বিস্ময়ে অবাক্ হইল।

বিজয়। একি ঠাকুর! কে এ?

বাবাজী। স্বয়ং মা কমলা। আদর্শ ভৈরবী এ দেশে পাইলাম না, তাই দেশান্তর হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। শক্তি না হইলে কি পুরুষকার ফুটে? মা না হইলে কি ছেলের সোহাগ বাড়ে? জননী ও রমণী একাধারে পাই নাই, তাই দরবেশের নিকট ভিক্ষা করিয়া লইয়াছি। সুকুমার পুরুষ বটে, কিন্তু শক্তিহীন পুরুষ। তাই তাহার শক্তি খুঁজিয়াছিলাম। এই শক্তির সাহায্যে তাহার ভাগ্যে থাকে সে পুরুষপ্রধান হইবে, ভাগ্যে না থাকে মর্কট হইবে। এ যে কে ও কি তাহা পরে বুঝিবে। অতি সযত্নে রাখিও বাবা। ইহার যোড়া আর সহজে পাইব না।

সুকুমার বাবাজীর কথা শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইলেন, পরে দরিয়ার হাত ধরিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

বাবাজী। দরবেশ আমার ভাই—আমরা এক পথের পথিক, এক সাধনার সাধক। তাঁহার সহিত আমার যে কি সম্বন্ধ তাহা এখন ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। সহোদর বল?—তবে সে ভাই। একাত্মা

বল ?—তবে সে তাহাই। তাহার কন্যা আমারও কন্যা। দরিয়া যে কে তাহা পরে বলিব। যেখান হইতে তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়াছে সে সে দেশের সামগ্রী নহে। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখে থাক এবং নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সমাধা কর। আমি এখানে আরও একপক্ষ কাল থাকিব। তাহার পর বিজয় ও অপরাজিতাকে লইয়া কাশী যাইব। দরবেশ তোমার এখানে আসিলে আমায় খবর দিও, আমি আবার আসিব। উৎকট পরীক্ষা ত করিতেছি, দেখা যাউক সে পরীক্ষায় সিদ্ধি লাভ হয় কি না।

সেদিন সুকুমার আহারাদির পর বিজয়ের সঙ্গে অনেক কথা কহিলেন। বিজয় এই দুই বৎসরের সকল ঘটনা একে একে আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, নিজের ঘর সংসারের কথা বিষয় সম্পত্তির কথাও বলিলেন। সুকুমার সব শুনিলেন, অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন—'ইয়ুরোপে যা দেখিয়া আসিলাম ঠিক তাহার বিপরীত ক্রিয়া ভারতবর্ষে আরম্ভ হইয়াছে। ইয়ুরোপের ঢেউ ভারতবর্ষে লাগিবেই, আর সেই ঢেউ সামলাইবার জন্য এই সকল যোগাড় হইতেছে। তা মন্দ আয়োজন নহে। আমরা একটা কেন্দ্রের মধ্যে পড়িয়াছি। এমন আরও পাঁচ সাত দশটা কেন্দ্র বাঙ্গলায় কাজ করিতেছে। আমাদিগকে এখন নির্বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিয়া চলিতে হইবে। আরমা তাঁহাদের সিপাহী কিনা, আমাদিগকে ফৌজের ন্যায় কাজ করিতে হইবে। অন্ধ ছাড়াত আমরা কিছু নহি। বুঝিলেত ব্যাপারখানা কি ? আমার কথা আমি বলিলাম। তোমার

কথা তুমিও বলিলে। আমরা উভয়েই একটা চক্রের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এ চক্রের দ্বারে আছেন প্রভু রামানন্দ স্বামী। আর ইহারা সকলে এক এক কেন্দ্র ধরিয়া কাজ করিতেছেন। মজা দেখ, এত বড় কে কাজ হইতেছে তাহা কেহ টের পাইতেছে না। বাঙ্গলায় যেন এ সম্বন্ধে কোন অনুভূতিই নাই, অথচ এক একজন আসিয়া হাজারে হাজারে শিষ্য করিতেছেন এবং এক একটা নূতন পদ্ধতি দেখাইয়া দিতেছেন। এই যে অনুভূতির অভাব ইহাই রোগের দুর্লক্ষণ। এই টুকুই দূর করিতে হইবে।

বিজয়। তা বটে, একটা বড় কাজ নিঃশব্দে হইয়া যাইতেছে, আবরণের মধ্যে কাজটা চলিতেছে, তাই কেহ টের পাইয়াও পাইতেছে না। কর্ম্মী যাহারা তাহারা যেদিন আবরণ খুলিবেন সেই দিন সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিবে। আমার মনে হয় এই যে অনুভূতির অভাব, ইহাও তাহাদের লীলা। একদিকে বিলাস অন্যদিকে মহার্ঘ, একদিকে উপার্জ্জনে অক্ষমতা অন্যদিকে উপভোগের লিপ্সা, এই দুয়ের ঘাত প্রতিঘাতেই সমাজটা বোদা হইয়া পড়িয়াছে, অনুভূতির যেন লেশ মাত্র নাই। কিন্তু যে দিন জাগিবে সে দিন সাপের খোলস ছাড়ার মত এ সব আবর্জ্জনা ছাড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। এখন ভাল মন্দর বিচার করিবার সময় নহে। বিষম জ্বরের প্রলাপের কাল—এ সময় ভাল মন্দ সবাই এক দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মের মুখেই ত সব ভাল আর মন্দ। সবাই যখন নিষ্কর্ম্মা তখন ভালই বা কে মন্দই বা কে। যাহা হউক

আমাদের পিটিয়া সিটিয়া এক রকম গড়িয়া তুলিয়াছে। এইবার আমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তোমার আমার দুই জনেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভূমিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখনও আমরা "সাজ ঘরে" আছি। এই অবসরে "সাজটা" নিখুঁত করিয়া লও, যাহাতে কেহ চিনিতে না পারে সে ব্যবস্থা কর। তাহার পর যেমন বলিবে তেমনিই অভিনয় করা যাইবে। দোকানদারী ত বটেই, দেখ না কতটুকু করিতে পার।

সুকুমার মুচকিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন—'কেবল এই টুকুই নয়, সে কালের যাত্রাত মনে আছে? যাত্রার পালা হইবার পূর্ব্বে ভিস্তি মেথর, কেলুয়া, ভুলুয়া, কত কি আসিয়া আসর জমাইয়া দিত, পরে পালা আরম্ভ হইত। আমাদের পালা আরম্ভের এখনও বিলম্ব আছে—ধ্রুবচরিত্র পালা হইবে, কি প্রহ্লাদ চরিত্র পালা হইবে তাহা অধিকারী মহাশয়রাই জানেন। আমাদের কাজ কেলুয়া ভুলুয়া ভিস্তি ও মেথর মেথরাণীর। সেইটুকু ভাল করিয়া করিতে পারিলেই হইল। আমার মোহ ছুটিয়াছে, সুতরাং আর ভাবনা নাই।

বিজয়। ভাবনা কি জান, সন্ধি পূজার বলিদানটা—ঠিক ক্ষণে বলিদানটা হবে কি না আমার সেই ভাবনা। ঐ মুহূর্ত্ত ঠিক করাইত কঠিন। তা সে ভাবনাই বা কি আছে? যাহাদের হস্তে ঘড়ী আছে তাহারা ইঙ্গিত করিলেই জয় মা বলিয়া বলি দেওয়া যাইবে।

সুকুমার। হাঁ। তা ঠিক হয়েছ বটে। আমার ভাবনা কি জান, রাসের লগ্ন লইয়া—ও লগ্ন ঠিক করাই বড় শক্ত। তা এসব কথা

পরে হইবে। যাই দেখি দরিয়া কি করিতেছে। আমিত দরিয়ায় ভাসিলাম। যদি হাবু ডুবু খাইয়া ডুবিয়া মরি হাত ধরিয়া তুলিও।

বিজয়। উহুঁ। সে দুষ্কর্ম্ম আমরা করিব না।

"ডুব দে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।"

যে মানুষ ডুববে তাকে কি তুলতে আছে?

সুকুমার। দেখা যাক কি কর তোমরা। দোকানপাটত সাজাইয়া রাখিলাম বিধাতার মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।

সম্মেলন।

"স্বপনে মন যে কেমন মানুষ রতন হেরিয়াছে।
সে যে অধর মানুষ যায় না ধরা ধরিতে মন হার মেনেছে॥"

এই গান গাহিতে গাহিতে হাপ্‌সী বিজয়ের হাত ধরিয়া কাশীর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সুকুমারী একগাল হাঁসিয়া হাপ্‌সীর হাত ধরিয়া—"হাপ্‌সী কি রূপসী অপরাজিতার ফুল ফুটেছে।" এই ছড়াটি বলিয়া অপরাজিতার চিবুক ধরিলেন এবং আবার সুর করিয়া বলিলেন—'ও পাথরের কমল কলি মন অলি তোর সঙ্গে চলে। মন অলি সঙ্গেই নিয়ে এসেছে!'

বিজয়। অলির আর তফাৎ হইবার উপায় নাই, ও নীলপদ্মটির উপর কাল ভ্রমরা বসিয়াই থাকিবে, উড়িবার হুকুম নাই। কেবল দেখতে এসেছি—শ্বেতাজটি কেমন আছে।

সুকু। সাঁতার জলে ভাসছে আর ঢেউএর উপর নাচছে। অলি বসে কেমন করে? তা ভাই তোমরা এসেছ, আমি বেঁচেছি। আমার নন্দ লেখাপড়া শিখছে ভাল, মানুষ হয়েও উঠবে ভাল, কিন্তু যেন মনে হয় একটু গোঁয়ার রকমের হবে। একা থাকি, দিন আর কাটে না। ঠাকুর বলেছিলেন লক্ষ মন্ত্র জপ কর্ত্তে। আমার তা সারা হয়েছে। ছাই ঘুমও পায় না, ঘুম আসেও না, তাই কেবলই জপ করি, আর আছেন সঙ্গী আমার সেই পাগলা। সে নন্দকে কোলে পিঠে করে নিয়ে বেড়ায়॥

"মা তো'দের খ্যাপার হাট বাজার।
গুণের কথা ক'ব কার।
তোরা দুই সতীনে কেউ বুকে, কেউ বা মাথায় চড়ো তাঁ'র।
কর্ত্তা যিনি খ্যাপা তিনি খ্যাপার মূলাধার।
ঢাকনা ছাড়া চ্যালা দুটো সঙ্গে অনিবার॥

এই গান করিতে করিতে পাগলা নন্দকে কাঁধে করিয়া নাচিতে নাচিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল—'পাগলী মা কৈ গো? এই তোমার পাগল ছেলে লও। আজ অনধ্যায়, স্বামীজী তাই বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

সুকুমারী। হুঁ বুঝেছি। খবর পৌছেচে।

নন্দ মামা ও মামীকে দেখিয়া ছুটিয়া তাহাদের কোলে গিয়া বসিল এবং গলা জড়াইয়া সাগ্রহে দুই জনের গণ্ডে চুম্বন করিল এবং বলিল—'তোমরা আর যেও না, এইখানে থাক, আমার মন কেমন করে।'

পাগলা হাপ্সী ও বিজয়ের প্রতি তাকাইয়া—"উঃ ক্রমে শিব ও কালী এসে হাজির। এমন শিব মূর্ত্তিও দেখি নাই, এমন শ্যামকালীও দেখি নাই। হাঁগা তুমি এত ভাল মানুষের মেয়ে কবে হইলে। কাপড় পরেছ, মুণ্ডমালা ছেড়েছ, শিবের বুক হইতে নেমেছ, এ আবার তোমার কি লীলা, মা?

হাপ্সী মুচকিয়া হাঁসিয়া বলিলেন—বাবা আবার ক খ গ ঘ আরম্ভ করেছি। গোড়া হইতে মক্স করিতেছি। যখন আঙ্ক আঙ্ক লিখিব তখন যুক্তবর্ণ দেখিও।

পাগলা। "নীল বরণী নবীনা রমণী,
কে রে শিব সঙ্গিনী।
যেন আলোর কোলে ছায়া নাচে,
কে রে কালকাদম্বিনী ॥"

সুরঠ মল্লারে এই গান করিয়া পাগলা যেন একটা নূতন ভাবের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। অপরাজিতা সে গান শুনিয়া যেন সমাধি লাভ করিলেন। তখন তাড়াতাড়ি সুকুমারী যাইয়া অপরাজিতার হাত ধরিল, গগনের ব্যক্তইন্দু যেন নীলেন্দুকে ক্রোড়ে করিল, কমলা তাঁহার সঙ্গিনী হইলেন।

বিজয়। আর কেন, যোটাযোট ত হয়েছে ভাল? এখন চল স্নানে যাই। অপরাহ্ন যে শেষ হইল?

পাগলা— মরলেম ভুতের ব্যাগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি ব্যাগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে,
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু দশেন্দ্রিয় মহালেঠে,
তারা কারও কথা কেউ শোনে না, দিনত আমার গেল কেটে।
যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড পুন পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেমনি করে ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায়গো ছুটে।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী কর্ম্মডুরী দেনা কেটে ॥"

পাগলা গান করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল ॥

গঙ্গা স্নানে যাইবার পথে হাপ্সী সুকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কৈ তার কথাত কিছু কৈলিনি ?

সুকুমারী। ঠাকুরের মানা। ইংরাজি ফরাসী কত কি শিখিলাম, বিবিয়ানা মক্স করিলাম, কিন্তু তা'র প্রয়োগের পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা। ঠাকুর বল্লেন অর্জ্জুন দৈব অস্ত্র সকল পাইবার পর, শিবকে বাহু যুদ্ধে তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিবার পর, তাহাকে সে সব ঐশ্বর্য্য হজম করিবার জন্য ক্লীব বৃহন্নলা সাজিতে হইয়াছিল। আমার এখন সেই অবস্থা। যখন ফুট্‌ব রামপুরী তুবড়ীর মত ফুটে উঠ্‌ব।

হাপ্সী। নে রঙ্গ রাখ্। আমাদেরও উপর ঐ হুকুম। তাই বোধ হয় আমাদের ক'টাকে এক ঠাঁই করিয়া রাখিল। পয়সা থাকিতে ফকিরী বড় মিষ্ট। এ মিষ্ট অবস্থাটা তোমার আমার ভাগ্যে যতদিন চলে চলুক না।

সুকুমারী। আমি বৈষ্ণবী মতে চালাই, তোমরা তান্ত্রিক মতে চালাও। শেষে কে হারে কে জিতে দেখা যাবে। আর দরিয়াও কোন দরিয়া হইয়া উঠে তাহাও বুঝা যাবে। বমুনা হইতে পারিবে কি ?

যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্।

সমাপ্ত।

আমাদের এক টাকা সংস্করণের

উপন্যাস সিরিজ্

১লা আশ্বিন হইতে প্রতিমাসের ১লা তারিখে এক একখানি করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

সুন্দর এণ্টিক কাগজে ছাপা ও সিল্কের বাঁধাই।

এতদিন পরে আমাদের উপন্যাস সিরিজের প্রতিষ্ঠা হইল। সুবিশাল বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করি, সেরূপ শক্তি বা সামর্থ্য আমাদের নাই; তাই আজ ভীত সন্ত্রস্তচিত্তে বাঙ্গলার সুধীবৃন্দকে আহ্বান করিতেছি। আমাদের এমন বিশ্বাস আছে যে বাঙ্গালী যদি বাঙ্গলা ভাষার উপর শুধু একটু দৃষ্টি রাখেন তবে আবার তাহা ফলে ফুলে সুশোভিত হইবে।

আমরা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া এই উপন্যাস সিরিজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আশা ও নিরাশা আসিয়া যুগপৎ আমাদের মন উদ্বেলিত করিয়াছে। আজ আমাদের বিপুল উদ্যম ও বিরাট অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে; তাহার জন্য আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বঙ্গ-সাহিত্যের নিকট সকলেই আমরা ঋণী। সাহিত্যের উন্নতি সকলে করিতে পারি আর না পারি, তাহার সেবার শক্তি ও অধিকার ত সকলেরই আছে। সাহিত্যের সুপ্রচার কল্পেই আমাদের উপন্যাস সিরিজের প্রতিষ্ঠা।

সাহিত্যিকেরা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের উপাদান সংগ্রহ করেন। তাহাতে তাঁহাদের জীবনের কত না আশা ও ব্যর্থজীবনের করুণ কাহিনী নিহিত আছে। আপনার কর্ম্মময় জীবনের মধ্য হইতে একটু সময় করিয়া তাঁহাদের মনের কথা শুনেন তাহাই তাঁহাদের প্রার্থনা! সাহিত্যের উন্নতির জন্য আপনার কি সে সময়টুকু হইবে না?

শিশির পাব্লিশিং হাউস,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

আমাদের উদ্দেশ্য

আজ আমাদের কত কথাই না মনে হইতেছে। মিত্রেরা উৎসাহিত করিয়াছেন, শত্রুরা ভয় দেখাইয়াছেন। আমরা এত অল্পমূল্যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস দিবার চেষ্টা করিলে বিশেষ আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইব বলিয়া অনেকে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। অনেকে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন আমাদের ইহাতে আর্থিক লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। তবে আমাদের এই বিপুল উদ্যমের উদ্দেশ্য কি?

এ পৃথিবীতে এমন কার্য্য অনেকে করেন যাহার উদ্দেশ্য কেহ খুঁজিয়া পান না। অনেকে তাহাকে 'খেয়াল' বলেন। আমরাও বলিব ইহা আমাদের 'খেয়াল'।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে বিলাতে লক্ষ লক্ষ "গীতাঞ্জলি" বিক্রয় হইতেছে কিন্তু বাঙ্গলায় সহস্র বিক্রয় হইতে বৎসরাধিক সময় লাগিতেছে। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে শুধু সাহিত্যে মনোনিবেশ করিয়া কোন সাহিত্যিকের অন্নের সংস্থান হয় না।

আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রমে যদি বঙ্গসাহিত্যের কিছুমাত্র উন্নতি হয় তবে আমাদের সকল চেষ্টা ও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিব।

আপনি প্রকৃত বাঙ্গালী। যাহাতে বাঙ্গালীর প্রকৃত অভ্যুদয় হয় তাহা আপনার ঐকান্তিকী বাসনা। সেই বঙ্গভাষার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি কল্পে আমরা আপনাদের ন্যায় প্রকৃত স্বদেশানুরাগীর সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই এই বহুব্যয়সঙ্কুল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। আমাদের নিতান্ত ভরসা আপনি আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদের এই নবোদ্যমে উৎসাহিত করিবেন।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ,
প্রোপ্রাইটার,
শিশির পাবলিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

আপনি কেন আজই আমাদের উপন্যাস সিরিজের গ্রাহক হইবেন ?

যেহেতু—

১। প্রতিমাসে এমন এক সময় আসে, যখন আপনার কিছুই ভাল লাগে না ;—এই অবসাদ দূর করিতে আমাদের উপন্যাস অদ্বিতীয়।

২। আপনি স্বচ্ছন্দে কোনওরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া, আমাদের উপন্যাস আপনার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যার হস্তে দিতে পারিবেন ; ইহাতে রুচিবিগর্হিত কিছু থাকিবে না।

৩। আপনি বৃথা অর্থনষ্ট করিতে চান না,—আমাদের উপন্যাস ক্রয়ে আপনি অল্পমূল্যে সমধিক লাভবান্ হইবেন।

৪। আপনি বাজে উপন্যাস পড়িয়া অর্থনষ্ট ত করিয়াছেনই, উপরন্তু বাঙ্গলা ভাষার উপর একরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন ;—আমাদের উপন্যাস আপনার বিলুপ্ত শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিবে।

৫। আমাদের সিরিজে বাজে উপন্যাস বাহির হইবে না।

৬। আমাদের উপন্যাস সর্ব্ববিধ উপহার প্রদানে অদ্বিতীয়।

৭। আমাদের কাগজ ছাপা ও বাঁধাই অত্যুৎকৃষ্ট।

৮। আপনার সময় অল্প; সুতরাং বাজে উপন্যাস পড়িয়া আপনার আর সময় নষ্ট করিতে হইবে না।

৯। আমাদের উপন্যাস নিয়মমত প্রতিমাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইবে।

১০। আপনি খাঁটী বাঙ্গালী। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত উন্নতি কল্পে আমাদিগকে সাহায্য করা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সুমহৎ কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা আপনার সহানুভূতি ব্যতীত সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

আজই পত্র লিখিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

শিশির পাব্‌লিশিং হাউস্,
কলেজষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা।

(২)

আমাদের প্রকাশিত

নূতন উপন্যাস

নব যুগের নব আলো নূতন হাওয়া

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

যুগের আলো

সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতী এন্টিক কাগজে মুদ্রিত ও সিল্কের প্যাডে বাঁধাই।
'যুগের আলো' নব যুগের নিখুঁত ছবি,—আগাগোড়া নূতন,
আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা প্রত্যেক
বঙ্গললনাকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে
বিশেষ অনুরোধ করি।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

যাঁহারা সমাজ শাসনের বাহিরে তাঁহারা সমাজের কোন নিয়মের বশীভূত নহেন। সমাজের বাহিরে, আবাল্য যুগপৎ ঘৃণা ও স্তোক-বাক্য মধ্যে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত তাঁহাদের বিচিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

আজ পৃথিবীতে সেক্সপীয়ারের কত সহস্র জীবনী হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু বাঙ্গলার গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার সম্যক্ আলোচনা করে এমন লোক পাওয়া যায় না। যাঁহাদের গৃহ বিদেশী নাট্যরথি-গণের জীবনীতে পরিপূর্ণ, তাঁহাদের অনেকেই গিরিশচন্দ্রের নামও শুনেন নাই। সারা বাঙ্গালায় মাত্র একখানি গিরিশ-জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল (তাহাও প্রকৃত জীবনী নহে, জীবনী সংক্রান্ত কতিপয় প্রসঙ্গ মাত্র)। তাহারও প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া গেলে দ্বিতীয় সংস্করণ করিবার আগ্রহ বা ইচ্ছা কাহারও হয় নাই। যথন নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের এই অবস্থা তখন অন্যান্য নাট্যরথিগণ সম্বন্ধে আমরা আর কি আশা করিতে পারি?

নাট্য-প্রতিভা সিরিজ যাহাতে সকলের চিত্তাকর্ষক হয় তাহার জন্য আমরা সাধ্যাতীত চেষ্টা করিতেছি। যদি ঘরে ঘরে আমাদের নাট্য-প্রতিভা সিরিজ স্থান পায় তবেই আমরা আমাদের পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

আজই গ্রাহক হউন।

উপন্যাস সিরিজ

ও

নাট্যপ্রতিভা সিরিজের

গ্রাহক হইবার নিয়ম।

পত্র লিখিলেই গ্রাহক হওয়া যায়। ভিঃ, পিঃ, ও পোষ্টেজ্ চার্জ্জ অতিরিক্ত দিতে হইবে। গ্রাহক হইলে যখন যে পুস্তকখানি বাহির হইবে ভিঃ, পিঃ, করিয়া পাঠাইয়া দিব।

শিশির পাব্লিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার জন্য আপনি কতটুকু যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন ?

তাহাদের মনের উন্নতি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ কিরূপে হইতে পারে, তাহা কি আপনি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন ?

বাঙ্গলার খোকা খুকী ও বালক বালিকাদের জন্য

শিশির পাবলিশিং হাউস

যে বিরাট আয়োজন করিতেছেন তাহার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিবেন।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ

প্রোপ্রাইটর

শিশির পাবলিশিং হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।